To

REVEREND J. LONG.

SIR,

ERE my presenting this little volume to the public, it needs inscribing to one, who has devoted his whole time to intellectual and moral pursuits. Nothing is more degrading to a disinterested and well-intentioned writer, than to wheedle some titled Aristocrat and plunge into the level with his vassels. But my intention is far above this vile turn. I flatter myself in paying my respects to you for no other consideration than your being a promoter of the vernacular language and exerting the pith of your energies for its improvement.

Few as our writers are, and unfortunately their works being limited to translation, few have until now volunteered into the path of real improvement. In fact, the Bengallee language, is still in its cradle. The more than half century's cultivation, of the easiest language in the world, has chiefly sowed the seed of translation, excepting some dramatic works of little merit.

This History of India, is the first original work of the kind, and I feel myself contented in filling a *desideratum*. It is written "with a free and unprejudiced pen." The wild notions of men like Mill, Ward and Marshman, their misinterpretation of the Hindoo character, manners, &c. have been strenuously impugned.

The Hindoo period, presents the history from the creation, according to the *Puranas*, down to the reigns of Magadha dynasty. I spared neither time, nor trouble, to delineate the annals of the Solar and Lunar races of Kings. A summary of the Hindoo religion, with a succinct outline of different religious sects, of science, literature, arts, commerce, &c., is also attached. The Mahomedan period includes, the invasion of India by that nation, down to the reign of Shah Alam the Second. The work concludes with the settlement of Europeans in India, the conquest of Carnatic and the battle of Plassy, being the origin of the British Government.

Be it remembered, that the Indian history, is divided into different Eras, instituted by different Kings, of which the Bengallee era is most used. It agrees pretty nearly with the Mahomedan era of the Hegira. I have with much labor, given

the exact period of every occurrence, by means of calculation, with the Bengallee era, agreeably with the era of Christ. The Anti-Christian era is agreed with the era of the Calee Yoog. Thus far, the Chronological order, is all through preserved. A little indulgence must be granted to me for the inaccuracies of particular chapters and heads, the misarrangement of a note or two and other defects, which might easily be understood by writers in general, to arise from the evil system of the native press. My History of India, would have been thrice as bulky had it been composed as ordinary Bengallee books are. To lessen the expense and make it cheaper it was composed in small types and in one lead. The following is the list of works, English and Vernacular, from which this History of India is principally compiled.

Professor Wilson's edition of Mill's India, Col. Dow's Hindoostan, Ward on the Hindoos, Gleig's India, Elphinstone's ditto, Marshman's ditto, Murray's British India, Stewart's Bengal, Asiatic Researches, partly, Macaulay's Critical and Historical essay on Lord Clive, Encyclopædia Britannica, the *Ramayaná*, the *Mohabharata*, *Munoo Sanghita*, *Surbartha Poornachundra*, *Bibidharta Sangraha*, &c. &c., &c.

I intend, to continue the history to the present time and have written and reserved some accounts for that purpose.

Now it is my province, to request the public generally, and you particularly, to support and encourage this my unskilful undertaking.

I have the honor to be

Sir,

Your most obedient Servant,

KADER NAUTH DUTT.

Hautkholah, April, 1860.

শ্রীকেদারনাথ দত্ত

প্রণীত গ্রন্থের

বিজ্ঞাপন।

নলিনীকান্ত।

গদ্য, পদ্যে নানা ললিত সঙ্গীত সমন্বিত শৃঙ্গার ও করুণ রসাশ্রিত এক নবীন উপাখ্যান। "ইহা নাটক ভাবে রচিত, কাব্য ভাবে বর্ণিত এবং উপাখ্যানাশ্রিত।" এই গ্রন্থ বিলাতী গ্রন্থের ন্যায় উৎকৃষ্ট বাঙ্গাই হইয়া ১ টাকা মূল্যে সকল পুস্তকালয়ে এবং হাটখোলা মাণিক বসুর লেনে ১২৪।৩ নং ভবনে বিক্রয় হইতেছে। পল্লীগ্রামস্থ গ্রাহকেরা মূল্য প্রেরণে বিনা মাসুলে পাইতে পারিবেন।

অনাথিনী কুলকামিনী,

অথবা

প্রমদা ও হৃদয়েশ।

উক্ত নামধেয় করুণ ও আদি রসাশ্রিত কাব্য নানা সুললিত ছন্দ নিবন্ধে মুদ্রিত হইতেছে, ইহার ঘটনা জগন্মনোলোভা অম্বিকা কাল্‌নায় হয়, কুলীনত্বের দোষারোপণ ইহার উদ্দেশ্য। মূল্য—।০

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়।

ইতিহাস শব্দের অর্থ—ইতিহাসবেত্তার কি করা উপযুক্ত—অসভ্যাবস্থায় মনুষ্য কি প্রকারে ইতিহাস বৃদ্ধি করে—ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের কর্ত্তৃক সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন কাল নিরূপণ—ব্যাস, বাল্মীকি ও বেদ মহাভারতাদির কাল—কলিযুগের কাল—ইংলণ্ডীয় কোন কোন বিশ্বগুণনির্ণায়ক বাইবেলানুযায়ী সৃষ্টির কাল অগ্রাহ্য করেন—ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ও শক্তির উৎপত্তি—ব্রহ্মার সৃষ্টির অনুষ্ঠান ও ভূতাদি সৃজন—ব্রহ্মের গুণ ভেদে নাম ভেদ—অণ্ড হইতে স্বর্গ, মর্ত্ত, আকাশ উৎপন্ন হয়—পঞ্চ প্রকার অবিদ্যার সৃষ্টি——উদ্ভিদ, তির্য্যকস্রোত, ঊর্দ্ধস্রোত এবং অর্ব্বাকস্রোতের সৃষ্টি—ব্রহ্মার দেহ বিভাগ ও মনুর উৎপত্তি—ব্রহ্মার নবম মানস পুত্র—ব্রহ্মা রুদ্র সৃষ্টি করিয়া তদ্দেহ বিভাগ করতঃ নামকরণ করেন—মনুর উত্তানপাদাদি সন্তান উৎপত্তি—ধ্রুব—দক্ষ চতুর্ব্বিংশতি কন্যা উৎপন্ন করিয়া পুলস্ত্যাদিকে সম্প্রদানকরেন—দক্ষের দ্বারায় দেব, ঋষি, হর্য্যশ্ব, সবলাশ্ব, পুত্র ও ষাইটটী কন্যা সৃজন—কস্যপ কর্ত্তৃক দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব্বাদি সৃষ্টি—চাতুর্ব্বর্ণবিভাগ—মানব প্রকৃতির অসভ্য অবস্থা ও তৎকালীক ব্যবহার।

'ইতিহাস' শব্দের অর্থ পৃথিবীস্থ কোন স্থানের সমস্ত বা কোন বিশেষ ঘটনা বর্ণন; তাহা বিদ্যাই হউক, ধর্ম্মই হউক, মনুষ্যদিগের রীতি, চরিত্র, পরস্পর বিগ্রহই বা হউক। ইহা দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বর্ণিত হয় যদ্দ্বারা মনুষ্য যথেষ্ট জ্ঞান উদ্ভব করিতে সক্ষম হয়েন। কোন উপদেশ দৃষ্টান্ত সমন্বিত হইলে অধিক উপকারজনক হইতে পারে। ডায়ওনিসস্ নামক বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা "ইতিহাস বিশ্বজ্ঞান শাস্ত্র দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষিত হয়" কহিয়াছেন; অতএব শুদ্ধ হিতোপদেশ অপেক্ষা ইতিহাসে অধিক ফলোৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন দেশের এক খানি প্রকৃত ইতিহাস রচনা করা সামান্য কর্ম্ম নহে; ইহাতে যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম ও বহুদর্শিত্ব অপেক্ষা করে। দেশের প্রাক্কালাবধি বর্ত্তমানাবস্থা পর্য্যন্ত তাবৎ বৃত্তান্ত ইতিহাসবেত্তার জানা কর্ত্তব্য; অতিশয় নির্ম্মল বুদ্ধির

প্রয়োজন; সদসৎ বিবেচনা, মানব প্রকৃতির দোষ, গুণ ও ঘটনাদি অবিকল বর্ণনাবশ্যক। তিনি বিজাতীয়ের প্রতি জাত-বৈর পরিত্যাগ ও স্বজাতীয়ের অমূলক প্রশংসাবাদ নিরাকরণ করিবেন, গণতা অবলম্বন করিবেন না। ইত্যাদি আচরণে তিনি যথার্থ ইতিহাসবেত্তা বলিয়া গণ্য হইবেন এবং অসামান্য মান প্রাপ্ত হইয়া অনির্ব্বচনীয় যশোরাশী লব্ধ করিবেন। পরন্তু তদ্বিপরিত করিলে তিনি নিন্দাস্পদ হইবেন এবং তাঁহার শ্রম বিফল হইবে। অতএব ইতিহাস রচনা অতি সুকঠিন কর্ম্ম। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রকটন করা অতি দুষ্কর; স্বদেশ ভাষিত ইতিহাসাভাবে আমাদিগকে দুঃশ্ছেদ্য প্রতিবন্ধকতা প্রাপ্ত হইতে হয় এবং আমরা বিজাতীয় ভাষার গ্রন্থাদি অবলম্বন করিতে বাধ্য হই। পৃথিবীর জন্মাবধি ইতিহাসের জন্ম হইয়াছে, কিন্তু পৃথিবী কোন্ সময়ে সৃজিত হইয়াছিল ইহা নিরূপণ করা অসাধ্য। পৃথিবী সৃজন, তথা মানব প্রভৃতি জীবচয়ে তাহা পূরীত হওনের অনেক পরে ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহা মনুষ্য দ্বারা পূরীত হইবামাত্রই যে প্রকাশ হইয়াছিল, তাহা কোন মতে বলা যাইতে পারে না। সৃজন মাত্রই মনুষ্যেরা সভ্য হয় নাই, তখন তাহারা অত্যন্ত অসভ্যাবস্থায় ছিল, ভাষা অপরিপক্ক ছিল এবং বিস্তীর্ণ হয় নাই। মনুষ্য কদাচ ঈদৃশী অবস্থায় ইতিহাস প্রকাশ করণে সক্ষম হয় নাই; তাহারা মুখাগত বাক্য দ্বারা পৃথ্বী সম্বন্ধীয় যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ ব্যক্ত করিতে পারগ হইত এবং তাহাও অতি অস্পষ্টরূপে, যদ্দারা তাহাদিগের পুত্র পৌত্রাদি ইতিহাস যৎসামান্য বৃদ্ধি করিতে যত্ন করিত। তাহার সহস্র সহস্র বর্ষান্তে ভাষার কিঞ্চিৎ উন্নতি হইয়া থাকিবেক এবং তৎ কালীন মনুষ্যগণ পরম্পরায় শ্রুত বাক্য প্রাপ্ত হইয়া আত্ম বিচক্ষণতা সহকারে ইতিহাস লেখনি নিবন্ধে সৃষ্টির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিল। অতএব তাহারা জগৎ সৃষ্টির বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত ছিল না এবং ইতিহাসের বাল্যাবস্থা প্রযুক্ত তাহারা নানা অসম্ভব গল্প ইতিহাস মধ্যে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইত। এ হেতু ঈশ্বর কর্ত্তৃক কোন্ সময়ে জগৎ সৃজিত হইয়াছিল আমরা বলিতে সক্ষম নহি। যদিও বিবিধ ভাষায় পৃথিবী সৃজন বিবরণ ও তৎ কাল নিরূপণ হইয়াছে, কিন্তু পরস্পর অনৈক্য হইবাতে আমরা তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। ইউরোপীয় কেহ কেহ পণ্ডিত কহেন, যে পৃথিবী ৪০০০ খ্রীষ্টাগ্রে (৯০০ কল্যাব্দ) সৃজিত হইয়াছিল, কেহ কেহ কহেন, ইহা ৪৩০৫ খ্রীষ্টাগ্রে (১২০৫ কল্যাব্দ) সৃজন হয়; কেহ ৫৮৭২ (২৭৭২ কল্যাব্দ) কেহ বা ৪০০৪ খ্রীষ্টাগ্রে (৯০৪ কল্যাব্দ) সৃষ্টির কাল নির্ণয় করিয়াছেন তন্মধ্যে পশ্চাদুক্ত

মত সর্ব্বসাধারণ। এ বিষয় সত্য মিথ্যা বিবেচনা করা কঠিনকর। পরন্তু পৃথিবী সৃজন অবধি খ্রীষ্টের জন্ম পর্য্যন্ত কোন জাতির সাম্বৎসর বা শক নিশ্চয় নির্দ্ধারিত নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ৩১০২ খ্রীষ্টাগ্রে কলি-যুগের আরম্ভ বা সন্ধ্যাকাল নিরূপিত করিয়াছেন এবং মহাভারতের কাল ২০০০ * খ্রীষ্টাগ্র (১১০০ কল্যাব্দ) কোন কোন ইতিহাসবেত্তা কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অপিচ, ৪৪৯ খ্রীষ্টাগ্র (২৬৫১ কল্যাব্দ) ব্যাস ও বাল্মীকির অবস্থানের কাল কোন কোন গ্রন্থকর্তা লিখিয়াছেন। যদিও বেদ, মহাভারতাদির অপেক্ষা প্রাচীন তথাপি ১০০০ খ্রীষ্টাগ্র (২১০০ কল্যাব্দ) ইহার প্রণয়নকাল, কোন লোক কহেন। এতৎপ্রকার সাম্বৎসরের অনৈক্য দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করি এবং ইউরোপীয়দিগের নির্দ্দিষ্ট পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থাদির কাল গ্রাহ্য করিতে পারি না। † হিন্দুরা যদিও সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরাদি যুগত্রয়ের সাম্বৎসর স্পষ্টরূপে ধার্য্য করেন নাই এবং যাহা করিয়াছেন যদিও তাহা গ্রাহনীয় নয়, তথাপি তাঁহারা কলিযুগের প্রারম্ভাবধি শক স্থির করিয়াছেন, যাহা কোন প্রকারে অগ্রাহ্য হইতে পারে না। বেলি, কেন্টিন, প্রভৃতি বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এতদ্বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ করিয়া অসংখ্য প্রবন্ধ লিখিয়া ৩১০১-২ খ্রীষ্টাগ্রে, কলিযুগের সন্ধ্যাকাল নিরূপণ পুরঃসর হিন্দুদিগের নির্দ্ধারিত সময় যথার্থ প্রতিপন্ন করিয়াছেন; এতদ্দ্বারা প্রতীত হইতেছে, যে বেদ, রামায়ণ, মহাভারতাদির প্রণীত কাল হিন্দুদিগের মতানুযায়িক নিতান্ত অসম্ভব হইতে পারে না; রামায়ণ, তৎপরে মহাভারত, অনুক্রমে প্রকটিত হইয়াছে ইহা হিন্দুদিগের নানা গ্রন্থে লিখিত আছে এবং এই সকল গ্রন্থে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, প্রভৃতি যুগের অসংখ্য নরপালদিগের নামোল্লেখ হইয়াছে। পরন্তু এই যুগত্রয় যথার্থ ছিল কি না আমরা স সাহসে বলিতে পারিলাম না, ফলতঃ কলির আরম্ভে অর্থাৎ ৩১০১ খ্রীষ্টাগ্রে হিন্দুরা অতি সভ্য ছিল, নহিলে মহাভারতাদি ঈদৃশী সুচারু মনোহররূপে লিখিত হইত না; সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, না হউক, কলির ন্যূনাধিক তিন সহস্র

* ১৪০০ এলফিন্‌ষ্টনের মতে।

† "As a proof of the uncertainty of Hindoo chronology it may be suffici. ent to state, that the commencement of the Calee Yoog, upon which all ancient Hindoo history must depend, is calculated, by the Brahmins at 3100 years B. C.; by the Jinas, 1078 years; by Mr. Wilford 1370; by Sir William Jones 1305; and by Mr. Bently, only 57 B. C."—Stewart's Bengal.

বর্ষ পূর্ব্বে পৃথ্বী স্থষ্টি হইয়া ছিল সন্দেহ নাই এবং ইহা আশ্চর্য্যই বা কি, কারণ কথিত হইয়াছে যে মনুষ্য কদাচ একেবারে সভ্য হয় নাই। ইউরোপীদিগের মতে জগৎ স্থষ্টির প্রায় তিন সহস্র এক শত বর্ষ অন্তে উৎকৃষ্ট কবিতা প্রকাশ হয় এবং হোমর ও হিসিয়ড জন্ম পরিগ্রহণ করিয়া কবিতা দেবীর প্রীয় হয়েন। ইংলণ্ডীয় কেহ কেহ বিশ্বগুণনীর্ণায়ক কহেন, যে বাইবেলের স্থিরিকৃত বিশ্ব স্থষ্টির কাল অসত্য, পৃথিবী তাহার অনেক পূর্ব্বে স্থজিত হইয়াছে ; তৎ প্রমাণ—পৃথিবীর প্রথম শ্রেণী বা থাকে কেবল পশ্বাদির অস্থি পাওয়া যায়, মনুষ্যের অস্থির চিহ্ন মাত্র নাই ; এতদ্দারা বোধ হইতেছে পশ্বাদি মানব স্থষ্টির পূর্ব্বে স্থজিত হইয়াছিল: বাইবেলে বিপরিত প্রদর্শিত হইয়াছে। অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্রজ্ঞেরা বিশ্ব গুণনির্ণায়কদিগের ন্যায় পশ্বাদি, মানব স্থষ্টির অগ্রে হইয়াছে কহেন। অতএব উক্ত দ্বি মত ঐক্য হইবাতে এবং বাইবেলের নিদ্দৃষ্ট কালের অগ্রে বিশ্ব স্থষ্টি হইয়াছে তাঁহারা কহিবাতে, বিশ্ব স্থষ্টি, কলিযুগের অনেকাগ্রে হইয়া ছিল, তথা বেদাদি গ্রন্থ কলিযুগের প্রারম্ভে* লিখিত হইয়াছে প্রমাণ্য হইল। এ স্থলে মিথ্যা বাগাঁড়ম্বড়ে প্রয়োজন নাই, অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্রজ্ঞদিগের মতে বিশ্ব, কি প্রকারে স্থজিত হইয়া ছিল বলা যাউক।

বিশ্ব স্থষ্টির অগ্রে একটী তৃণ মাত্রও ছিল না, স্বয়ম্ভুৎপন্ন, অচিন্ত, অনন্ত, ব্রহ্ম মাত্র ছিলেন। তিনি স্থষ্টির মানসে প্রথমে একটী স্ত্রী স্থজন করিলেন ; তাঁহার নাম শক্তি। ঐ শক্তি হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, জন্মিলেন। তাঁহারা জন্ম পরিগ্রহ করিয়া তপোচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্ম ভবাণীকে কহিলেন, তুমি ব্রহ্মার নিকটে গমন পূর্ব্বক তদীয় পাণীগ্রহণ কর। ভবাণী তদাজ্ঞায় ব্রহ্মার নিকটে যাইয়া আত্মাভিলাষ ব্যক্ত করিলে ব্রহ্মা, মাতৃ জ্ঞানে তাঁহাকে বিবাহ করিতে অসম্মত হইলেন। ভবাণী তৎ পরে ব্রহ্ম আদেশানুসারে বিষ্ণুর নিকটে গমন পুর্ব্বক তাঁহাকে বিবাহ করিতে প্রার্থনা করিলে বিষ্ণুও সম্মত হইলেন না। পরে রুদ্রের নিকটে গমন পুরঃসর তদীয় দৃঢ় তপানুরক্তি পরিক্ষানন্তর তাঁহাকে বিবাহ করিলেন।† কোন কোন গ্রন্থে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রের জন্ম বৃত্তান্ত, এপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্ম, যে আদি এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র হইতে পৃথক, তথা অন্তস্থ দেব ত্রয় যে তদীয় স্থষ্ট, ইহা যোগবাশি-

* ৩১০১ খ্রীষ্টাগ্র।
† নারদ সম্বাদ।

ষেটর চতুর্থ সর্গে বর্ণিত আছে। অপর, সমস্ত পৌরাণিক মত এই, যে ব্রহ্ম সৃষ্টি করিবার মানসে নাভিদেশ হইতে প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃজন করিয়া তাঁহাকে পৃথ্বী, সৃষ্টি করিতে বলিলেন। ব্রহ্মা তদাজ্ঞায় প্রকৃতিতে স্ব বীর্য্য নিযুক্ত করিয়া প্রথমে মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি করিলেন। ঐ মহত্তত্ত্ব হইতে অহংকারতত্ত্ব, অহংকারতত্ত্ব হইতে পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চতন্মাত্র হইতে ভূত এবং ভূত হইতে জগৎ সৃষ্টি হয়। কিন্তু মৎস্য ও ভবিষ্যোত্তর পুরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে, যে বিষ্ণু, জল রাশী সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বীজ নিক্ষেপ করিবাতে তাহা হইতে এক স্বর্ণরৌপ্যময় অণ্ডের উৎপত্তি হইল, বিষ্ণু তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দীর্ঘ কাল তাহা ব্যাপিয়া রহিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহার নাম "বিষ্ণু" হইল। সেই অণ্ড হইতে সূর্য্য উদ্ভূত হইলেন এবং তিনি ভূতের মধ্যে আদ্য বলিয়া তাঁহার নাম আদিত্য হইল। তদনন্তর বিষ্ণু সেই অণ্ড দ্বি খণ্ড করিয়া এক খণ্ডে স্বর্গ অন্য খণ্ডে ভূমি এবং মধ্যে আকাশ নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ পুরাণ দ্বয়ের প্রথমে বিষ্ণু কর্ত্তৃক আকাশাদি সৃজন লিখিয়া পরক্ষণে ব্রহ্মার নাম উল্লেখিত হইতেছে; প্রথমে অণ্ড হইতে সূর্য্যের উৎপত্তি লিখিয়া পরে তাঁহাকে প্রজাপতি, বিষ্ণু, রুদ্র, বলিয়া লিখিত হইতেছে। ফলতঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, তিনিই এক এবং একই তিন পৌরাণিকদিগের এই অভিপ্রায়। পরন্তু ব্রহ্ম ত্রিগুণাত্মক; তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, এই অংশ ত্রয়ে সৃষ্টি, পালন, নাশ, করেন ইহাও পৌরাণিকদিগের দ্বারায় উক্ত হইয়াছে। তিনি সৃষ্টির সময়ে ব্রহ্মা রূপ ধারণ, বিষ্ণু রূপে পৃথ্বী পালন ও রুদ্র রূপে সৃষ্টি নাশ করেন। ব্রহ্মের সৃষ্টি-রূপ ব্রহ্মা অতএব সৃষ্টির প্রসঙ্গে 'ব্রহ্মা, নাম উল্লেখ করা যাউক। তিনি কি রূপে সৃষ্টিকরেন এ স্থলে বর্ণন যোগ্য। সেই প্রজাপতি (ব্রহ্মা) সৃষ্টি করণাভিলাষী হইয়া প্রকৃতিতে বীজ নিক্ষেপ করিয়া আদৌ মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি করিলেন এবং তাহা হইতে আনুপূর্ব্বক অহঙ্কারতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র তথা একাদশ ইন্দ্রিয়াদির সহিত আকাশ প্রভৃতি ভূত সৃষ্টি হইল। অনন্তর আকাশ, বায়ু, জল, জ্যোতি, পৃথিব্যাদির স্ব স্ব গুণও সৃজন হইল, অর্থাৎ আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ স্পর্শ, জলের গুণ আস্বাদন, জ্যোতির গুণ রূপ, পৃথিবীর গুণ গন্ধ, ইত্যাদি। কথিত বিষয়ের প্রকৃত অর্থ এই, যে আকাশ, পৃথিব্যাদি পদার্থ হইতে গন্ধাদি গুণ সকল উৎপন্ন হয়। অতঃপর ব্রহ্মা জলে উল্লেখিত বীজ ক্ষেপণ পুরঃসর এক অণ্ড উৎপন্ন করিয়া তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং কিয়ৎ কালান্তে তথা হইতে বহির্গত হইয়া অণ্ড দুই খণ্ড করিলেন। অণ্ড দ্বিভাগ করিলে এক ভাগে স্বর্গ, এক ভাগে ভূমি ও মধ্যভাগে আকাশ সৃজিত হইল। সৃষ্টি সময়ে ব্রহ্মা

আকাশাদি এবং মোহ, মহামোহ, তমঃ, তামিস্র এবং অন্ধতামিস্রাদি পঞ্চ প্রকার অবিদ্যার সৃষ্টি করিয়া বৃক্ষ গুল্ম, লতা, বীরুৎ, তৃণাদি পঞ্চ প্রকার উদ্ভিজ্জ সৃজন করিলেন। পরে তির্য্যকস্রোতঃ অর্থাৎ পশু পক্ষ্যাদি সৃষ্টি হইল, কিন্তু তাহারা অজ্ঞান প্রযুক্ত পুরুষার্থ প্রকাশে পরাংমুখ হইবাতে ব্রহ্মা ঊর্দ্ধস্রোতঃ দেবতা* সৃষ্টি করিলেন এবং ইহাঁরা সত্ত্ব গুণাবিষ্ট ও সদাচারী হইবাতে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। তৎ পরে তিনি অন্য এক পুরুষার্থ সাধক পদার্থ সৃষ্ট্যাকাঙ্খায় অর্ব্বাকস্রোতঃ অর্থাৎ মানব জাতি সৃষ্টি করিলেন। এই জাতি তমোগুণে আবিষ্ট থাকাতে কর্ম্ম সাধনোপযুক্ত হইয়াছিল। অতঃপর যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, গন্ধর্ব্বাদি সৃষ্ট হয়। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত সৃষ্ট জীবনিকর হইতে প্রজানিকর বৃদ্ধি না হইলে ব্রহ্মা আত্ম দেহ ভেদ দ্বারা দ্বি খণ্ড করিয়া এক খণ্ডে স্ত্রী, অন্য খণ্ডে পুরুষ হইলেন এবং মন্থন ধর্ম্মাবলম্বন পুরঃসর মহা তেজস্বী মনুকে উৎপন্ন করিলেন।

ঐ মনু হইতে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু এবং নারদ এই দশ প্রজাপতি উৎপন্ন হয়েন।† কিন্তু বিষ্ণু পুরাণের সপ্তম অধ্যায়ে স্পষ্ট ব্যক্ত আছে ব্রহ্মা স্বয়ং নয়টী মানস পুত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি, দক্ষ, অত্রি এবং বশিষ্ঠ। ইহাতে নারদ ও প্রচেতার নামোল্লেখ হয় নাই এবং দশম পুত্র স্থলে নবম পুত্র উল্লেখিত আছে।

সে যাহা হউক, ঐ সন্তানেরা প্রজা বৃদ্ধি জন্য আয়াস প্রকাশ না করিলে ব্রহ্মা সাতিশয় কোপাবিষ্ট হইলেন, তাহাতে তদীয় ললাট হইতে ভীষণ রুদ্র বহির্গত হইলেন।‡ তাঁহার শরীরের অর্দ্ধ ভাগ নর চিহ্ন ও অর্দ্ধ ভাগ নারী চিহ্ন ছিল, এবং তিনি ব্রহ্মার অনুমত্যনুসারে দেহ পৃথক করিলেন তথা ঐ পুরুষকে একাদশ ভাগে পুনঃ বিভক্ত করিয়া স্ত্রীকে সৌম্যাসৌম্যাদি অনেক অংশ করিয়া দিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার অষ্ট নামকরণ করিলেন, যথা—ভব, সর্ব্ব, ঈশান, রুদ্র, পশুপতি, ভীম, উগ্র, মহাদেব, এবং তাঁহাকে সোম, সূর্য্য, যজমান, আকাশ, বায়ু, বহ্নি, মহী, ও জল প্রভৃতি অষ্ট স্থান প্রদান করিলেন। পরে তাঁহার রোহিণী প্রভৃতি অষ্ট স্ত্রী লাভ হইল। রুদ্র তমগুণাবলম্বী হইবাতে সৃষ্টি নাশার্থ

---

* এতদগ্রে অসুর সৃষ্টি হইয়াছিল এবং তদন্তে পিতৃ সৃষ্টি হয়।—বিষ্ণুপুরাণ।

† মনু সংহিতা প্রথম অধ্যায়।

‡ বিষ্ণুপুরাণ সপ্তম অধ্যায়।

নিযুক্ত হইলেন। সে যাহা হউক, ব্রহ্মা পুত্র মনু প্রজা সৃষ্ট্যার্থ শতরূপা নাম্নী কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়া প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে পুত্র দ্বয় এবং প্রসূতি ও আকুতি নাম্নী কন্যা দ্বয় উৎপাদন করিলেন এবং প্রসূতি ও আকুতি রুচিতে সম্প্রদান করিলেন। উত্তানপাদ পৃথিবীর রাজা হইলেন এবং তাঁহা হইতে ধ্রুব সমুৎপন্ন হয়েন। প্রসূতি হইতে দক্ষের চতুর্বিংশতি কন্যা উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে ত্রয়োদশটী ধর্ম্ম বিবাহ করেন; অবশিষ্ট একাদশ কন্যা মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ট, বহ্নি, ভৃগু, ভব এবং পিতৃগণ একে একে একেকটীকে ভার্য্যা করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা অসংখ্য প্রজা বৃদ্ধি হয়। অপর, দক্ষ প্রজাপতি সৃষ্ট্যার্থ কতকগুলি দেব ঋষি সৃজন করিলেন, পরন্তু তাহাতে সমধিক প্রজা বৃদ্ধি না হইলে তিনি মৈথুন দ্বারা অশিক্নী নাম্নী পত্নী হইতে হর্য্যশ্ব নামে পংচ সহস্র পুত্র উৎপন্ন করেন। তদন্তে দক্ষ বীরাণী নাম্নী ভার্য্যা হইতে সবলাশ্ব নামে সহস্র পুত্র উৎপন্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু দৈব বিপাকে তাঁহাদিগের হইতে সৃষ্টি বৃদ্ধির অভাবে তিনি উক্ত বীরাণীর গর্ব্ভে যাইটটী কন্যা উৎপাদন করিলেন। তন্মধ্যে ধর্ম্মকে দশটী, কশ্যপকে তেরটী, চন্দ্রকে সাতাইষটী, অরিষ্ট নেমিকে চারিটী, কৃশাশ্বকে দুইটী, এবং অঙ্গিরাকে দুইটী দান করেন। ইহাঁদিগের দ্বারা ভূয়ঃভূয়ো প্রজা বৃদ্ধি হইয়াছিল, বিশেষতঃ কশ্যপ অগণনীয় পুত্র উৎপত্তি ও তদ্দ্বারা প্রজানিচয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ইন্দ্রাদি দেবতা, হিরণ্যকশ্যপাদি দৈত্য, তথা গন্ধর্ব্ব, নাগ, খগ, অপ্সরা, প্রভৃতি সমস্ত কশ্যপের সন্তান। তদবধি পৃথিবী নানা জীবচয়ে পূরিতা হইয়াছে।

পুরাণাদিতে লেখে, জগৎ সৃষ্টির সময়ে মানব জাতি চতুরাংশে* বিভক্ত হইয়াছিল—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রীয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখাগ্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, ক্ষত্রীয় তদ হৃদয় বক্ষ হইতে, বৈশ্য উরু হইতে এবং শূদ্র পদ হইতে যথা ক্রমে উৎপন্ন হয়েন। ব্রাহ্মণ শরীর শ্রেষ্ঠ মুখাগ্র হইতে উৎপন্ন হইবায় সত্ত্ব গুণান্বিত হইয়া অন্য বর্ণের প্রধান হইলেন, ক্ষত্রিয় বক্ষঃস্থল হইতে উৎপন্ন ও রজোগুণযুক্ত হইবায় দ্বিতীয় পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, বৈশ্য উরুদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া

* হিন্দুরা যে রূপ চাতুর্ব্বর্ণ্যে বিভক্ত হইয়া পরস্পর অপর বর্ণের সহিত আহারাদি করেন না এবং বিবাহ দেন না তদ্রূপ মোছলমানেরা সেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান, এই চাতুর্ব্বর্ণ্যে বিভক্ত হইয়া পরস্পর অপর বর্ণের সহিত আহার করে না, বিবাহ দেয় না।

রজ ও তম উভয় গুণে মিশ্রিত হইবায় তৃতীয় পদারূঢ় হইলেন এবং শূদ্র সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট অংশ, পদদ্বয় হইতে উদ্ভব এবং তমগুণাবলম্বী হইবাতে চতুর্থ ও সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট পদ পাইয়াছিলেন। এক্ষণে এই চাতুর্ব্বর্ণ্যের স্বীয় স্বীয় ধর্ম্ম বিবরণ প্রকাশ করা যাউক।

পৃথিবীর শৈশব কালে যখন ব্যক্তিরা সভ্যাবস্থায় পদার্পণ করে নাই, যখন ইষ্টানিষ্ট বিবেচনায় অক্ষম ছিল, যখন তাহারা শুভাশুভ উৎপত্তির স্থানে অনভিজ্ঞ প্রযুক্ত মহান্ধকারে আবৃত থাকিত, যখন তাহাদিগের সাংসারিক অভাব অল্প দ্রব্যে নির্ভর করিত, তখন তাহারা জগৎস্রেষ্টাকে সম্পূর্ণ জানিতে পারে নাই, এতদ্বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞান ছিল। ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা ছিল না, তাহারা জ্ঞান-জোৎস্না অভাবে পশুবৎ হইয়া ইতস্ততঃ অরণ্যানীতে ভ্রমণ করতঃ বন্য পশু সিকার করিয়া তৎ মাংসাহার দ্বারা জীবন ধারণ ও শরীর পুষ্ট করিত। ঈদৃশী জঘন্য, অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন অবস্থায় তাহারা সৃষ্টির বিষয় কিঞ্চিন্মাত্র জানিত না, অতএব মানব ধর্ম্মের অপ্রকাশে তাহারা পশু ধর্ম্ম অবলম্বনে বাধ্য হইয়া মুক্তি সাধন ও ঈশ্বর ভজনে বৈমুখ ছিল। তখন রোগ, শোকোপশম বা বিপদুদ্ধার আস্তায় নিরত হইবায় তাহারা অমূলক মায়াকার, ভূতাদির উপাসনা করিত, কোন আপদ উপস্থিত হইলে অবৈধধর্ম্মাবলম্বীরা ঐ বিপদ কোন অদৃশ্য মায়াকার উপস্থিত করিয়াছে হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিবিধ প্রকার স্তব স্তুতি পুরঃসর তাহাকে শান্ত করিতে যত্নশীল হইত। আফ্রিকা খণ্ডের হটেনটট্ নামা অসভ্য জাতির মধ্যে অদ্যাপিও এবম্প্রকার ব্যাবহার প্রচলিত আছে, তাহাদিগের বিবরণ পাঠে পাঠকবর্গ অসভ্যাবস্থায় মানব-প্রকৃতির অবস্থা জানিতে সক্ষম হইবেন। মহানুভব রবটসন্ আমেরিকাখণ্ডের ইণ্ডিয়ান নামা অসভ্য জাতির ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিবরণ চমৎকাররূপে বর্ণন করিয়াছেন। তিনি লেখেন যে, বজ্র, বিদ্যুৎ, প্রভৃতি ভীষণ বস্তু হইতে ইন্দিয়ান জাতির ধর্ম্মোৎপত্তি হইয়াছে। ব্রেজিল দেশীয় ব্যক্তিরা বজ্রকে অত্যন্ত শঙ্কা করে এবং তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য এক কাল্পনিক দেবকে পুজা করিয়া থাকে। ঐ দেবকে তাহারা টৌপাল বলে। ইন্দিয়ানেরা (উক্ত গ্রন্থকর্ত্তা কহেন) বিপদ শঙ্কায় অদৃশ্য ও ক্ষমতাশীল জীবকে মান্য করিয়া থাকে, পরন্ত শৌভাগ্য জন্য করে না। যৎ কালে প্রকৃতি প্রণালী ক্রমে ও সমভাবে আত্ম গতি-বিধি সম্পন্ন করে, তৎ কালে মনুষ্যেরা তদীয় উদ্ভব প্রসাদ ভোগ করিয়া থাকে, কিন্তু ঐ প্রসাদ কাহা হইতে উৎপন্ন হইল তদ্বিষয় অনুসন্ধান করে না। ইহার ব্যতিক্রমে তাহাদিগকে উৎসাহযুক্ত ও আশ্চর্য্যান্বিত করে।

*ইহাতে তাহারা তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা স্থিরিকৃত করে, যে অবশ্য কোন অদৃশ্য জীব এই নূতন ঘটনা উপস্থিত করিয়াছে, অতএব তাহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়, মানব ধর্ম্ম আদৌ এবম্প্রকার অসভ্যাবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিশীল হইয়াছে। ভারবতর্ষীয়েরা আদৌ ইন্দিয়ান প্রভৃতি অসভ্য জাতির ন্যায় অসভ্য ছিল এবং তাহাদিগের ধর্ম্মও উক্ত অসভ্য ইন্দিয়ান প্রভৃতি জাতির ন্যায় উৎপন্ন হয়। ইহার সন্দেহ মাত্র নাই; কারণ কোন জাতি কদাচ একেবার সভ্যাবস্থায় ভুক্ত হয় নাই, প্রথমে তাহারা নিঃসন্দেহ অসভ্য ছিল, পরে, ক্রমে ক্রমে সভ্য হইয়াছে। সমস্ত জাতির আদি অথচ অসভ্যাবস্থার ধর্ম্ম কি? তৎ কালে তাহারা কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বী ছিল? অবৈধ ধর্ম্ম। মনুষ্যেরা তৎ কালে এই ধর্ম্ম অবলম্বী ছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রোম, গ্রীক দেশীয়দিগের ধর্ম্ম পূর্ব্বে কি প্রকার ছিল এবং তাহা কি প্রকার শোধিত হয়—ব্রাহ্ম ও পৌত্তলিক মধ্যে কোন ধর্ম্ম আদি—ঈশ্বরের স্বরূপ কি রূপ—যদিও বেদ এক মাত্র ব্রহ্ম প্রদর্শক তথাপি ইহাতে ইন্দ্রাদির নামোল্লেখ আছে—ব্রাহ্ম ধর্ম্মই পৌরাণিকদিগের উপাস্য ছিল, কেবল নাস্তিকতা নিবারণার্থ তাঁহারা পৌত্তলিক ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন—ধর্ম্ম বিষয়ে মধুসূদন সরস্বতীর চমৎকার সিদ্ধান্ত—হিন্দু ধর্ম্ম বিষয়ে ডাউ সাহেবের মত—ডাউ সাহেব ব্রহ্ম, ব্রহ্মা ও ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখাদির প্রকৃত অর্থ নিরূপণ করেন—অনুবাদিত বেদাদির কিয়দংশ সংগৃহীত—চাতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্ম এবং ভিন্ন ভিন্ন যুগে ঐ ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন হয়—ব্রাহ্মণেরা কি প্রকারে অন্য বর্ণ হইতে মহৎ হইয়াছিল—বেদের উৎপত্তি—হয়গ্রীব দ্বারা তাহা অপহরণ এবং ব্যাসের দ্বারা বিভাগ।

রোম, গ্রীশ, ব্রীটন, প্রভৃতি জাতির আদি কাল অবলোকন করিলে জানিতে পারিবে, যে তাহারা পূর্ব্বে হিন্দুদিগের ন্যায় অমূলক ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া বিবিধ কাল্পনিক দেব দেবীর অর্চ্চনা করিত, এবং তাহাদিগের সমক্ষে নর পর্য্যন্ত বলিদান হইত। কিন্তু ক্রমে ইহাদিগের এবম্প্রকার গর্হিত ধর্ম্ম কর্ম্মও সংশোধিত হইয়াছে। রোমীয়দিগের

* Robertson's America.

উপদেশক গ্রীকেরা যদিও অবৈধধর্ম্মাবলম্বী ছিল, যদিও এ ধর্ম্ম সম্পূর্ণ শোধিত হয় নাই, তথাপি সক্রেটিশ্ প্রভৃতি কতকগুলি মহাত্মারা কাল্পনিক দেবদেবীকে হেয় জ্ঞান করিয়া অনন্ত অবক্ত্য পরমাত্মায় হৃদয় সম্প্রদান করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানের গ্রীকেরা যদিও কাল্পনিক ধর্ম্ম হইতে অদ্যাপিও মুক্ত হয় নাই, তথাপি পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছে। রোমীয়েরা গ্রীকের ন্যায় মিথ্যা ধর্ম্মের আলোচনা করিত, কিন্তু তাহারা এক্ষণে সে ধর্ম্ম হইতে অনেকাংশে মুক্ত হইয়াছে। ব্রীটনীয় ড্রুইদেরা উক্ত ধর্ম্মাবলম্বী প্রযুক্ত নানা গর্হিত কর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর ছিল, কিন্তু কাল ক্রমে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম প্রকাশ হইলে তাহাদিগের গর্হিতাচরণের কিয়দংশ লুপ্ত হয় পরে মার্টিন্ লুথরের আনুকূল্যে কাল্পনিক-ধর্ম্মের অনেক নির্ম্মূল হইল, যদিও প্রটেষ্টাণ্ট-ধর্ম্ম সত্য ধর্ম্ম নহে। পরন্তু কাল ক্রমে সত্য ধর্ম্ম আশ্চর্য্যরূপে বৃদ্ধিশীল হইবে, এবং তাবৎ জাতির আদি ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইবে। তাহাই যেন হয় ঈশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করি। উল্লেখিত দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, যে জাতি মাত্রেই আদিকালে ও তাহাদিগের আদি অবস্থায় অসত্য ধর্ম্মাবলম্বী ছিল, পরে কাল ক্রমে তাহাদিগের ধর্ম্ম সংশোধিত হইয়াছে। হিন্দুরাও আদি অবস্থায় উক্ত ধর্ম্মের আলোচনা করিত এতদ্বিষয়ের সন্দেহ মাত্র নাই, পরন্তু হিন্দুস্থানে সভ্যতার কিঞ্চিৎ প্রাদুর্ভবহইলে সত্য ধর্ম্ম বিস্তীর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।

যদ্যপি বেদসমস্ত তাবৎ গ্রন্থের আদি সিদ্ধান্ত হয়* (কারণ হিন্দু শাস্ত্রে এতদ্রূপ কথিত হইয়াছে) তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম, পৌত্তলিক ধর্ম্মের অগ্রে প্রকাশ হইয়াছিল সন্দেহ কি? অতএব ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম পৌত্তলিক ধর্ম্মের অগ্রে প্রকাশিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব নহে;† ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি ভারতবর্ষে আদৌ প্রকাশ হইয়াছে তবে ইহা অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া মানিতে হইবে, কিন্তু হিন্দুরা ঈদৃশী ধর্ম্ম হইতে কি প্রকারে নিকৃষ্ট পৌত্তলিক ধর্ম্মাশ্রয় করিল ইহা নির্ধারিত করা দুষ্কর, আমরা এবিষয় অন্য জাতির

---

* বেদ যে সংস্কৃত ভাষায় আদি গ্রন্থ, ইহারপ্রমাণ অতি সূক্ষ্ম; ইহার ভাষা অতি দুরূহ, কঠিন শব্দে বিন্যাসিত, যাহা অন্য গ্রন্থে দুষ্প্রাপ্য, অন্য গ্রন্থ যেমন নির্ম্মল, সংশোধিত, বেদ সে রূপ নয়।

† "The Hindu religion presents a more natural course. It rose from the worship of the powers of nature to theism, and then declined into sceptisism with the learned, aud man worship with the vulgar."—Elphinstone's India.

পুরা কালিক ও বর্ত্তমানের ধর্ম্মের সহিত ঐক্য করিলে হতজ্ঞান হই। যৎ কালে অন্য জাতিরা তাহাদিগের আদি ধর্ম্ম সংশোধন করিয়াছে, হিন্দুরা কি নিমিত্ত আত্ম ধর্ম্ম তদ্রূপ শোধন না করিয়া আরো অশুদ্ধ করিল এ বিস্ময় কি প্রকারে মিমাংসা করা যাইতে পারে? বেদীয় ব্রাহ্ম ধর্ম্ম, বা পৌরাণিক পৌত্তলিক ধর্ম্ম এতদুভয় মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম আদি, পাঠকবর্গের বিবেচনার উপর নির্ভর হইল।

ঋক্, যযু, প্রভৃতি বেদে কেবল এক অনাদি, অনন্ত, পরমেশ্বরের উপাসনা নিদৃষ্ট হইয়াছে। পুরাণ ও বেদাদিতে সেই ঈশ্বরের স্বরূপ, শক্তি ও শুদ্ধতা, অতি আশ্চর্য্যরূপে বর্ণিত আছে; কি কোরান, কি বাইবেল, কোন ধর্ম্ম গ্রন্থে ঈশ্বরের শক্ত্যাদি এরূপ উৎকৃষ্টরূপে বর্ণিত হয় নাই। অধিক কি কহিব ঈশ্বরের শক্ত্যাদি যে রূপ বর্ণনোপযুক্ত তাঁহাতে অস্মদেশীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রজ্ঞেরা বিজাতীয়ের অপেক্ষা কৃতসাধ্য হইয়াছেন।

কিন্তু বেদে 'একমেবাদ্বিতীয়ং' ব্যতীত সূর্য্য, বায়ু, ইন্দ্র, প্রভৃতি পৌরাণিক দেবের নামোল্লেখ আছে, ঋকবেদের আরম্ভে উক্ত দেবাদি গ্রন্থকর্ত্তার দ্বারা উপাসিত হইয়াছেন। ফলতঃ বেদের প্রকৃত মর্ম্ম এক মাত্র ব্রহ্মোপাসনা। অন্য কাল্পনিক দেবের উপাসনা বিশেষরূপে প্রদর্শিত হয় নাই; তবে কোন্ গ্রন্থে কাল্পনিক দেবোপাসনা প্রদর্শিত হইয়াছে?—পুরাণে। পুরাণাদি গ্রন্থের আদিতে ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণন হইয়াছে এবং তিনি সম্যক আরাধ্য হইয়াছেন, কিন্তু কোন পুরাণের আদিতে ব্রহ্মা বিষ্ণুর আরাধনা উল্লেখ আছে। ফলতঃ ব্রহ্ম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রে, কোন প্রভেদ নাই, অজ্ঞানেরা ইহার ভাবার্থ বুঝিতে না পারিয়া পৌত্তলিক রুদ্রাদির উপাসনা করে। অতএব ইহার প্রকৃত মর্ম্ম প্রদর্শনার্থ ব্রহ্ম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের ভাবার্থ পশ্চাৎ প্রদর্শন করা যাইতেছে। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ পরমেশ্বর, সেই পরমেশ্বর যখন রজগুণ অবলম্বন করিয়া সৃষ্টি করিতে থাকেন তখন তিনি "ব্রহ্মা" বলিয়া উক্ত হয়েন, যখন তিনি সৃজিত জীবনিকরকে সত্য গুণান্বিত হইয়া পালন করেন তখন তাঁহার "বিষ্ণু" সংজ্ঞা হয়, এবং যখন তিনি সৃষ্টি নাশে প্রবৃত্ত হইয়া তমগুণ অবলম্বন করেন তখন তিনি "রুদ্র" নাম প্রাপ্ত হয়েন। বিষ্ণু শব্দের অর্থ পালক, রুদ্র শব্দের অর্থ নাশক, পদ্ম ও বিষ্ণু পুরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এতদ্বিষয় স্পষ্ট উল্লেখ আছে। হিন্দু ধর্ম্ম সংঘটিত ইংরাজী ভাষায় যত গ্রন্থ পাঠ করা গিয়াছে সে তাবতের মধ্যে দাউ সাহেবের পারস্য হইতে অনুবাদিত হিন্দুস্থানের ইতিহাসে হিন্দু-ধর্ম্ম যে রূপ উৎকৃষ্ট নির্ণয় হইয়াছে বিজাতীয় ভাষায় প্রায় কোন গ্রন্থে আমরা তদ্রূপ দৃষ্টি গোচর করি না।

হিন্দুদিগের আদি ধর্ম্ম নিষ্কলঙ্ক ব্রাহ্মধর্ম্ম ছিল, তথা ব্রহ্মের রুদ্রাদি নানা রূপের ভাবার্থ উক্ত গ্রন্থে বিস্তার বর্ণিত আছে, সে সমস্ত বিষয় এস্থলে লেখনি-উপযুক্ত বোধ হয় না। পূর্ব্বে কহা গিয়াছে, যে পুরাণাদিতে কাল্পনিক দেবোপাসনা প্রদর্শিত আছে এবং কোন কোন পুরাণ ব্যতীত প্রায় সমস্ত পুরাণের আদিতে কেবল অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনা হইয়াছে। অদ্বিতীয় ব্রহ্মোপাসনা পৌরাণিকদিগের মূল মর্ম্ম। তাঁহাদিগের যদ্যপি এতদ্রূপ মর্ম্ম হইল তবে তাঁহারা কি অভিপ্রায়ে পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিধি দিয়াছেন?

নাস্তিকতা নিরাকরণ জন্য, তাঁহারা পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিধান দানে বাধ্য হইয়া ছিলেন। তাঁহারা বহুদর্শিত্ব দ্বারা দেখিয়া ছিলেন, যে মনুষ্যেরা নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে অসমর্থ হইবে এবং উপহাস করিবে অতএব তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম বর্ত্ম প্রদর্শন করা দুঃসাধ্য হইলেও তাঁহারা নাস্তিকতার আগারে পৌত্তলিক ধর্ম্ম প্রবেশ করাইয়াছিলেন। কাশীবাসি মধুসুদন সরস্বতি নামক এক সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ নিজ প্রণীত প্রস্থানভেদে এতদ্বিষয় লিখিয়াছেন। আমরা তদীয় মত গ্রহণ করিলাম।

সর্ব্বেষাং প্রস্থান কর্ত্তৃণাং মুনীনাং বিবর্ত্তবাদপর্য্যবসানে নাদ্বিতীয়ে পরমেশ্বর এব প্রতিপাদ্যে তাৎপর্য্যং নহিতে মুনয়োভ্রান্তাঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাত্তেষাং। কিন্তু বহির্বিষয় প্রবণানামাপাততঃ পুরুষার্থে প্রবেশো ন সম্ভবতীতি নাস্তিক্যবারণায় তৈঃ প্রকারভেদাঃ প্রদর্শিতাঃ তত্র তেষাং তাৎপর্য্যমবুদ্ধা বেদবিরুদ্ধেহপ্যর্থে তাৎপর্য্যং মুৎপ্রেক্ষমাণাস্তন্মতমেবোপাদেয়ত্বেন গৃহ্নন্তো জনা নানাপথজুষা ভবন্তীতি সর্ব্বমনবদ্যং।

"যদিও ভিন্ন ভিন্ন মুণিগণ ভিন্ন মতের অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র লিখিয়াছেন তথাচ সকলেই চরমে বিবর্ত্তবাদ অবলম্বন করিয়া এক মাত্র অদ্বিতীয় পরাৎপর পরমেশ্বরকে স্ব স্ব শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বলিয়া তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা নানা পথবাহী হইয়া পরিণামে যে এক মাত্র পরমেশ্বরেতে তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ বুদ্ধিমত্তা এবং দূরদর্শিতা প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছিলেন মনুষ্য সকলে প্রায় বাহ্য বিষয়েতেই আসক্ত থাকে, সুতরাং আপাততঃ পরম পুরুষার্থে তাহাদের মনোযোগ হওয়া অসম্ভব, অতএব কৌশলে নাস্তিকতা নিবারণ অভিপ্রায়ে নানা প্রকার মত ভেদ দর্শাইয়াছেন, লোকেরা তাঁহাদের ভাব বুঝিতে না পারিয়া শাস্ত্রার্থ বেদ বিরুদ্ধ হইলেও তাহা গ্রন্থকারের তাৎপর্য্য বিবেচনা করিয়া তত্তন্ম-

তকে উপাদেয় বোধে গ্রহণ করে এবং নানা পথবাহী হইয়া নানা মত প্রকাশ করিতে থাকে কিন্তু বস্তুতঃ কিঞ্চিৎমাত্র বিবোধ নাই।"

ডাউ সাহেবের গ্রন্থে কথিত আছে, যে যদিও বেদান্ত-গ্রন্থকর্ত্তা তদীয় গ্রন্থে বিবিধ দেবের নাম উল্লেখ করিয়াছেন তথাপি তিনি এক অনন্ত, সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর মাত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যে সকল দেবকে গ্রন্থ মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন তাহারা রূপক* মাত্র (অর্থাৎ অচেতন পদার্থ চেতনরূপে বর্ণিত হইয়াছে†) এবং তিনি অথবা তদীয় বিজ্ঞান ছাত্রেরা উক্ত দেবদিগের প্রকৃত জীবদ্দশা বিশ্বাস করিতেন না। অজ্ঞান খ্রীষ্টীয়ানেরা যে রূপ ঈশ্বরীয় দূতদিগকে‡ বিশ্বাস করে, তদ্রূপ অনভিজ্ঞ হিন্দুরা ঐ সকল সামান্য দেব বর্ত্তমান আছেন অনুমান করিয়া থাকে। পরন্তু প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা "একেশ্বর" মাত্র তাঁহাদিগের নিষ্কলঙ্ক ধর্ম্মে নিদর্শন করিয়াছিলেন। ডাউ সাহেবের গ্রন্থে এবম্প্রকার নানা রূপক ভাবার্থ চমৎকার রূপে নির্ণিত হইয়াছে তন্মধ্যে আমরা কয়েকটা গ্রহণ করিলাম। ব্রহ্মা শব্দের অর্থ, জ্ঞান। সেই ব্রহ্মের জ্ঞান এক চতুর্ম্মুখ, চতুর্ব্বাহু পুরুষ স্বরূপ বর্ণিত হইয়া ব্রহ্মা নামে উক্ত হইয়াছে। চতুর্ম্মুখের তাৎপর্য্য সর্ব্বদর্শক, তাঁহার মস্তকে কিরীট বিরাজিত; অর্থাৎ কিরীট ক্ষমতার চিহ্ন স্বরূপ, তাঁহার চতুর্ব্বাহু; অর্থাৎ তিনি সর্ব্বশক্তিমান, প্রথম হস্তে তিনি চতুর্ব্বেদ ধারণ করিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি অসামান্য বিদ্যাবন্ত; দ্বিতীয় হস্তে তিনি দণ্ড ধারণ করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহার অসীম ক্ষমতা আছে; তাঁহার তৃতীয় হস্তে চক্র, অর্থাৎ তিনি অনন্ত; তাঁহার চতুর্থ হস্তে কিছুই নাই, অর্থাৎ তিনি জীবনিকরকে সাহায্যার্থ প্রস্তুত। ব্রহ্মা হংসারোহী, অর্থাৎ তিনি হংসের ন্যায় সরল। বেদান্তের আদিতে নারদ ও ব্রহ্মার বাদানুবাদ প্রসঙ্গে উক্ত গ্রন্থে পশ্চাৎরূপ অনুবাদিত হইয়াছে।

নারদ। মোক্ষ প্রদায়ক কে?

ব্রহ্মা। কৃষ্ণ; §যে ব্যক্তি তাঁহার অর্থাৎ (কৃষ্ণের) অর্চ্চনা করিবেন তিনি স্বর্গ ভোগ করিতে সক্ষম হইবেন।

নারদ। তাঁহার স্বরূপ কি?

ব্রহ্মা। তাঁহার কোন স্বরূপ নাই; (অর্থাৎ নিরাকার) কিন্তু যাহারা

* Alegory. † Personification ‡ Angel.

§ কৃষ-অন হইতে কৃষ্ণ শব্দের উৎপত্তি, কৃষ—দান, অন—আনন্দ, অর্থাৎ আনন্দদাতা। ইহা ঈশ্বরের সহস্র নামের মধ্যে এক নাম।

নিরাকার বিশ্বাস করে না তাঁহার কিঞ্চিৎ অবয়ব তাহাদিগের অন্তঃকরণে আরোপিত করণ নিমিত্ত তিনি নানা আকারে উক্ত হয়েন।

নারদ। তাঁহাকে আমরা কোন্ আকৃতিবিশিষ্ট জ্ঞান করিব?

ব্রহ্মা। যদ্যপি তোমার চিন্তাশক্তি, সাকার ব্যতীতে অক্ত না হয়, তবে অনুমান কর, যে তাঁহার চক্ষু পদ্মবৎ, অবয়ব মেঘবৎ, স্বর্গীয় সৌদামিনী তদীয় পরিধান, এবং তিনি চতুর্ব্বাহু সম্পন্ন।

নারদ। পরমেশ্বরকে কি নিমিত্ত ঈদৃশী আকৃতিবিশিষ্ট জ্ঞান করিব?

ব্রহ্মা। তদীয় নিরন্তরিক বিকসিত, চক্ষু প্রকাশিত করিবার জন্য পদ্মের সহিত তুল্য করা যাইতে পারে (অতি গভীর জল ঐ পুষ্পকে উল্লঙ্ঘন করিয়া উঠিতে পারে না তদ্রূপ, তাঁহার চক্ষু কেহ বাধা দিতে পারে না) তাঁহার অবয়ব মেঘবৎ; ইহা সেই মহান্ধকার চিহ্ন স্বরূপ যদ্দ্বারা তিনি জীব হইতে অদৃশ্য হইয়াছেন। স্বর্গীয় সৌদামিনী তদীয় পরিধান; মহা মহীমার দ্বারা তিনি বেষ্টিত আছেন ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে; এবং চতুর্ব্বাহু তাঁহার অসীম শক্তির চিহ্ন স্বরূপ হইয়াছে। অন্যত্রে ইহা বর্ণিত আছে, যে ব্রহ্মা ডিম্বের অভ্যন্তর হইতে বহিস্কৃত হইতেছেন* পরমেশ্বর হইতে জ্ঞানোৎপত্তি হইয়াছে ইহা তাহার চিহ্ন স্বরূপ। বংশী বাদ্যে তিনি পৃথ্বী নাশোদ্যত, অর্থাৎ তদীয় নিশ্বাস, পাপপূর্ণা পৃথিবী-ধ্বংস করিতে সক্ষম। ডাউয়ের ভারতবর্ষের ইতিহাসে এবম্প্রকার নানা রূপকের ভাবার্থ প্রকাশ আছে সে সমস্ত এস্থলে লিখিবার কোন ফল নাই সম্প্রতি চাতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্ম বিষয়ে মনোনিবেশ করা যাউক। চাতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্ম বিস্তীর্ণরূপে লিখিত হইলে বৃহৎ বৃহৎ বহু সংখ্যক পুস্তক হইতে পারে, ইতিহাসে তাহা উপযুক্ত নহে, অতএব এতদ্বিষয় যাহাতে অতি সংক্ষেপ হয় আমি চেষ্টা করিব। মন্বাদির গ্রন্থে চতুর্যুগের চতুঃপ্রকার ধর্ম্ম নিদ্দৃষ্ট হইয়াছে তন্মধ্যে তপস্যা জ্ঞান, যজ্ঞ, সত্য, ও দান সত্যযুগের ধর্ম্ম প্রসিদ্ধ ছিল। তৎকালে অধর্ম্মের নাম মাত্র ছিল না লোকেরা সতত উক্ত সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিত, রোগ, শোকাদি, অন্য যুগের ন্যায় প্রবল ছিল না, জীবনিকর অহর্নিশি অসামান্য সুখে বঞ্চিত এবং দীর্ঘকাল জীবিত থাকিত, কেহ কেহ শত শত বর্ষ আয়ু ভোগ করিত। সত্যে ধন ও বিদ্যার্জ্জন ধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক সমাপন হইত, কিন্তু ত্রেতা যুগে স্বল্প অধর্ম্মের প্রাদুর্ভব হইবাতে জীব-

* পুস্তকের শেষে টীকা ক দৃষ্টি কর।

চয়ের আয়ু স্বল্প হ্রাস হইয়াছিল এবং ধর্ম্মের কিঞ্চিৎ হ্রাস হওয়াতে ব্যক্তিরা অন্যায়াবলম্বনে ধনাদি উপার্জ্জন করিত। দ্বাপর যুগে কলির প্রায় অর্দ্ধ অধর্ম্ম বিস্তীর্ণ হইয়াছিল এবং কলিযুগে অধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়। এতদ্দ্বারা চতুর্যুগে আনুপূর্ব্বিক রোগ, শোকাদি বৃদ্ধি ও মনুষ্যের আয়ু হ্রাস হয়। মনু সংহিতায় চাতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্ম বিস্তার আছে,

যথা—অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানাম কল্পয়ৎ॥

"তন্মধ্যে, অধ্যাপন ও অধ্যয়ন এবং যজন ও যাজন ও দান ও প্রতিগ্রহ এই প্রকার ব্রাহ্মণ জাতির অনুষ্ঠেয় ষট্‌কর্ম্ম কল্পনা করিয়াছিলেন।"

প্রজানাং রক্ষণং দান মিজ্যাধ্যয়ন মেবচ।
বিষয়েষ্ব প্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমসতঃ॥

"ক্ষত্রিয়ের প্রজা রক্ষণ ও দান এবং দেবতা পূজা ও অধ্যয়ন ও নৃত্য গীত বণিতা-উপভোগ প্রভৃতি বিষয়ে অত্যাসক্তি বর্জ্জন এই প্রকার ধর্ম্ম সংক্ষেপতঃ কল্পনা করিয়াছিলেন।"

পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়ন মেবচ॥
বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষি মেবচ॥

"বৈশ্যের পশু রক্ষা ও দান এবং দেব.পূজা ও অধ্যয়ন ও স্থল জল পথে বাণিজ্য ও বৃত্তি গ্রহণ নিমিত্ত ধন প্রয়োগ ও কৃষি এই সকল ধর্ম্ম কল্পনা করিয়াছিলেন।"

একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃকর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেববর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া॥

"ব্রহ্মা শূদ্রের প্রতি কেবল অসূয়া ত্যাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের সেবা এই এক কর্ম্ম আদেশ করিয়াছেন।"

ব্রাহ্মণেরা কি প্রকারে মহৎ হইল এবং শূদ্রেরা কি হেতু অস্পৃশ্য অপকৃষ্ট হইয়া জঘন্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিল? ব্রাহ্মণেরা বোধ হয় পূর্ব্বে অন্য বর্ণাপেক্ষা অধিক বুদ্ধি সম্পন্ন ও চতুর ছিল, এবং তদ্দ্বারা অন্য ত্রয় বর্ণ অপেক্ষা বিদ্যালোচনা করিয়া সহস্রাধিক চাতুরী সহকারে প্রসিদ্ধ স্বজাতীয়ের যোগধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। তাহারা এবম্প্রকার উৎকৃষ্ট বর্ণ হইয়া আত্ম প্রভুত্ব প্রকাশ পুরঃসর আপন মান বৃদ্ধি করিয়া অপর বর্ণের প্রভু হইয়াছে এবং ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করিয়া স্পৃশ্যাস্পৃশ্য তাবৎ দ্রব্য ব্রাহ্মণের সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। মনু সংহিতায় লিখিত হইয়াছে, যে ব্রাহ্মণ অপর বর্ণের যে বস্ত্র পরিধান বা অন্নাদি

ভক্ষণ করেন তাহা ব্রাহ্মণেরই, অপর, অপর বর্ণ পরিধান ও ভোজনাদি যাহা করেন তাহা শুদ্ধ ব্রাহ্মণের করুণা প্রযুক্তই। কি আশ্চর্য্য ব্রাহ্মণেরা কি অলৌকিকরূপে অবশিষ্ট বর্ণ ত্রয়কে পদনত করিয়াছিল! ব্রাহ্মণ যদি সর্ব্বস্বরূপ হইলেন, সর্ব্ব দ্রব্য তাঁহার হইল, তিনি সকলের ইষ্টদেব স্বরূপ হইলেন, সকলকে আজ্ঞাবহ করিলেন, তবে অন্য বর্ণের জীবনে কি সুখ? বিড়ম্বনা মাত্র দেখিতেছি। যদিও ব্রাহ্মণেরা কোন কালেই এতাদৃশী প্রাধান্যের যোগ্য নহেন, তথাপি তাঁহারা প্রাককালে ধর্ম্ম, বিশেষতঃ বিদ্যা বিষয়ে অন্য বর্ণাদির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, এবং তাহা কেবল অন্য হইতে বেদাদি অগোচর রাখিবাতে। বোধ হইতেছে, ভারতবর্ষে আদৌ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রকাশ হইয়াছিল এবং বেদই এতদ্ধর্ম্মের মূল। পুরাণানুযায়িক এই বেদ ব্রহ্মার মুখমণ্ডল হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল এবং হয়গ্রীব নামা দানব ইহা হরণ করিয়া পলায়ন করে; তদন্তে বিষ্ণু মৎস্য অবতারে ইহা উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং সেই কালে ইহা মনু কর্ত্তৃক মহা বন্যা হইতে রক্ষিত হয়।

অনন্তর ব্যাস দ্বাপরের শেষাংশে ইহা বিভাগ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যাস বেদ চতুষ্টয় রচনা করিয়াছিলেন কি না এ বিষয় ধার্য্য করা দুরূহ; এক মহতী প্রমাণ এই, যে যৎ কালে তিনি বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন তৎ কালে যদিও তিনি গ্রন্থকর্ত্তা না হয়েন তথাপি গ্রন্থসম্পাদক ছিলেন সন্দেহ নাই। বেদ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রদর্শক হইলেও অল্পকাল তন্মত প্রচলিত হইয়াছিল ব্যক্তিরা নিরাকার অথচ প্রকৃত পদার্থে মনঃসংকল্পে অসমর্থ হইয়া বা তাহা অগ্রাহ্য করিয়া নাস্তিকতা আশ্রয় করিবার উপক্রম করিয়াছিল। বিদ্বান ঋষীরা তাহাদিগকে একেবারে ধর্ম্ম বৈমুখ হইতে নিবারণ করণাশয়ে পৌত্তলিক ধর্ম্ম প্রকাশ করিতে নিতান্ত বাধ্য হইয়াছিলেন এবং আপনারা এতৎ ধর্ম্ম অবলম্বন না করিয়া পুরাণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবতাদি ধর্ম্ম গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে সংখ্যাতীত দেবার্চ্চনা বিধেয় নির্দেশ হইয়াছে, তন্মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব ও শক্তি প্রধান।—ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, কুবের, হুতাশন, পবন, ইত্যাদি অগণন অপ্রধান দেব আছেন যাহাদিগের সংখ্যা করা লেখনি অসাধ্য। কি বৃক্ষ, কি সর্প, কি নর, কি বানর, কি নদী, কি প্রস্তর, কি গাভী, কি স্বর্ণ, কি রৌপ্য, তাবতই হিন্দুদিগের উপাস্য পদার্থ। এই সকল চেতনাচেতন পদার্থের উপাসনার বিধি নানা প্রকার আছে এবং ইহাতে অনেক আয়াস ও ধন ব্যয় হয়। পূর্ব্বকালে ব্যক্তিরা ব্রহ্মার উপাসনা করিত, কিন্তু বর্ত্তমান কালে তাহারা অনেক

হ্রাস হইয়াছে একণে প্রায় একটীও ব্রহ্মার উপাসক দৃষ্টিগোচর হয় না।

তৃতীয় অধ্যায়।

বৈষ্ণব ও বৌদ্ধধর্ম্ম—বৈষ্ণবদিগের ব্যবহার—বৈষ্ণবদিগের কদাচার—পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের বিবরণ এবং জগন্নাথাদির রূপ বর্ণন—নিলধ্বজ নৃপতি জগন্নাথের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন—পুরুষোত্তম গমন কালীন যাত্রিদিগের হাস্যাস্পদ ব্যবহার—যাত্রিদিগের সংখ্যা—তাহাদিগের গমনের দুঃসহ দুঃখ—তীর্থ যাত্রায় কি ফলোৎপত্তি হইতে পারে—বৈষ্ণব এবং শ্রীকৃষ্ণের লাম্পট্য—শ্রীকৃষ্ণের কি রূপ ক্ষমতা ছিল—রাস ও দোল যাত্রার মহোৎসব—শৈব—মহাদেবের চরিত্র—বৈশ্যদিগের কঠোর তপস্যা—আফ্রিকা খণ্ডের 'জিমনো সোফিস্ট' নামা উপাসক—আলেকজাণ্ডার অস্মদ্দেশীয় তপস্বীদিগকে দেখিয়া কিরূপ আশ্চর্য্য হয়েন—তপস্বীরা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত—তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন আচার ও পদার্থ বিষয়ে চমৎকার জ্ঞান—কাশী ক্ষেত্রে তাহাদিগের কামাদি দমন—তপস্বীদিগের প্রতারণা—তাহাদিগের ধাতু ঘটিত মহৌষধ।

বিষ্ণু উপাসক অথবা বৈষ্ণব পূর্ব্বাপেক্ষা যদ্যাপিও অধিক নহে তথাপি সমধিক দেখা যায় : ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যায় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বিশেষ প্রচলিত। কথিত আছে, যে বিষ্ণু নানা অবতার হইয়া জগন্মণ্ডলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বিবিধ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব ও বৌদ্ধধর্ম্ম তন্মধ্যে প্রধান। বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম * ভারতবর্ষ ব্যতীত আসিয়া খণ্ডের অন্য কয়েক স্থানে প্রচলিত হইয়াছে ; ব্রহ্ম প্রদেশ, চিন, তিব্বত, শ্যাম, আসাম মলক্কা, প্রভৃতি প্রদেশস্থ ব্যক্তিরা অদ্যাবধি এ ধর্ম্মের আলোচনা করিতেছে। পরন্তু ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মাপেক্ষা বৈষ্ণব ধর্ম্ম অধিক প্রচলিত। বৈষ্ণবেরা বিষ্ণুকে সাতিশয় স্তুতি-ভক্তি

---

* বৌদ্ধেরা বেদ পুরাণাদি মান্য করিত না, জাতির বিচার রাখিত না এবং সকল বর্ণকে পুরোহিত করিত। তাহারা বিবাহ করিত না, এবং ইন্দ্রিয়সুখে বিরত ছিল। জীব হিংসা হইতে তাহারা আশ্চর্য্যরূপে বৈমুখ ছিল, তাহাদিগের পুরোহিতেরা ক্ষুদ্র কীট নাশাশঙ্কায় অন্ধকারে পান করিত না এবং ভূমিপরি উপবিষ্ট হইবার অগ্রে তাহারা সে স্থান পরিষ্কার করিত, যাহাতে একটী কীট না থাকে এতদ্বিষয়ে সাতিশয় সতর্ক থাকিত। পাছে ক্ষুদ্র জীবাদি প্রবেশ করে এজন্য তাহারা মুখে সরু বস্ত্র বান্ধিয়া রাখিত। শুক মুনি, বা গৌতম, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রকাশ করেন এবং

করে, অন্য দেবের তাদৃশী ভক্ত নহে, কেহ কেহ এরূপ দৃঢ় বৈষ্ণবধর্ম্মাশ্রয়ী যে তাহারা "গোঁড়া" নামে উক্ত হয়; তাহারা বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কোন দেব দেবীর অর্চ্চনা করে না, প্রত্যুত তাহাদিগের নাম শ্রবণে বৈরক্ত হয়। বৈষ্ণবেরা ত্রিপুণ্ড্র ধারণ ও তিলক সেবন করে, প্রাত্র ময় তিলক মৃত্তিকা লেপন করিয়া তুলসী মালা যপ করিয়া থাকে এবং মোসলমানদিগের ন্যায় কচ্ছা পরিধান করে। তাহাদিগের অধিকাংশ মহৎ পাপী, সতত বেশ্যানুরক্ত। তাহাদিগের জাতির নির্ণয় নাই, কায়স্থ, স্বর্ণবণিক, কাংসবণিক, কর্ম্মকার ও কুম্ভকার, মালা ধারণে অন্য তাবৎ বৈষ্ণবের সহিত আহারাদি করিতে পারে। অতএব যে স্ব জাতি ভ্রষ্ট, সে অনায়াসে বৈষ্ণব হইয়া পরিত্রাণ হইতে পারে। পুরুষোত্তম তীর্থে গমন পূর্ব্বক নিঃশঙ্কায় চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট অন্ন ভক্ষণ করিলে তোমার জাতি নাশের ভয় থাকিবে না, কিন্তু সাবধান অন্য দেশে এরূপ করিও না। হাঃ হাঃ কি চমৎকার ধর্ম্ম, কি চমৎকার ব্যবহার! পরন্তু স্থান বিশেষে ও ধর্ম্মাবলম্বন বিশেষে জাতি নাশ হয় না বলিয়া এ ব্যবহার উপহাসাস্পদ ও অন্যায় হইয়াছে নতুবা নহে। মানব প্রকৃতির কি প্রভেদ আছে? সে যাহা হউক, উল্লেখিত পুরুষোত্তম, ক্ষেত্রের কিঞ্চিৎ বিবরণ বর্ণন যোগ্য। এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্র উড়িষ্যায় স্থিত, তথায় জগন্নাথের এক প্রধান মন্দির আছে, এই মন্দির অতি উচ্চতর এবং বৃহৎ, ইহাতে সহস্র সহস্র লোক অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে। ইহার মধ্যে জগন্নাথ, বলরাম, ও সুভদ্রার মূর্ত্তি আছে, সে সকল অতি

ইহার প্রাদুর্ভাব অশক নৃপতির রাজত্ব কালীন হয়। পরে শঙ্করাচার্য্য ইহার ধ্বংস সাধন করেন।—এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্।

হিন্দুরা জীব হিংসায় অতীব বিরত ছিলেন ইহা জগৎ-প্রসিদ্ধ; ইতিহাসবেত্তা মরি, লিখিয়াছেন, এক ইউরোপীয় কতক গুলি কুক্কুর লইয়া এক বৈশ্যের নিকটে যাইত এবং তৎ সমীপে উহাদিগের নিগ্রহ করিত। বৈশ্য ঐ ব্যক্তিকে তদ্বিষয় হইতে নিবারণ করণার্থ তাহাকে প্রচুর ধন দিত, তাহাতে সে ব্যক্তি যথেষ্ট অর্থ পাইয়াছিল। পিথেগোরস ও তদীয় শিষ্যেরা জীব নাশ হইতে আশ্চর্য্য নিবৃত্ত ছিলেন; তাঁহারা কেহ কেহ বৃক্ষাদি ছেদনে পাপ জন্মায় জ্ঞান করিতেন।

আমরা হিন্দু ধর্ম্ম সম্যক্‌প্রকারে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতেছি, যে ইহা অনেকাংশে প্রাচীন গ্রীক ধর্ম্মের সহিত ঐক্য হয়। জিনো, ইপিকিউরস্, পিথেগোরস, এরিষ্টিপস্, ডায়োজিনিস্, পিররো, সক্রেটিজ, প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন মত অপবাদির ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মস্থাপকদিগের সহিত অধিকাংশে ঐক্য দেখা যায়, অধিকন্তু জুপিটর, ভিনাশ, মিনারবা, প্রভৃতি দেব দেবী হিন্দুদিগের ইন্দ্র, রতি, সরস্বত্যাদি দেব দেবীর সহিত ঐক্য হইয়া থাকে।

সুচ্ছশা ও সুগঠন, দেখিবা মাত্র মূর্চ্ছাপন্ন হইতে হয়; জগন্নাথাদি, নানা বহুমূল্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত; অদ্যাপিও জগন্নাথ মন্দিরে অন্য একখানি কহেনুর পাওয়া যায়।* মন্দিরের অভ্যন্তর অব্যবক্তব্য রূঢ় বাক্যাবলিতে চিত্রিত হইয়াছে, যে সমস্ত বলিলে লজ্জাগ্রস্ত হইতে হয়। জগন্নাথ প্রতিষ্ঠা ও তৎ মন্দির স্থাপন অতি পূর্ব্বকালে হয়। যখন হরি পৃথিবী হইতে অন্তর্ধ্যান হয়েন, তখন নিলধ্বজ নাম্বা এক বিখ্যাত নৃপতি তদীয় মূর্ত্তি মর্ত্তে স্থাপনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। কথিত আছে, যে নিলধ্বজ অসাধারণ ধর্ম্মিষ্ঠ ছিলেন, ব্রহ্মা, তাঁহাকে দেব অপেক্ষা সৎকার করিয়া সমস্ত দেববৃন্দ সহিত তদীয় যজ্ঞ দর্শনার্থ আসিয়া তাঁহাকে নারায়ণের মূর্ত্তি স্থাপন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। রাজা তদনুসারে মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করিলেন। মন্দির বিশ্বকর্ম্মা শিল্পকারের পুত্রের দ্বারা নির্ম্মিত হয়, এবং নারায়ণ স্বয়ং বৃদ্ধ বিপ্র বেশ ধারণ পুরঃসর দেব মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত সংখ্যাতীত লোক পুরুষোত্তমে যাত্রা করিতেছে। পুরুষোত্তমে যাত্রা করিবার প্রসিদ্ধ বিধি এই, যে যাত্রি, মায়া, মোহ, ত্যাগ করিবে, স্বগৃহ, পরিজন, প্রভৃতির বিষয় স্মরণ করিবে না। এ অতি সুপ্রথা; কিন্তু ইহা পালন করা দুষ্কর; মনুষ্য যদি মোহাদি ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় তবে তাহার কি অভাব? তাহার পুরুষোত্তমে যাইবারই আবশ্যক কি? তথাপি যাত্রিরা মোহাদি শূন্য বলিয়া দম্ভ করে। পুরুষোত্তমে বর্ষ বর্ষ প্রায় এক লক্ষ পঞ্চ বিংশতি সহস্র যাত্রি গমন করে এবং আশাঢ় মাসে রথ যাত্রা কালীন প্রায় এক লক্ষ চল্লিশ সহস্র ব্যক্তি দেখা যায়। দুর্ভাগ্য বশতঃ ইহার অর্দ্ধাংশ গৃহে প্রত্যাগত হয় না এবং অকালে কাল করাতে অনর্থক নিপতিত হয়।

ক্ষেত্রে গমন করিয়া দেখিবে কোন স্থানে শত শত দুর্ভগা জীব মধ্যাহ্ন কালীন সূর্য্য কীরণে উত্তপ্ত বালুকাপরি ধূসরিত হইতেছে, কেহই তাহাদিগকে আশ্রয় দান করিতেছে না, পুত্র পৌত্রাদি অনায়াসে পিতৃ মাতৃ মরণ দর্শন করিতেছে, তাহাদিগকে অনায়াসে এবম্প্রকার নিরাশ্রয়ী বিপদাপন্ন অবস্থায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে; কোন

* দিল্লার সাজাহান বাদসাহ, সুখাভিলাষী, সজ্জাপ্রিয় ছিলেন, তাঁহার ময়ূর পুচ্ছে সিংহাসন ছিল, সেই সিংহাসন হীরক, প্রবালে, মণ্ডিত ও সজ্জিত হয় এবং তন্মধ্য ভাগে কহেনুর নামে এক দুর্লভ দুর্মূল্য প্রস্তর থাকে, রুণজীত সিংহ তাহা হস্তগৎ করেন, এবং ইংরাজেরা লাহোরাধিকার করিয়া তাহা প্রাপ্ত হয়েন এক্ষণে তাহা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অলঙ্করণ।

স্থানে ব্যক্তিরা সান্নিপাতগ্রস্ত হইয়া গাত্র দাহ নিবারণার্থ জলাশয়ে অবরোহণ পূর্ব্বক চির কালের জন্য তাহাতে মগ্ন হইতেছে; কোন স্থানে রাশী রাশী মৃত দেহ পড়িয়া রহিয়াছে এবং গৃধ্র, জম্বুকাদি মাংসাসী, তাহা পরমানন্দে ভক্ষণ করিতেছে। হায় কি পরিতাপ! কি দুঃসহ দুঃখ আখ্যাইকা! হায়! এত দূর দেশে গিয়া এবম্প্রকার যন্ত্রণা সহিবার কি ফল?

পুরুষোত্তমাদি তীর্থ যাত্রাচ্ছলে ব্যক্তিদিগের স্বদেশ ভ্রমণ হয় এই এক ফল ফলিতেছে। মুনিরা তীর্থ যাত্রা বিধেয় যদ্যপি না লিখিতেন, তাহা হইলে বোধ করি একটী স্বদেশীয় স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের অন্য স্থানে গমন করিত না, তাহা হইলে কাশী যথার্থ স্বর্ণময় কি না আমরা জানিতে শক্ত হইতাম না। ক্ষেত্রে জগন্নাথের সেবার্থ অনেক পাণ্ডা নিযুক্ত হইয়াছে তাহাদিগের প্রধান কর্ম্ম জগন্নাথাদিকে অহর্নিশি ভোগ নিবেদন করা। যাত্রিরা তথায় এক স্বাচ্ছন্দ লক্ষ করে, তাহাদিগকে রন্ধনাদি করিতে হয় না, 'হোটেল্' হইতে অনায়াসে অন্ন ব্যঞ্জনাদি কিনিয়া স্যেদর পরিপূর্ণ করিতে পারে। আমরা বৈষ্ণব ধর্ম্ম এবম্প্রকার কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়া বৈষ্ণবদিগের কুক্রীয়াসমূহ প্রকাশে কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করি। বৈষ্ণবেরা ভণ্ড তপস্বী, তাহাদিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম পণ্ড, তাহাদিগের হস্তেতে যপমালা, কিন্তু অন্তঃরে বারবনিতা বিরাজিতা। লাম্পট্য, বৈষ্টবদিগের প্রধান ধর্ম্ম, প্রধান উপাসনা, এবং প্রধান পারমার্থিক সুখ। তাহাদিগের উপাস্য দেব কৃষ্ণ * যেরূপ সচ্চরিত্র সৎগুণান্বিত ছিলেন সকলেই বিদিত আছেন; কাম শিষ্য দিন যামিনী কেবল কামিনীরূপ অচ্ছেদ্য পাশে আকীর্ণ ছিলেন। কুলাঙ্গণাদিগের সতিত্ব নাশ তাঁহার যোগ ধর্ম্ম ছিল। তাঁহার মর্য্যাদা যেরূপ তিনি তদুপযুক্ত একটীও কর্ম্ম করেন নাই, কিন্তু যেরূপ করা উচিত তাহা করিয়াও যুধিষ্ঠিরের উপযুক্ত মান কোথায়? হরিশ্চন্দ্র কি ইন্দ্রাপেক্ষা ধার্ম্মিক ছিলেন না? তিনি কি অপরাধে ইন্দ্রত্বোপযুক্ত হইলেন না? তিনি কি নিমিত্ত দেবতা না হইলেন? তিনি কি ইত্যাদি বিষয়ে অনুপযুক্ত ছিলেন? কিন্তু তথাপি কাম শিষ্য আপনাকে দেব, প্রত্যুত পরমেশ্বর বলাইতেন, এবিষয়ে হার্কিউলিজ† বা কি দক্ষ ছিলেন? তিনি এক রাত্রিতে পঞ্চাশটী স্ত্রীকে পুত্রবতী করিয়া-

* বৈষ্ণবদিগের প্রকৃত উপাস্য দেব পূর্ব্বে বিষ্ণু ছিলেন, কৃষ্ণ তাঁহার এক অবতার কহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন, এখনকার বৈষ্ণবেরা সেই কৃষ্ণের উপাসক।

† গ্রীশ দেশীয় প্রাচীন বীর দ্বাদশ অসাধনীয় উৎকট কর্ম্ম সাধনে বিখ্যাত।

ছিলেন বহি তো না? আমাদিগের কালাচাঁদ এক রাত্রে ষোল শত গোপিনীর চিত্তাভিলাষ সফল করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা জয়ী হইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ দৈত্য হইতে পৃথিবী উদ্ধারার্থ মানব দেহ ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি দৈত্য কুল বৃদ্ধি ব্যতীত নাশ করেন নাই। যদুবংশ সামান্য বংশ ছিল না।, শিশুপাল ও অন্য দুই এক অসুর ব্যতীত কেহই তদীয় হস্তে নিপাতিত হয় নাই; তিনি তাহাদিগের সংহারের বিলক্ষণ উপায় করিয়াছিলেন এবং ভীমাদিকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। পরন্তু মানব দেহ ধারণ বিনা কি তিনি পরামর্শ দিতে পারিতেন না? তিনি কি কুরু ক্ষেত্রের যুদ্ধ নিবারণ করিতে সক্ষম হইতেন না? না কুরুকুল নাশে অক্ষম ছিলেন? যৎকালে তিনি সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া প্রসিদ্ধ তৎ কালে তিনি পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম নিষ্পাদন করণে অক্ষম নহেন, কিন্তু সে শক্তিমান নাম মাত্র, কার্য্যে নহে। রামচন্দ্র, বিনা মানব দেহে কি দশাননকে ধ্বংস করিতে পারিতেন না? অনেকেই উত্তর করিবেন, যে তিনি অবশ্য পারিতেন, কেবল বাল্মীকির প্রণীত গ্রন্থ, সত্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য করেন নাই। পরন্তু মানব জন্ম গ্রহণ ব্যতীত কৃষ্ণ পৃথিবীর কি ভার হরণ করিতে অপটু ছিলেন ঐ ব্যক্তিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা যে কি উত্তর প্রদান করিবে স্থিরিকৃত করিতে পারি না। কৃষ্ণের কতিপয় কুক্রীয়ার কাল পর্ব্ব নামে খ্যাত হইয়াছে; যথা রাস যাত্রা, দোল যাত্রা, ইত্যাদি। রাসযাত্রায় হিন্দুরা মহা মহোৎসব করে এবং পট, ছবি, পুত্তলিকা, পুষ্পাদির দ্বারা রাস মন্দির সুশোভিত করিয়া থাকে। দোল যাত্রায় মহোৎসব কিঞ্চিৎ বিস্তীর্ণ হয়, হিন্দুরা তৎকালে ফাগু লইয়া পরস্পর মাথামাথি, হুড়া হুড়ি করে, লুপারকেল মহোৎসব কালীন রোমীয়েরা যেরূপ অত্যাচার ও জঘন্য বাক্যোচারণ করিত পশ্চিম দেশীয় ব্যক্তিরা পথি মধ্যে নির্লজ্জায় নিঃশঙ্কায় তদ্রূপ অত্যাচার করিয়া থাকে। দোল যাত্রা সময়ে পূর্ব্বে তাহাদিগের অন্যায়াচরণ জন্য রাজপথে গমন নিধি ভার হইত, সম্প্রতি ইংরাজদিগের শাসনে অনেক হ্রাস হইয়াছে। বিষ্ণু উপাসক অন্তে শৈবদিগের উপাসনার বিবরণ কিঞ্চিৎ বর্ণন যোগ্য।

শৈবদিগের উপাস্য দেব শিব। তিনি সৃষ্টি নাশার্থ নিযুক্ত হইয়াছেন এবং তিনি ত্রিনয়ন ও পঞ্চানন। মহাদেব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অপেক্ষা তপস্বী ও ধর্ম্মাশ্রয়ী ছিলেন এবং অল্পে সন্তুষ্ট হইতেন বলিয়া তাঁহাকে আশুতোষ বলা হয়। ভারতবর্ষে অদ্যাবধি তাঁহার অর্চনা হয়, তন্মধ্যে পশ্চিমে কাশী প্রভৃতি স্থানে অসংখ্য উপাসক আছে। প্রাক্‌কালে

অনেকেই তাঁহার আরাধনা করিত এবং তদ্বিষয়ে অনেক অদ্ভুত আখ্যা-ইকা কর্ণারূঢ় হয়। এই উপাসকেরা সহস্র সহস্র বর্ষ অবিশ্রান্ত বিনা-হারে তপস্যা করিত, কেহ বা পদদ্বয় উর্দ্ধে রাখিয়া মস্তক ভূমিতে রাখিত; কেহ বা বৃক্ষে লম্বমান থাকিত, কেহ বা প্রচণ্ড গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড অগ্নি-কুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া চতুষ্পার্শ্ব বেষ্টন পূর্ব্বক তন্মধ্যে নিরুদ্বেগে বাস করিত; কেহ বা হৃদয়ভেদী সুশীতল শীতকালে অনায়াসে শীতল বারি ব্যাপিয়া থাকিত; কেহ বা বিনা আচ্ছাদনে যাবৎকাল, ঝড় বৃষ্টি, রৌদ্রে বঞ্চিত। তাঁহারা শরীরকে এরূপ বশবর্ত্তী করিয়াছিল এবং বিষয় বা-সনা হইতে এরূপ আশ্চর্য্যরূপে বিরত ছিল, যে অতিরিক্ত দৃঢ় স্ব ধর্ম্মানু-রক্ত ষ্টোইক * অনুরূপ আচরণে পরাঙ্মুখ। আফ্রিকা খণ্ডে কতকগুলি এরূপ উপাসক ছিল, পরন্তু তাহারা শিবোপাসক ছিল কি না নিশ্চয় বলা যাইতে পারে না। কোন কোন গ্রন্থকর্ত্তা লেখেন, যে ওসাইরিস নামা মিশর দেশাধিপতির মৃত্যু হইলে ব্যক্তিরা তাঁহার মাহাত্ম জন্য তাঁহাকে দেব বলিয়া পরিগণন করিয়াছিল এবং শিব লিঙ্গাকৃতির ন্যায় তাঁহার চিহ্ন স্বরূপ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিত। ইউরোপীয়েরা ইহাদিগকে জিম্নো সোফিষ্ট কহেন। অস্মদ্দেশীয় তপস্বীরা তাঁহাদিগের নিকটে ঐ নামে উক্ত হয়েন। আলেকজান্দ্র যখন অস্মদ্দেশ জয়ার্থ আসিয়াছিলেন, তখন তিনি তপস্বীদিগের চমৎকার তপানুরক্তি ও ধৈর্য্য দেখিয়া সাতিশয় আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। কেহ মাসাবধি অনাহারি রহিয়াছে; কেহ শীতল সলিলে প্রবেশ করিয়া যোগ সাধন করিতেছে। তপস্বীরা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা—বহুদক, কুটীচক, হংস, পরমহংস, অঘোরী, কড়ালিঙ্গী, ইত্যাদি। ইহাদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার, ভিন্ন ভিন্ন উপাসনার বিধি দৃষ্ট হয়, কেহ কেহ এরূপ অত্যাচারী যে তাহারা মলকীট মধ্যে গণ্য। ঈদৃশী আ-চারভ্রষ্ট হইবার হেতু কি? তত্ত্বজ্ঞান ইহার মূল হেতু; তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তাহারা সকল পদার্থ চেতনাচেতন, শুদ্ধাশুদ্ধ জ্ঞান করে; যে সমস্ত বস্তু আমরা প্রত্যক্ষ দর্শনে চেতন ও শুদ্ধ বলিয়া মানিতেছি এই পণ্ডিত শ্রেণী সে সকলকে অচেতন এবং অশুদ্ধ বলে, ফলতঃ তাহারা যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী নহে। তত্ত্বজ্ঞানী কি পরানিষ্টাচরণ করে, পর দ্রব্যাপহরণ করে? ক্রোধ কি তাহাদিগকে আশ্রয় করিতে পারে? তাহার প্রকৃত উত্তর, কদাচ নহে। পরন্তু সন্যাসীদিগকে ক্রোধাদি আশ্রয় করিয়াছে।

---

* গ্রীক দেশীয় পণ্ডিত শ্রেণী বিশেষ, যাঁহারা মায়া, মোহ, শূন্য হইয়া দেহ নিপীড়ন সহ্য করিতেন।

কাশী ইহাদিগের প্রধান সোপদ্রবের স্থান; তথায় ইহারা যাত্রিদিগকে বাকপথাতীত বিরক্ত করে, ভিক্ষাচ্ছলে তাহাদিগের আবাসে প্রবেশ করিয়া 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি' উচ্চারণ করে, ব্যক্তিরা ভিক্ষা দানে ক্ষণ মাত্র বিলম্ব করিলে, ইহারা তাহাদিগের আবাসে বৃষ্ঠা ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে; কখন কখন তাহাদিগের দ্রব্যাদিসমস্ত নষ্ট করিয়া ফেলে, অথবা তাহাদিগকে রুঢ় ভাষা কহে, হয়তো দল বদ্ধ হইয়া ধনাদি হরণ করিয়া পলায়। কাশীবাসিরা তাহাদিগের দ্বারা সাতিশয় পরিত্যক্ত হয়েন, এবং তাঁহাদিগের তথায় তিষ্ঠনা ভার হয়। পরমহংস আত্ম ইচ্ছায় আহার করে না এবং কথা কহে না, কেহ আস্যদেশে ওদনীয় দিলে তাঁহারা ভক্ষণ করে, কিন্তু তথাপি বাক্য দ্বারা তাহা প্রার্থনা করে না। কোন কোন সন্ন্যাসীর মধ্যে জবনদিগের ত্বকচ্ছেদ অপেক্ষা কদর্য্য ব্যবস্থার প্রচলিত আছে, তাহারা জীবুৎপাদক অঙ্গ একেবারে নির্ম্মূল করে, করিবার হেতু কাম নিবারণ; এবম্প্রকারে এক প্রধান অঙ্গের নিগ্রহ করিয়া তাহারা জনগন সমীপে সাধুত্ব ও নিস্কামী প্রকাশ করে এবং তাহাদিগের সমক্ষে অনায়াসে উলঙ্গ হয়। ধর্ম্ম শাস্ত্রে নারদ ও ব্রহ্মার বাদানুবাদ প্রসঙ্গে কথিত আছে, যে যদ্যপি কামাদি রিপু জ্ঞান দ্বারা বশীকৃত না হয় তবে তাহাদিগের নিগ্রহ করিবে। সন্ন্যাসীরা তদনুসারে ঈদৃশী ইন্দ্রিয় নিধন করিয়া থাকে এবং ব্যক্তিদিগের বাটীতে 'বম্ মহাদেব' উচ্চারণ করতঃ ভিক্ষা প্রার্থনা করে, গৃহিরা ভিক্ষা প্রদান করিলে তাহারা তাহা গ্রহণ করে না এবং কহে যে, রিক্ত হস্তে গৃহস্থের বাটী হইতে প্রস্থান করা বিধেয় নহে, অতএব এক কড়ি মাত্র লইতে স্বীকৃত হয়। অচতুর গৃহিরা তাহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিয়া তাহাদিগকে সিদ্ধ বলিয়া মানে এবং ভক্তি ভাব প্রকাশ করে, সন্ন্যাসী তাহাদিগের অন্তরগত ভাব বুঝিতে পারিয়া এবং আত্ম পথ পাইয়া অবলীলা ক্রমে নানা লীলা প্রকাশে প্রবৃত্ত হয়। গৃহিকে তাহারা, প্রথমে এই বাক্য কহিয়া থাকে যে মহাশয় অতি ভদ্র, আপনি পরোপকারার্থ মহা ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু দুরাদৃষ্ট বশতঃ সকলেই কৃতঘ্ন হইয়াছে কেহই আপনাকে মান্য করে না সকলেই শত্রুতা সাধে, এবং এরূপ হইবার প্রধান কারণ এই, যে আপনি কস্মিন্ কালে কোন অস্পর্শ বস্তু উলঙ্ঘন করিয়া ছিলেন যদ্দ্বারা আপনি অদ্যাবধি বিবিধ যন্ত্রণা সহিতেছেন। ফলতঃ এ যন্ত্রণা চিরস্থায়ী নয়; বৈদ্যনাথ বা তারক নাথকে পঞ্চ সিকার ভোগ দিলে সকল দুঃখই মোচন হইবে; তথাপি আপনার মঙ্গলার্থ এক মহৌষধ প্রদান করিতেছি ইহা ভক্ষণে মহতী শুভ হয়। এই বলিয়া ঐন্দ্রজালিক গৃহির হস্তে কিঞ্চিৎ

মৃত্তিকা অর্পণ করিয়া তাহাকে হস্ত মুদিত করিয়া ক্ষণ পরে তাহা আপনি গ্রহণ করিয়া কর মধ্যে রাখে পরে হস্ত বিস্তার পুরঃসর দেখায়, হরিতাল হইয়াছে। ব্যক্তিরা ইহা অলৌকিক জ্ঞান করিয়া সন্ন্যাসীকে মুদ্রা দ্বারা পরিতুষ্ট করে। সন্ন্যাসীরা গণিতজ্ঞ বলিয়া দাম্ভিকতা প্রকাশ করিয়া থাকে, এবং ব্যক্তিদিগের হস্ত দর্শনে ফলাফল বলিয়া ঝুলি ভারী করিয়া প্রস্থান করে, কখন কখন ইহারা ব্যক্তিদিগকে আশ্চর্য্য ঔষধি দেয়।

এই ঔষধি স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রবাল, পারা ঘটিত, এবং ইহাকে স্বর্ণজারা, রৌপ্য জারা প্রবাল জারা পারা জারা, বলা যায়। ঔষধিসমস্ত অতি চমৎকার, ইহার তৃণাগ্র পরিমাণে কিয়ৎ দিবস সেবন করিলে মহৎ মহৎ রোগ উপশম হয়। হিন্দুদিগের অন্যান্য ঔষধি যদিও উৎকৃষ্ট নহে তথাপি এ সমস্ত ঔষধ অতি চমৎকার ও হিতদায়ক স্বীকার করিতে হইবে। মহাত্মা এল্‌ফিনষ্টন্ সাহেব তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাসে ধাতু ঘটিত ঔষধের বিশেষ গুন বর্ণন ও বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন, পরন্তু এ বিষয় বর্ত্তমানে পাওয়া দুষ্কর, যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা কৃত্রিম জন্য তাদৃশী ফলোৎপন্ন হয় না এবং আত্মম্ভরী, আত্ম সুখেচ্ছু, হিন্দু অপরকে সে সকল প্রস্তুত করিবার প্রথা না শিখাইবায় ক্রমে তাহা লোপ পাইতেছে। ইউরোপীয় ব্যক্তিরা অস্মদ্দেশীয়দিগের ন্যায় স্বার্থ আত্ম মঙ্গল অভিলাষী নহে; তাহারা কোন নব ঔষধ বা নব পদার্থ সৃষ্টি করিলে তৎক্ষণাৎ পর হিতার্থ তাহা জগন্মণ্ডলে বিভিব কর্ণন করে যদ্দ্বারা তাহাদিগের তাবৎ শাস্ত্রের শাখা প্রশাখা প্রসাররূপে বিস্তার হইতেছে। হিংস্রক হিন্দু জাতি তদনুরূপ না করিবাতে এতদ্দেশীয় শাস্ত্রসকল উত্তরোত্তর হ্রাস পাইতেছে।

কাশী ব্যতীত, তারকেশ্বর ও বৈদ্যনাথ সন্ন্যাসীদিগের অন্য দুই তীর্থ স্থান আছে। বৈদ্যনাথের অপেক্ষা তারকনাথের খ্যাতি সুদীর্ঘ ব্যাপ্ত অতএব তদ্বিষয় যৎকিঞ্চিৎ বলা কর্ত্তব্য।

চতুর্থ অধ্যায়।

তারকেশ্বরের বিবরণ এবং তারক নাথের আকার বর্ণন—মহান্ত—মুকুন্দ ঘোষের স্মরণার্থ প্রস্তরের বিবরণ—যাত্রিরা কি অভিপ্রায়ে তারকেশ্বরে যাত্রা করে—তাহারা স্বপ্ন দর্শনান্তর ঔষধ প্রাপ্ত হয়—তদ্বিষয়ে নানা উপন্যাস কথিত হইয়া থাকে—তাহারা দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করে—শিব চতুর্দ্দশী—ব্যাধের দ্বারা শিব চতুর্দশীর উৎপত্তি—যাত্রিরা উপবাস ও রজনী জাগরণ করে—প্রমত্তেরা প্রমোদের জন্য উপবাস করিয়া তাস ক্রীড়া করে—চড়ক যাত্রা—সন্ন্যাসীদিগের তৎকালে দেহ নিপীড়ন—শক্তি—তাহাদিগের ভীষণ নিষ্ঠুরতা ও কুআচার—শ্যামা পূজা কালীর শাক্তেরা শ্মশানে শিবা যোগ সাধন করে—কালিঘাট—অধিকাংশ যাত্রিরে[illegible] বিলাস ও মদ্য পান জন্য তথায় গমন করিয়া থাকে—কামখ্যা—তথায় ব্যক্তিরা যোষাগণের বশীভূত হয়—তদ্বিষয়ে অলিক উপন্যাস—তাহার প্রকৃত অর্থ।

তারকেশ্বর কলিকাতা হইতে ষোড়শ ক্রোশ পথ, তথায় মনুষ্যের বসতি তাদৃশী নাই, প্রায় সমস্ত মরু ভূমি; স্থানে স্থানে রাশী রাশী সস্যোৎপন্ন হয়, কৃষকেরা ধান্য অঙ্কুর দ্বারা ভূমি সুশোভিত করে। প্রান্তর মধ্যে তারকনাথের এক বৃহৎ মন্দির আছে, তন্মধ্যে সংহারকর্ত্তা বিরাজমান; মন্দিরের চতুস্পার্শ্বে অনেক লোকের বসতি আছে, কিন্তু তাহারা কেবল যাত্রিদিগের নিকটে দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ তথায় বাস করে। জনশ্রুতি আছে, যে শক্তির এক অঙ্গ তারকেশ্বরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল এবং স্বয়ম্ভু তথায় উৎপন্ন হয়েন। তারকনাথ এক হস্ত পরিমাণ উচ্চ এবং তাঁহার মস্তক এক হস্ত পরিমাণ গভীর, তদীয় চতুস্পার্শ্বে গোলাকার রৌপ্য মণ্ডিত পেনেট নির্ম্মিত হইয়াছে, তাঁহার সেবার্থ এক দণ্ডী আছেন, তাঁহাকে 'মহান্ত' কহা যায়, মহান্ত তথাকার জমীদার স্বরূপ, সমস্ত তারকেশ্বর তাঁহার অধিকার, তিনি দোষীর প্রতি দণ্ড বিধান করেন। মন্দির দ্বারে দুই দ্বারী সতত দ্বার রক্ষা করে, মন্দিরের সম্মুখে এক নাট্য মন্দির আছে এবং তথায় মূল্য বিনিময়ে হোম যজ্ঞাদি হয়। মন্দিরের পূর্ব্ব পার্শ্বে

এক খানি প্রস্তর স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহা মুকুন্দ ঘোষের স্মরণার্থ প্রস্তর। কথিত হইয়াছে, যে ঐ মুকুন্দ জাতিতে গোয়ালা ছিল এবং গাবী সহকারে উপজীবিকা সাধন করিত, দৈব ক্রমে তাহার এক গাবী প্রত্যহ তারকনাথের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে দুগ্ধ প্রদান করিত, সে সময় তারকেশ্বর অরণ্যাকীর্ণ ছিল এবং অরণ্যাভ্যন্তরে তারকনাথ আবির্ভূত হইলেন। গাবী প্রতি দিন তারকনাথকে দুগ্ধ দেয় মুকুন্দ জানিতে পারিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে গমন করিল এবং দর্শন মাত্র পাষান হইয়া মুক্ত হইল। তদবধি তারকেশ্বর মনুষ্য দ্বারা বাসিত হইয়া তথায় মন্দিরাদি নির্ম্মিত হয় এবং তারকনাথের মাহাত্ম বাড়ে। তদবধি যাত্রিরা আদৌ মুকুন্দ ঘোষ স্বরূপ প্রস্তরের উপর দুগ্ধ প্রক্ষেপ পুরঃসর তারকনাথকে তৎপরে তাহা প্রদান করিয়া থাকে। বারাণসীক্ষেত্রে বৃদ্ধেরা মুক্ত্যর্থ গমন করেন কারণ তথায় কায়া ত্যাগে মক্ষপদ পায় এবং পারত্রিকে সীমাতীত সুখ ভোগে সমর্থ হয়। যাত্রিরা ইহকালের সুখার্থ তারকেশ্বরে গিয়া থাকে তথায় গিয়া রোগ শোকাদি মোচন নিমিত্ত মন্দিরের সম্মুখে ও চারি পার্শ্বে বিনাহারে কিয়দ্দিবস তারকনাথের নিকটে বর প্রত্যাশায় শয়ন করে এবং দুই তিন বা চারি দিন পরে ভূমি শয্যা হইতে উঠিয়া আহারাদি মহানন্দে সম্পাদন করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগত হয়। যাহারা বর বা মহৌষধি প্রাপ্ত হয় তাহারাই নিরুদ্বেগ চিত্তে ফিরিয়া আইসে নতুবা যাহাদিগকে তারক নাথ অনুগ্রহ না করেন তাহারা পুনঃ জল স্পর্শ ব্যতীত নিরাশ্রয়ী হইয়া, কেহ বা আরো দুই দিবস কেহ বা তিন দিবস উপবাসী থাকে এবং তারকনাথের দয়া হইলে 'স্বপ্ন হয়' নহিলে ময়ন নীরে আগারে আগমন করিতে বাধ্য হয়। ফলতঃ এ অতি আশ্চর্য্য বলিতে হইবে যাত্রিরা উত্তমাধম স্বপ্ন কি হেতু পায়? ইহার কারণ কি? কোন বিষয় দৃঢ়রূপে দীর্ঘকাল ভাবনা করিলে স্বপ্নোৎভব হয়; স্বপ্ন অন্য কিছু নয়। মহানুভব এবারক্রম্বি সাহেব এতদ্বিষয়ে যথেষ্ট লিখিয়াছেন এবং তাঁহারও এই মত। যাত্রিরা রোগ শোকাদির বিষয়ে শুভাশুভ ভাবনা করে এবং শুভ ভাবনার আধিক্য হইলে শুভ স্বপ্ন প্রাপ্ত হয়, অশুভের আধিক্য হইলে অশুভ স্বপ্ন পায়।

এতদ্বিষয়ে বিস্তর অলৌকিক উপন্যাস কথিত হইয়াছে, এক ব্যক্তিকে এক সময়ে স্বপ্ন হইল, যে 'তুমি অমুক প্রান্তরে যাইয়া মৃত্তিকা হইতে চিনি তুলিয়া তাহা ভক্ষণ করিলে তোমার রোগ দূরীভূত হইবে' সে তদনুসারে নির্দ্দিষ্ট প্রান্তর হইতে মৃত্তিকা খনন পুরঃসর দেখে যথার্থ চিনি রহিয়াছে, সে তাহাতে পরমাপ্যাইত হইয়া তাহা ভক্ষণ করে,—তাহার

রোগও শান্তি হয়। অপর ব্যক্তিরা জনশ্রুতির দ্বারা এই বিবরণ শ্রুতি গোচর করিয়া ত্বরায় সেই প্রান্তরে উপস্থিত হইল এবং তথায় রাশী রাশী চিনি পাইল। অন্য এক ব্যক্তি এই স্বপ্ন দেখিল, যে মহাদেব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক তাহাকে কহিলেন, যে তুমি প্রত্যুষে মন্দির পার্শ্বে যাহা পাইবে তাহা ভক্ষণ করিবে তাহা হইলে তোমার রোগ শান্তি হইবে। পর দিবস প্রভাতে ঐ ব্যক্তি নির্দ্দেশিত স্থানে গিয়া দেখে, যে এক প্রকাণ্ড অজগর রহিয়াছে, সে তাহা দর্শনে সাতিশয় শশঙ্কিত হইল, তথাপি জীবন রক্ষার্থ সম্মুখস্থ পুষ্করিণীতে স্নাত হইয়া উঠিয়া দেখে যে সর্প, রম্ভা হইয়াছে, ইহাতে সে চমৎকৃত হইয়া তাহা ভক্ষণ করিল এবং তাহার রোগ আর রহিল না। কেহ কেহ পীড়া নিবারণার্থ এরূপ ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করে, যে তদ্দর্শনে অক্ষি নীরে ভাসমান হইতে হয়। তাহারা ১৪-১৫ ক্রোশ ধূলি ধূসরিত হইয়া তারকেশ্বরে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে এবং ইত্যাদি আচরণে তারকনাথ অধিক প্রসন্ন হয়েন তাহারা অনুমান করে। তাহারা ভূশায়ী হইয়া মস্তকের অগ্রভাগ নিম্নস্থ ভূমিতে রেখা দিয়া তথায় পদদ্বয় রাখিয়া পুনশ্চ শয়ন করে এবং পুনশ্চ মস্তকের অগ্রভাগস্থ ভূমিতে রেখা দেয়। তাহাদিগের গমন বিধি ঈদৃশী দুঃসহ যন্ত্রণা সহিয়া হয়।

এখন শৈবদিগের পর্ব্ব বিষয়ক কিঞ্চিৎ বক্তব্য। শৈবদিগের শিবরাত্রি ও চড়ক যাত্রা প্রধান পর্ব্ব। শিবরাত্রি ফাল্গুণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী নিশীতে হইয়া থাকে। ইহা অতি সামান্য ব্যক্তি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছিল; মহাভারতাদিতে উক্ত হইয়াছে, কোন ব্যাধ মৃগয়ার্থ বন পর্য্যটন করিয়াছিল, মৃগয়া করিতে দিবাবসান হইল এবং মহান্ধকার, জগৎ ব্যাপিত হইয়া ভূচর, খেচরাদি, জীবনিকরের নয়ন মুদিত করিল; নভোমণ্ডলে ঘোর শ্যামল মেঘরাজি বিরাজিত হইল; তাহাতে পৃথিবী সুধাংশুর অংশু হইতে বঞ্চিত হইল; মহা শীলা বৃষ্টি হইতে লাগিল এবং নিদাঘ কালের ঘোর নিনাদ আরম্ভ হইল; চপলা চপলা গৃহাদি নাশে অতি বেগে নাবিল; এবং প্রলয়ের পবন বৃক্ষসমূহ ছিন্ন ভিন্ন ও চূর্ণ করিতে রোষ প্রকাশে ধাবমান হইল। ব্যাধ সে তিমিরাচ্ছন্ন সর্ব্বরিতে স্বালয়ে যাইতে অপারগ হইয়া অতি বিষন্ন মনে এক বৃক্ষোপরি আশ্রয় লইল। ঐ বৃক্ষ বিল্ব বৃক্ষ ছিল, ব্যাধ তাহাতে অবস্থান কালে শোকার্ত্ত হইয়া রোদন করিবাতে ভূমিতলে অশ্রুপাত হইল এবং একটী বিল্ব পত্রও সে অবসরে পড়িল। এই কালীন মহাদেব বৃক্ষ মূলে বসিয়া ছিলেন এবং ব্যাধের নয়নাশ্রু ও সুফল পত্র তদীয় গাত্রে পতিত হইল।

বিল্ব পত্র ও নয়নাশ্রু গাত্রে পড়িলে শিব সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন, ভাবিলেন এ ঘোর রজনীতে বিল্ব জল দিয়া কে আমাকে পূজা করিতেছে? অনন্তর ঊর্দ্ধনয়ন হইয়া দেখেন, ব্যাধ বসিয়া আছে, ইহাতে তিনি বাক্যাতীত পরিতুষ্ট হইয়া ব্যাধকে সংসার যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিলেন। তদবধি ভূমণ্ডলে শিব চতুর্দশীর ব্রত অনুষ্ঠিত হইল। তারকেশ্বরে শিব চতুর্দশীতে মহা মহোৎসব হয়, অসংখ্য যাত্রি তথায় গমন করিয়া তারকনাথের অর্চনা করে; সে দিবস তাহারা জল পর্য্যন্ত পান করে না সমস্ত দিবা রাত্রি উপবাসী থাকে এবং সমস্ত রজনী জাগরণ করে। অস্মদ্দেশের শিব চতুর্দশী আমোদ প্রমোদের পর্ব্ব হইয়াছে, কাল্পনিক উপাসকেরা রজনীতে শীব পূজা বিনিময়ে তাস, পাসাদি অর্চনা করে এবং তজ্জন্য অনেকে উপবাসী হয়। কথিত হইয়াছে, শিবরাত্রি ব্যতীত চড়ক যাত্রা শৈবদিগের এক প্রধান পর্ব্ব, এই পর্ব্ব চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে হয়, সন্ন্যাসীরা তৎকালে নানা দেহ পীড়া সহ্য করে যাহা দর্শন বা শ্রবণে স্তম্ভিত হইতে হয়। তাহারা বৃহৎ বৃহৎ লৌহ দণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া কেহ বা জিহ্বা, কেহ বা হস্ত, কেহ বা কটিদেশ, ছেদন পূর্ব্বক তন্মধ্যে তাহা প্রবেস করায় এবং মহা উৎসব করতঃ রাজপথে নৃত্য করতঃ গৃহে গৃহে ভিক্ষার্থ গমন করে। অনন্তর একটী প্রকাণ্ড উচ্চতর দারু প্রোথিত করিয়া তদুপরি অন্য একটী কাষ্ঠ সংলগ্ন পুরঃসর তাহার অগ্রভাগে এক গাছা রজ্জু বন্ধন করে। পরে সন্ন্যাসীরা পৃষ্ঠ ছেদন পূর্ব্বক তন্মধ্যে একটী লৌহ নির্ম্মিত আকর্শক দিয়া কাষ্ঠস্থিত রজ্জুতে তাহা বন্ধন করিয়া শুন্য মার্গে পরিভ্রমণ করে। এই জঘন্য, ভয়াবহ, ব্যবহার দ্বারা অনেকে খঞ্জ হইয়াছে এবং অনেকে পঞ্চত্ব পাইয়াছে তথাপি ব্যক্তিরা এ ব্যবহার নিরাকরণ করে না। এ ব্যবহার শাস্ত্র সমন্বিত নয়, কিন্তু তথাপি লোকে কি নিমিত্ত এতাদৃশী দুঃখ সহে? কি আশ্চর্য্য! দেশাচার কি শক্তিমান! এতদ্বিষয়ে মনোযোগ করা নবীন গবর্ণমেণ্টের বিধেয়, ইহা নিরাকৃত করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে প্রকারে তাঁহারা সহমরণাদি খণ্ডন করিয়াছেন তৎকালে কি অভিপ্রায়ে ইহা খণ্ডন না করিবেন? বিশেষতঃ ইহাতে কেহ শাস্ত্রীয় প্রমাণ বলে বৃথা দার্ঢ্য প্রকাশ করিতে সক্ষম হইবেন না। অতএব রাজপুরুষেরা উক্ত দেশাচার সমূলে উৎপাটন করুন। বৈষ্ণব, শৈব, ব্যতীত ভারতবর্ষে অন্য এক প্রধান উপাসক আছে, তাহাদিগের উপাসনা শক্তি হইতে সমুৎপন্ন হইবাতে তাহাদিগকে শাক্ত কহা যায়, শাক্তেরা, সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়, এবং অত্যাচারী, ইহারা মদ্য, মাংসাদি, অখাদ্য আহার করে

এবং উপাস্য দেবীকে নরবলি দানে সন্তুষ্ট করিয়া থাকে। তাহাদিগের প্রধান পর্ব্ব শ্যামাপূজা, যৎকালে তাহারা ঘোর তিমিরাকীর্ণ অমাবস্যার নিশীতে অগম্য শশ্মানে গমন পুরঃসর মৃত দেহোপরি উপবিষ্ট হইয়া যোগ সাধন করে এবং যাহারা উৎকট সাধনা করিতে পারে তাহারা 'সিদ্ধ' হয়। শাক্তদিগের প্রধান তীর্থ কালীঘাট ও কামখ্যা। কালীঘাটে কালীর এক ভীষণ মূর্ত্তী আছে, কামখ্যায় মূর্ত্ত্যাদি কিছুই নাই, কেবল এক প্রস্তর-নির্ম্মিত দেবীর যন্ত্র আছে। কালীঘাটে অধিক সন্ন্যাসী নাই, পরন্তু পূর্ব্বে অধিক ছিল এবং কেহ যোগ সাধন জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল। কালীঘাট তীর্থ অতি প্রাচীন, কালিদাস কৃত 'কামিনীকুমারের' নায়ক, বাণিজ্য যাত্রা কালীন এই স্থানে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। অধুনা মাংসাহার, মদ্যপান, ও বেশ্যাবিলাসার্থ অধিকাংশ যাত্রি তথায় গিয়াথাকে এবং কালীঘাট সাধারণ কুক্রীড়ার স্থান হইয়াছে। কামখ্যায় অসংখ্য যাত্রি যাত্রা করে এবং অনির্ব্বচনীয় কুআচরণ অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। এই তীর্থ বিষয়ে বিবিধ অলিক উপন্যাস কথিত হয়। কোন কোন বিচক্ষণ কহেন, যে তথাকার যোষাগণ মায়াবিদ্যায় অতিশয় সুপণ্ডিত, তাহারা সাতিশয় অনঙ্গ-প্রিয়া; ব্যক্তিরা তথায় গমন করিলে তাহারা মন্ত্র বলে তাহাদিগকে মেষাকৃতি করিয়া রাখে এবং স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে দেয় না; কোন কোন নির্ব্বোধ বিজ্ঞান ৎ মস্তক ঘূর্ণায়মান পূর্ব্বক কহেন, যে ব্যক্তিরা তথায় অসংখ্য মন্ত্র উপার্জ্জন করে এবং অবসর ক্রমে এক মুহূর্ত্ত মধ্যে মন্ত্র বলে বৃক্ষোপরি উঠিয়া স্বদেশে উপস্থিত হয়। এ সমুদয় অলিক, পরন্তু নিতান্ত অলিক নহে, ইহার ভাবার্থ আছে; লোকেরা ইহার প্রকৃত ভাব না বুঝিয়া মহান্ধ হয়। ইহার প্রকৃত অর্থ এই, যে তথাকার কামিনীগণ অনির্ব্বচনীয় রমনীয়া, যদ্দ্বারা তাহারা পুমানদিগের মনহারিণী হইতে সমর্থা হয়, বিশেষতঃ তথায় অত্যল্প পুরুষ থাকাতে এবং রমণীরা স্বভাবতঃ অধিক কামাম্বিতা হইবাতে কামানল নির্ব্বাণার্থ যাত্রিদিগকে আলিঙ্গনেচ্ছুকা হয় এবং তাহাদিগের মোহিত করিতে বর্ণনাতীত সৌজন্যতা, সারল্যতা, ভক্তি, চাতুরী, প্রকাশ করে। একে রূপসী, তাহাতে এবম্প্রকার ভক্তি ভাব প্রকাশ, ইহাতে কোন্ পুরুষ না মোহিত হয়েন, ইহাতে যাত্রিরা মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগের সহবাসে যাবজ্জীবন অবস্থিতি করিতে বাধ্য হয়। যাহাকে মুগ্ধ করিয়া ইহ সংসারে স্ত্রী, পুত্র, পরিজনাদি হইতে বঞ্চিত করিল, তাহাকে মেষাকৃতি করিয়া রাখিল ব্যতীত অন্য কি বলা যাইতে পারে। অতএব মেষাকৃতির ভাব এই; প্রকৃত

মেষাকৃতি করা ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য নহে, বৃক্ষ অবলম্বনে পলায়ন, ইহার ভাব এই, যে অনুল্লঙ্ঘনীয় ব্যাপার হইতে মুক্ত হইবাতে ব্যক্তিরা এবম্প্রকার অসম্ভব উপহাস রচনা করিয়াছে। কামরূপ সম্বলিত বিবিধ অসম্ভব বিবরণ বর্ণিত হয় সে সমুদয় বিস্তীর্ণ না করিয়া হিন্দু জাতীয়দিগের ধর্ম্ম বিবরণ এ স্থলে সমাপন করা যাউক। বৈষ্ণব, শৈব্য, শাক্ত, ব্যতীত পূর্ব্বকালে সূর্য্য, বায়ু, ইন্দ্র, প্রভৃতির বহু উপাসক ছিল, কিন্তু সত্যধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে সে সমুদয় ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানে কেবল বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈবা, এই উপাসক ত্রয়ের অধিক প্রাদুর্ভাব।

হিন্দুরা অতি পরিমিতব্যয়ী। ইহাদিগের ব্যয় ইংরাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতির অপেক্ষা অল্প, সময় বিশেষে ইহাঁরা অনর্থ অপরিমিত ব্যয় করেন এবং তাহা অপরিমিত হইয়াও লোকের তাদৃশী উপকার হয় না, পুণ্য সঞ্চয়ও হয় না, তদ্দ্বারা শুদ্ধ আমোদ প্রমোদ ক্রয় করা হয়। কিন্তু সেই অর্থ দেশহিতার্থে অর্পণ করিলে (তাহা বিদ্যা বিষয়েই হউক, দাতব্য বিষয়েই হউক) অপর্য্যাপ্ত, বর্ণনাতীত, ফল দর্শিতে পারে। ইউরোপীয়েরা এতৎ বিষয়ে একেবারে বিরত বলা যাইতে পারে না, তাঁহাদিগের অপব্যয় আছে, কিন্তু তাহা অত্যল্প। তথাপি হিন্দুরা সাংসারিক বিষয়ে অতি পরিমিত ব্যয়ী, ইহাদিগের পরিচ্ছদ ও আহার অতি সুলভ, এতদ্বিষয়ে তাঁহারা পারসীয়দিগের ন্যায় অন্যায় ব্যয় করেন না। বারাণশী, অযোধ্যা, নেপাল, নাগপুর, ইত্যাদি দেশবাসীরা রুটী ও দাল দ্বারা স্বচ্ছন্দরূপে জীবন রক্ষা করে এবং মোটা বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া থাকে। তাহাদিগের শয্যাও সামান্য। সমস্ত ক্ষত্রীয়ের এরূপ ব্যবহার, তাহারা জীব হত্যায় আশ্চর্য্য বিরত, মৎস্য পর্য্যন্ত আহার করে না। ওসওয়ালদিগের চরিত্র এরূপ যে তাহারা জীব নাশাশঙ্কায় অবগাহন পর্য্যন্ত করে না। ক্ষত্রীয়েরা স্বাভাবিক উগ্র-প্রকৃতি, অতএব শীঘ্র তরবারি হস্তে করে, কিন্তু তাহারা বঙ্গদেশীয়দিগের ন্যায় কদাচারী নহে, তাহাদিগের চরিত্র অশৎ নহে। দেব দেবীর মহোৎসব এবং বিবাহ তাহাদিগের প্রধান উৎসব। দেবদেবীর মহোৎসব, বিশেষতঃ বিবাহ কালীন তাহারা বিপুল অর্থ ব্যয় করে। একমাত্র বিবাহে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা নষ্ট হয়।

অনেক ইংলণ্ডীয় ইতিহাসবেত্তা হিন্দুদিগের চরিত্র নানা প্রকারে বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু অনেকেই স্বজাতীয় মহত্ব রক্ষণার্থ ন্যায় বিরুদ্ধে গমন করিয়াছেন দেখাযায়। মেং ওয়ার্ড হিন্দুদিগের দুই এক মাত্র সচ্চরিত্র প্রদর্শন করিয়া সমস্ত গ্রন্থ কেবল হিন্দুদিগের অবৈধ ধর্ম্মে এবং স্থলে স্থলে অন্যায় নিন্দায় পরিপূরীত করিয়াছেন। তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মে

প্রমত্ত হইয়া সদসৎ বিবেচনা ব্যতীত হিন্দুদিগের অনেক সদাচারকে কদাচার করিয়াছেন। হিন্দু মহিলার সতীত্বে তিনি যে কলঙ্ক দিয়াছেন তাহা আমরা কোন মতে সহ্য করিতে পারি না—ক্ষমা করিতে পারি না। তিনি সাধারণ ক্ষত্রদিগের চরিত্র বর্ণন স্থলে বঙ্গ দেশীয়দিগের চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন, ভারতবর্ষের পশ্চিমস্থ ক্ষত্রদিগের রীতি, চরিত্র, যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন তাহাতে তিনি ভ্রুক্ষেপও করেন নাই। এই দুই ভিন্ন ব্যক্তি-দিগের ভিন্ন ভিন্ন রীতি, চরিত্র, বর্ণন করা তাঁহার নিতান্ত উচিত ছিল। তিনি কহিয়াছেন, যে ইউরোপীয় কামিনীগণ প্রকাশ্য থাকিয়াও সতী-সাধ্বী, কিন্তু হিন্দুদিগের কামিনী সর্ব্বদা গুপ্তভাবে থাকিয়া বিখ্যাত অসতী হইয়াছে* এতদ্বিষয়ে অনেক হিন্দু শাস্ত্রীয় পরিত্যক্ত হইয়া-ছেন। ইংরাজ বন্ধু জানিবেন, ইহা সমুদয় বিপরীত বর্ণন হইয়াছে। তিনি যে হিন্দুদিগের অসংখ্য প্রকাশ্য ব্যভিচারিণীদিগের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সত্য হইলেও তাঁহাদিগের জাতীয় ব্যভিচারের সহিত তুল্য হইতে পারে না। হিন্দুদিগের চরিত্র যেরূপ দোষান্বিত হউক, তথাপি তাঁহাদিগের দেশে Mask, ball and supper অপ্রকাশিত আছে। ইংলণ্ডে ঐ সকলের দ্বারা যে কত "ঘোমটার ভিতর খেমটা" হইয়াছে বলা যায় না। কলিকাতা বাসিরা কি ডাংকেলিনের নাম বিস্মৃত হইয়া-ছেন। আর বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষের অধিকাংশ বারাঙ্গ-নারা প্রকাশ্যে আছে, কিন্তু ইংরাজদিগের রমণীগণের মধ্যে কাহাকে প্রকাশ্য, কাহাকে অপ্রকাশ্য বলিব। তাহারা কি সর্ব্বাবস্থায় সমান? ওয়ার্ড এক স্থলে কহিয়াছেন ;—"কৃতজ্ঞতা বোধ হয় হিন্দুদিগের ধর্ম্মের মধ্যে গণনীয় নয়, এবং অসীম উপকারে কদাচিৎ সামান্য কৃতজ্ঞতা

* মেং মিল, ওয়ার্ডের গ্রন্থ হইতে এক স্থল গ্রহণ করিয়াছেন যদ্দৃষ্টে হিন্দুরা স্তম্ভীভূত হইবেন। আমরা তাহা পাঠকে প্রক্ষেপ করিবার জন্য উদ্ধার করিলাম :—

* * * * * "ইহা বলা যথেষ্ট, যে বিবাহ কালীক অঙ্গীকার পালন হিন্দুদিগের মধ্যে প্রায় অজ্ঞানিত, উভয় জাতির" (স্ত্রীপুং) "সঙ্গম প্রায় পশুদিগের ন্যায়।"

ওয়ার্ডের অভিনব বায়ুগ্রস্ত অভিপ্রায় আমরা স্বয়ং বিনষ্ট করিব না তাঁহার স্বদেশীয়ের মতের দ্বারা তাহা ধ্বংস করিলে অতি প্রামাণ্য হয়, অতএব উইলসনের সংহারক দূতকে প্রকাশ করি।

"যদিও মেং ওয়ার্ডের উদ্ধৃত সিদ্ধান্ত অতিরেকরূপে বর্ণিত, তথাপি ইহা দৃঢ়রূপে বক্তব্য, যে হিন্দু মহিলাগণ এতদ্রূপ আচরণে নিতান্ত পরাংমুখী অপিচ বৃহৎ সহর সমস্তের ব্যভিচার লণ্ডন ও পেরিসের সহিত তুল্য নয় ; এবং পল্লিতে সতীত্ব ধর্ম্মের হীনতা প্রায় অজ্ঞানিত হইয়াছে।" Wilson's comment.—Mill's India vol. I. P.426.

প্রকাশ হয়।" ওয়ার্ড, কি অন্ধ হইয়াছিলেন? হিন্দুরা বোধ করি কখন তদীয় বর্ণনানুযায়িক কৃতঘ্ন ছিল না।

ওয়ার্ড অপর স্থলে লেখেন;—"উপযুক্ত সময়ে তাহাদিগের চরিত্র যথার্থতঃ সুন্দর; এবং অনুমান হয় তাহাদিগকে পৃথিবীস্থ অভ্যুত্থান-কারক জাতির মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে; তথাপি ইহাও সত্য, যে অনেক হিন্দু যখন অনুমান করেন, যে, তিনি ধনে, কিম্বা পরাক্রমে, বিজাতির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তখন তিনি পৃথ্বীতলে অত্যন্ত গর্ব্বী হয়েন।"

ইহা প্রকৃত বটে, কিন্তু ইহা বঙ্গদেশীয়দিগের প্রতি অধিক ব্যবহার্য্য।

ওয়ার্ড অন্যত্রে লিখিয়াছেন, হিন্দুরা অত্যন্ত কলহী এবং শপথ-বাদী, অত্যল্প অর্থের প্রয়াসে এক ব্যক্তি বিচারালয়ে অনায়াসে শপথ করিতে প্রস্তুত।

এ বঙ্গদেশীয়দিগের চরিত্র; পশ্চিমের লোকদিগের এরূপ আচার কচিৎ দৃষ্ট হয়। মেং ওয়ার্ড হিন্দুদিগের চরিত্র এবম্প্রকারে প্রদর্শন করিয়া অবশেষে কহিয়াছেন;—

"সর্ব্বসাধারণে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম গ্রহণ করুণ ইহার শক্তি অন্তর্গত হউক, এবং ইহার উপদেশ মান্য করা হউক, পৃথিবীর অন্ত ভাগ পর্যন্ত যুদ্ধ নিবারণ হইবে—অজ্ঞানতা এবং অবৈধ ধর্ম্ম দূরীভূত হইবে—অবিচার এবং অত্যাচার স্থানান্তর হইবে—কারাগার শৃঙ্খল, ও ফাঁসীকাষ্ঠ অপ্রয়োজনীয় হইবে—অন্তর্গত ধর্ম্ম হইতে নির্ম্মল নীতি চতুর্দ্দিকে সুখ বিস্তার করিবে এবং পৃথিবী স্বর্গের পথ হইবে।"

আমরা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া শুদ্ধ পৌরাণিক ধর্ম্মাচারীদিগের সংখ্যা গণনা করিলে দেখিব, যে তাঁহাদিগের সংখ্যা খ্রীষ্টীয়ানদিগের অপেক্ষা অল্প। কিন্তু খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম গ্রন্থকর্ত্তার মতে এমত উৎকৃষ্ট এবং এমত উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ হইয়াও কি বর্ণনানুযায়িক ফলোৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছে? ইংলণ্ডে কি কখন বিগ্রহ হয় না? রোমে কি কখন অজ্ঞানতা ও অবৈধ ধর্ম্ম প্রচলিত নাই?

অবিচার, অত্যাচার, কারাগার ও শৃঙ্খল কি খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে বর্ত্তমান নাই? আমাদের গ্রন্থকার! তোমরা কি এত সুখী? হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে কি এক জনও কার্য্যক্ষম, সচ্চরিত্র, সুখী, হয়েন নাই? যাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ অর্থাৎ ওয়ার্ডের অভিপ্রেত খ্রীষ্টীয়ানেরা কি কার্য্যক্ষম এবং সুখী?* হিন্দুরা কি সুখের লেশ মাত্র

* That Hindooism has never made a single votary useful, more

অংশ প্রাপ্ত হয়েন নাই? হিন্দুদিগের চরিত্র বিষয়ে ওয়ার্ডের এরূপ অভিপ্রায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

হিন্দুদিগের চরিত্র—মনুষ্য কি নিমিত্ত অন্য জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে—মানব প্রকৃতির অসভ্যাবস্থায় বাক্‌শক্তির অভাবে মনুষ্যেরা চিৎকার ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভঙ্গির দ্বারা আন্তরিক ভাব প্রকাশ করিত—চিৎকার ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভঙ্গির বিষয়ে ব্লেয়র সাহেবের মত—পিরু, মিশর ও মেক্সিকো দেশীয় চমৎকার ভাষা—সংস্কৃত ভাষা—ভূপালদিগের দ্বারা ভাষা উন্নতি—কবিতা—অসভ্যাবস্থায় কবিতার বিশেষ প্রাদুর্ভাব—এতদ্বিষয়ে মেকলি সাহেবের মত—সেক্সপিয়র—যদিও সংস্কৃত ভাষার প্রায় তাবৎ গ্রন্থ কবিতা ছন্দে নিবদ্ধিত তথাপি গ্রন্থ বিশেষ দর্শন শাস্ত্রাদির মধ্যে পরিগণিত—দর্শন শাস্ত্রাদিতে নানা অলিক বর্ণন আছে—ভূগোল ও ইতিহাস অপরিপক্ক বশতঃ তাহাতে অসম্ভব, অলিক বর্ণিত আছে—জ্যোতিষ—চন্দ্র সূর্য্যাদির গ্রহণ নিরূপণ ও ৩৬৫ দিনে বৎসর নির্ণয়—ধূমকেতু—দর্শন ও অঙ্ক—শাস্ত্র পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি—কাব্য এবং প্রধান কাব্য রচক—ন্যায় দর্শন—গৌতম দুই আত্মা নির্দ্ধারিত করেন—পদার্থ বিদ্যা—অঙ্ক ও বীজগণিতশাস্ত্র—ঋতুপূর্ণ—উদয়াচার্য্য—লীলাবতী—নীতি শাস্ত্র—শিল্প বিদ্যা—শস্ত্রবিদ্যা—যুদ্ধের ব্যবস্থা এবং যুদ্ধাস্ত্র।

ভারতবর্ষের ইতিহাসবেত্তাদিগের মধ্যে মেং গিল্গি, সাধারণ হিন্দুদিগের চরিত্র সুস্পষ্ট ও উত্তমরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন? তথাপি ধর্ম্ম, ব্যবহার, বিদ্যা, সংগীত, বঙ্গদেশীয়দিগের মধ্যে পরস্পর কথোপকথন, লিপি লিখিবার রীতি পর্য্যন্ত, মেং ওয়ার্ড বিস্তার বর্ণনে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু তিনি ভারতবর্ষের পশ্চিমের ও মধ্যস্থলবাসীদিগের চরিত্রাদি বর্ণন করণে বিস্মৃত হইয়াছেন বোধ হয়।

মেং মার্সমেন, ওয়ার্ডের ন্যায় মত হইয়া এক স্থলে লেখেন, অতি দীর্ঘায়ু হইলেও মনুষ্য প্রায় এক শত বর্ষের উর্দ্ধ জীবিত থাকে না, কিন্তু হিন্দুদিগের অমূলক ইতিহাসে দশ সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত মনুষ্যের জীবন স্থায়িত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। যদিও হিন্দুরা এতদ্বিষয় অতিরিক্ত বর্ণন করিয়াছেন, তথাপি 'বাইবেল' গ্রাহ্য করিলে মার্সমেনের মত সুসিদ্ধ হইতে পারে না। খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম পুস্তকের মতে আদম ৯৩০ বর্ষের উর্দ্ধ জীবিত

---

moral, or more happy, than he would have been, if he had never known a single dogma of the shastra."

ছিলেন এবং লুক, প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি কেহ ৯০০ কেহ ৮০০ কেহ ৭০০ বর্ষ জীবিতমান ছিলেন। মেং মার্সমেন এতদ্বিষয়ে কি নিষ্পত্তি করেন? তিনি কি বাইবেল্ গ্রাহ্য করেন না? * ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম চার্লসের সময়ে তামস পার, নামে এক ব্যক্তি ১৫২ বর্ষ ৯ মাস জীবিত ছিল। ঐ ব্যক্তি শ্রপসয়রে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া দীর্ঘকাল তথায় বাস করিত, কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় জন্মভূমি বিবর্জ্জন পূর্ব্বক ইংলণ্ডে আগমন করে। দেশ ত্যাগ করিয়া লণ্ডনে আসিয়া বসতি করিবাতে তাহার শীঘ্র মৃত্যু হয়, নহিলে সে ব্যক্তি আরো দীর্ঘকাল বাঁচিত; কারণ, তাহার জন্মভূমির বায়ু শারীরিক স্বাস্থ্যদায়ক ছিল এবং সে তথায় অপরিমিত আহার করিত না। কিন্তু জাঁকজমকীয় লণ্ডনে আসিয়া তাহার আহার অপরিমিত হইল, মদ্য মাংসাদি অধিক পরিমাণে আহার করিতে লাগিল, অতএব অকালে তদীয় কাল নিকটবর্ত্তী হইল। ঐ ব্যক্তি ১২০ বৎসরে এক বিধবার পাণিগ্রহণ করে। † পরন্তু হিন্দুরা অতিরিক্ত বর্ণন করিয়াছেন আমরা অবশ্য কহিব, তথাপি প্রাচীন কালীন ব্যক্তিরা ১০০০ বর্ষ জীবিত থাকিত ইহা নিতান্ত অসম্ভব নহে। কালক্রমে ক্রমে ক্রমে ব্যক্তিদিগের জীবনের পরিমাণ হ্রাস হইতেছে, কিয়ৎকাল হইল আমরা ১০০ বর্ষীয় ব্যক্তিকে দেখিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে কেহ প্রায় ৬০ বর্ষের ঊর্দ্ধ বর্ত্তমান থাকেন না।

কি নিমিত্ত মনুষ্য অন্যান্য জীবাপেক্ষা প্রধান হইয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই মুক্ত কণ্ঠে কহিবেন, জ্ঞান প্রযুক্ত; জ্ঞানই মনুষ্যের প্রাধান্যের মূলাধার, কিন্তু সকলে অবগত হইবেন, বাক্‌শক্তি-সম্পন্ন না হইলে মনুষ্য অরণ্যচর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারিতেন না।

---

* মার্সমেনের মতের ঠিক নাই, তিনি ব্রিফ সরবে ইতিহাসে আবার বিপরীত মত দিয়াছেন, বাইবেলের অভিপ্রায় রক্ষণ ঐ মতের তাৎপর্য্য।

"To assist the increase of population human life was lengthened to the verge of a thousand years."—Brief survey Hist.

† Clarke's "Popular display of the Wonders of Nature."—Watkin's "Biographical Dictionary."

ইংলণ্ডেশ্বর চারলস দ্বিতীয়ের রাজত্ব কালীন ইংলণ্ডে হেনরি জেন্‌কিন্স নামে এক ব্যক্তি ১৬৯ বৎসর বর্ত্তমান ছিল। সে ব্যক্তি ইয়ার্কসইয়রে জন্ম গ্রহণ করে যৎকালে ইংলণ্ডীয়েরা ফ্লোডন রণক্ষেত্রে স্কটলাণ্ডীদিগের সহিত যুদ্ধ করেন তৎকালে জেন্‌কিন্স প্রায় একাদশ বর্ষীয় ছিল এবং অষ্টম হেনরি তৎকালে ইংলণ্ডাধিপ ছিলেন। জেন্‌কিন্স ইংলণ্ডের সপ্ত জন রাজবংশীয়কে এবং এক "রাজ্য রক্ষককে" (Cromwell) রাজত্ব করিতে দেখিয়াছিল। ঐ।

সেই জ্যোতির্ম্ময়, জ্ঞান-স্বরূপ, বিশ্বপতি জাবতীয় জীবনিকর অপেক্ষা মানবনিকরকে প্রধান পদাভিষিক্ত করণাশয়ে তাহাদিগের হৃদয়-ক্ষেত্রে বাকশক্তি-রূপ বীজ রোপণ করিলেন। মনুষ্য যৎ সহকারে জ্ঞান বৃদ্ধি ও বিদ্যা বৃদ্ধি করিয়া জগন্মণ্ডলের অধিপতি-স্বরূপ হইলেন। পরন্তু সৃষ্টির আদি কালে মনুষ্য ও পশুতে আকার মাত্র ভিন্ন ছিল, বাকশক্তির অভাবে তাহারা জড়মতি হইয়া ইতস্ততঃ অরণ্যে অরণ্যে পরিভ্রমণ করিত এবং বন্য পশুর ন্যায় শিকার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া নিদ্রা, ভয়, মৈথুনে বেষ্টিত থাকিত, অন্য কোন উৎকৃষ্ট কার্য্য সাধন করিত না। তখন তাহাদিগের প্রয়োজন অত্যল্প ছিল, জীবিকা সাধন তাহাদিগের এক মাত্র নিষ্পাদ্য কর্ম্ম ছিল, এবং কেবল তাহারি জন্য তাহারা কথঞ্চিৎ আস্থা ও ব্যগ্রতা প্রকাশ করিত। প্রয়োজন অত্যল্প হেতু তাহাদিগের ভাষা বৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল না এবং ঈদৃশী উৎকৃষ্ট বাকশক্তিও তৎকালে আবশ্যক বোধ হইত না। কিন্তু কালক্রমে সে ভাব পরিবর্ত্ত হইল এবং মনুষ্যেরা বাকশক্তি বৃদ্ধি বিধেয় জ্ঞান করিল। কিন্তু বাক্য প্রকাশ করা শ্রমাতীত বোধ হইবাতে মনুষ্যগণ তজ্জন্য সম্পূর্ণ চেষ্টা করিতে লাগিল, তাহাতে কৃতকার্য্য না হইলে তাহারা চিৎকার ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভঙ্গির দ্বারায় আন্তরিক ভাব প্রকাশ করিতে এক উপায় পাইল। ব্লেয়র সাহেব কহিয়াছেন, যে অসভ্য কালীন ব্যক্তিরা পরস্পর কেবল অঙ্গ নির্দ্দেশ ও চিৎকার সহকারে অন্যকে আত্ম অভিপ্রায় জ্ঞাত করাইত; কোন ব্যক্তি কোন স্থানে বিপদে পতিত হইলে এবং সে সেই স্থানে অপরকে যাইতে দেখিলে তাহাকে নিবারণ করণাভিপ্রায়ে ভয়াবহ চিৎকার ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নির্দ্দেশ করিত; যেমন দুই জন বিজাতীয় কোন অনাশ্রিত দ্বীপে অকস্মাৎ পতিত হইলে অপরের ভাষায় অনভিজ্ঞ হেতু যেরূপ ব্যবহার করে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নির্দ্দেশ ও ভ্রূভঙ্গি সামান্য ক্ষমতা নয়, এতদ্দ্বারা মনুষ্য অনায়াসে মুগ্ধ হইতে পারে, পূর্ব্বকালে রোম দেশীয়েরা ইহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং নাট্য ক্রীড়াতে তাহারা বাদানুবাদ না করিয়া অঙ্গ নির্দ্দেশ ও ভাবভঙ্গি প্রকাশ করিত, তাহাতে কখন কখন শ্রোতারা বাদানুবাদ শ্রবণ অপেক্ষা প্রীত হইত এবং অশ্রু পূর্ণ নয়নে তাহা দর্শন করিত *। তৎপরে মনুষ্যেরা পদার্থের গুণানুযায়ীক নামকরণ করিতে লাগিল এবং ভাষা উন্নতি করিতে সচেষ্টিত হইল। ভাষা তৎকালে পরিপক্ক ছিল না অসভ্য মানবশ্রেণী অতি সামান্য উপায় দ্বারা তাহা সৃষ্টি করিলেক

* Blair's "Lecture"—on the 'Rise and progress of Languge.'

পণ্ডিতদিগের ভাষা অতি আশ্চর্য্য, তাহারা নানা চিত্রিত দড়ির দ্বারা লেখনি বিক্ষেপে কার্য্য সম্পাদন করিত এবং উহাতে গাঁটি বাঁধিত; গাঁটি, চিত্র বিশেষ দ্বারা বাক্য বিশেষ বিভিন্ন হইত। মিশর দেশীয়দিগের ভাষা অন্য রূপ ছিল, তাহারা অবর্ত্তমান ও অস্পৃশ্য পদার্থ পরস্পর জ্ঞাত হওনার্থ 'হাইরোগ্লিফিক্স' নামে ভাষা রচনা করে। অন্যান্য অসভ্য জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ভাষা বিন্যাসিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে মেক্সিকো নামক দেশীয়েরা চিত্র সহকারে লেখনি কার্য্য সম্পন্ন করিত। কোন বিবরণ বর্ণন করিতে হইলে যথা দৃষ্টান্ত—যদ্যপি ধর্ম্মের পুরস্কার বর্ণন করিতে হইত তাহা হইলে তাহারা কতক পুত্তলিকা চিত্র করিয়া একটীকে ধার্ম্মিক নিরূপণ করিত এবং সমস্ত পুত্তলিকার এরূপ ভাব করিত, যে তাহারা ঐ ধার্ম্মিককে সমাদর করিতেছে। তাহারা ঐ পুত্তলিকা সমস্তের মধ্যে একটীকে পরমেশ্বর করিয়া তাঁহার এরূপ ভাব করিত যে তিনি ধার্ম্মিককে পুরস্কার দিতেছেন ও নানা সুখে ভূষিত করিতেছেন। হিন্দুদিগের সংস্কৃত ভাষা অসভ্যাবস্থায় এরূপ থাকিবার অসম্ভব নহে, সময়ানুসারে তাহারা ক্রমে ক্রমে তাহা বৃদ্ধিশীল করে। সংস্কৃত ভাষা অত্যুৎকৃষ্ট এবং অন্য সমস্ত ভাষা অপেক্ষা সুশ্রাব্য; শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয় সাতিশয় পুলকিত হয়। সুধিগণ এই ভাষা বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দৈর্ঘ-রূপে বিস্তীর্ণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়া-ছেন তাহার অধিকাংশই উত্তম, কিন্তু সে সকল কবিতা ছন্দে নিবদ্ধিত; সংস্কৃত ভাষায় অত্যল্প গদ্য গ্রন্থ পাওয়া যায়। হিন্দু ভূপালেরা স্বদেশীয় ভাষা উন্নতির জন্য যথা-সাধ্য আয়াস প্রকাশ করিতেন, যদ্দ্বারা পণ্ডিতেরা তদনুশীলনে সযত্নবান্ হইতেন্। তাঁহারা পণ্ডিতদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার দিতেন; তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ উৎসুক ছিলেন, যে কেহ নূতন কবিতা রচনা করিয়া শুনাইলে তিনি বিলক্ষণ পুরস্কৃত হইতেন। কিন্তু ভূপালেরা কোন কালে বিদ্যালয় স্থাপন করেন নাই, এতদ্দেশে কোন কালেই বর্ত্তমানের ন্যায় বিদ্যাগার ছিল না। টোলেতেই বিদ্যোপার্জ্জন হইত। ভূপতিরা টোলস্থাপকদিগকে অর্থ দিয়া উৎসাহিত করিতেন, যদ্দ্বারা সংস্কৃত ভাষা বিস্তীর্ণ বৃদ্ধি হইয়াছিল। আক্ষেপের বিষয় এই, যে ইহা আর ভবিষ্যতে বৃদ্ধি হইবে না। সংস্কৃত ভাষায় এরূপ কবি জন্মিয়াছিলেন, যে তাঁহাদিগের সদৃশী পাওয়া দুষ্কর, সসাহসে বলিতে পারি, কবিতা কোন প্রদেশে এত উন্নত হয় নাই। সংস্কৃত ভাষায় প্রায় যাবৎ গ্রন্থই কবিতা ছন্দে নিবদ্ধিত। কবিতা পুরা-কালেই উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে, তৎকালে কবিরা মনোহর লিখিতে পারেন,

অন্য সময়ে তদ্রূপ হওয়া অতি কঠিন। গ্রীশ, রোমদেশীয় কবিদিগকে নিরীক্ষণ কর, জানিতে পারিবে পূর্ব্বকালে কবিতার কিরূপ প্রাদুর্ভাব ছিল। কবিতার জন্মদাতা হোমরের প্রতি একবার নয়ন নিক্ষেপ কর জানিতে পারিবে পৃথিবীর অসভ্য অবস্থায় কীদৃশী আশ্চর্য্যরূপে তিনি ইলিয়েড অডিসি রচনা করিয়াছেন। সভ্যাবস্থায় মনুষ্যেরা অন্যান্য শাস্ত্র শাখা বিস্তীর্ণ করিতে পারেন, শারীরিক রক্তের চলাচলের বিষয় ব্যবস্থা করিতে পারেন, তড়িৎ সংযোটিত বার্ত্তাবহ যন্ত্র দ্বারা মনুষ্যের সমূহ উপকার উদ্ভব করণে শক্ত হন। কিন্তু কবিতার শাখা বর্দ্ধমান করা, নূতন কবিতা সৃষ্টিকরা অতীব দুষ্কর। সভ্যাবস্থার অপেক্ষা অসভ্যাবস্থায় কবিতা সুরচিত হইতে পারে এতদ্বিষয়ে মহাত্মা মেকলি মিল্‌টনের জীবন-চরিতে চমৎকার বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার মতে কেবল এক কবি সভ্যাবস্থায় সুচারুরূপে রচনা করিয়াছেন। তিনি কে? জন্ মিল্‌টন। মেকলি লেখেন, উৎকৃষ্ট বিদ্যোপার্জ্জন দ্বারা সু কবি হওয়া যাইতে পারে না, বরঞ্চ তাহা প্রতিবন্ধক *। কিন্তু মিল্‌টন অসীম বিদ্যাবন্ত হইয়া, সভ্য দেশে জন্মিয়া, কি চমৎকার লিখিয়াছেন। এ অতি আশ্চর্য্য এবং ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসার যোগ্য। তাঁহার অসাধারণ কবিতাশক্তি ও মেধা ছিল। ঐ অবস্থায় আর এক কবি জন্মিয়াছিলেন যৎ সদৃশী কালিদাস ভিন্ন দেখা যায় না। সেক্সপিয়র ইংলণ্ডের প্রধান সভ্য কালে, প্রধান সৌভাগ্য কালে উৎপন্ন হইয়া নাটক রচনা করেন। সভ্যাবস্থা যেমত তদীয় প্রতিবন্ধক ছিল, তেমন তিনি তাদৃশী বিদ্যা সম্পন্ন না হইবাতে সে প্রতিবন্ধক আর প্রতিবন্ধক হইল না। সভ্য কালে ইংলণ্ডে বা অন্য প্রদেশে কি বিখ্যাত ও উত্তম কবি উৎপন্ন হন নাই? হইয়াছিলেন এবং কেহ কেহ বিদ্যায় মিল্‌টনের অপেক্ষা প্রধান ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা মিল্‌টনের ন্যায় কবি ছিলেন না, অদ্যাপিও হইতে পারেন নাই। সে যাহা হউক, যদিও সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ কবিতা ছন্দে নিবদ্ধিত, তথাপি সে সকলকে শুদ্ধ 'কাব্য' বলা যায় না। গ্রন্থ বিশেষ দর্শন শাস্ত্র, পদার্থ বিদ্যা, ধর্ম্ম শাস্ত্র ও ইতিহাস মধ্যে পরিগণিত। পৃথিবী, নক্ষত্র, গ্রহাদি, তথা মানব প্রকৃতি সংক্রান্ত আবিষ্কার, নব শাখা প্রশাখা বিস্তার, সংস্কৃতজ্ঞেরা বিস্তার করণে ত্রুটি করেন নাই। যে আবিষ্কৃত পদার্থসকল পিথেগোরাস্ এবং কন্‌ফিউসিয়স্ উদ্ধৃত করিয়া লজ্জিত হয়েন নাই।

* "Horace says, The poet is born a poet, and cannot be made so by the ingenuity of art: and this seems to be true."—Godwin's 'Thought on Man.'

নীতি, কাব্য, অলঙ্কার, ন্যায়দর্শন, জ্যোতিষ, ইত্যাদি শাস্ত্র, মহা প্রশংসোপযোগ্য এবং নিতান্ত অগ্রাহ্য নহে। এ সমস্তে নানাবিধ অন্যায় ও অলিক বর্ণনা আছে এবং সে সমস্ত সংশোধিত ও নিরাকৃত হইত যদ্যপি হিন্দুরা দেশ ভ্রমণ করিতেন—বিজাতীয় ভাষা অধ্যয়ন করিতেন; করিলে নব, নব, পদার্থ প্রকাশ, তদ্দ্বারা দর্শনাদি শাস্ত্রের বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইতেন। দেশ ভ্রমণাভাবে তাঁহারা ভূগোল শাস্ত্র সম্বন্ধীয় তাবৎ বিষয় অজ্ঞাত হইবাতে ইতিহাস* বৃদ্ধি করণে অপারগ হইয়াছিলেন। ভূগোল ও ইতিহাস শাস্ত্র বিষয়ে সংস্কৃতজ্ঞেরা তিমির-কূপে পতিত হইয়াছিলেন এবং এতদুভয় বর্দ্ধমান করিতে পারেন নাই। এই দুই প্রধান শাস্ত্র সম্বন্ধীয় দুই এক যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যায় নতুবা অন্য সমস্ত অলিক ও তিমিরাকীর্ণ। যথা; পৃথিবী সর্প মস্তকে অবস্থান করিতেছে, ইহা সুমেরু পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত। দেব, দৈত্যে, যুদ্ধ; রাবণ, কুম্ভকর্ণের অসম্ভব শৌর্য্য প্রকাশ, কুম্ভ কর্ণের শরীর আশ্চর্য্যরূপে বর্ণন ইত্যাদি। মহাভারতাদি গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাইবে, যে কেহ কেহ হরকিউলিজের অপেক্ষা শক্তিমান ছিল, কেহবা সুয়িপ্তের লিলিপট দেশীয় লোকদিগের অপেক্ষা ক্ষুদ্র, অথবা হরকিউলিজ বা এট্লাস পর্ব্বতের অপেক্ষা দীর্ঘাকার ছিল; কাহাকে সক্রেটিসের অপেক্ষা সহিষ্ণু দেখিবে; কোন পশু পক্ষীকে হোইম্‌য়ম ঘোটকের অপেক্ষা জ্ঞান-সম্পন্ন দেখিতে পাইবে: কোন রাজা মারকস্ আরেলিয়স্ বা এলফ্রেডাপেক্ষা প্রজাবৎসল, ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী, ছিলেন এবং কাহাকে বা নিরো, বা জনের অপেক্ষা অত্যাচারী দেখা যায়; কেহ বা ইউলিশিস, বা সাইননের অপেক্ষা চতুর ছিল। হিন্দুদিগের ইতিহাস এতাদৃশী অলৌকিক। পরন্তু বর্ত্তমানে এ প্রকার অমূলক কল্পনা অনেক হ্রাস হইয়াছে, কিন্তু তাহা কেবল কলিকাতার মধ্যে; নতুবা অন্য স্থানে ইহা অদ্যাপিও বর্দ্ধিষ্ণু আছে। হিন্দুরা, যদি এখনও দেশ ভ্রমণ করিয়া, বিজাতীয় শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিয়া

* কাশ্মীরের ইতিহাস ব্যতীত হিন্দুদিগের প্রকৃত ইতিহাস নাই;—

"যে কাশ্মীরী ব্যতীত কোন হিন্দু জাতি আমাদিগের নিকটে তাহাদিগের প্রাচীন ভাষায় নিয়মিত ইতিহাস রাখিয়া যায় নাই, আমরা যাবৎ দুঃখিত হইব।" —Sir William Jones.

"The history of Cashmir has been brought down by a succession of Hindoo authors, from the remotest ages to the reign of Akbar, and an account of Akbar's reign is the work of a Hindoo."—Horace Wilson's comment, on the 2nd. vo. of Mill's India.

সংস্কৃত ভাষার আলোচনা করেন এবং তাহাতে যে সকল অলিক পদার্থ বর্ণিত আছে তাহা ইতিহাস, ভূগোল, ন্যায়দর্শন, শাস্ত্রাদি হইতে নিরাকরণ করিয়া অমূলক গল্প মধ্যে পরিগণন পুরঃসর দর্শনাদি শাস্ত্র বৃদ্ধি করিতে চেষ্টিত হন, তাহা হইলে যথেষ্ট প্রকৃত তত্ত্ব পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সে কাল হইবে এমত অনুমান হয় না, এবং নির্দ্দৃষ্ট হইয়াছে যে সংস্কৃত ভাষা আর বৃদ্ধি হইবে না। যদিও হিন্দুরা ইতিহাস ও ভূগোলে অনভিজ্ঞ, তথাপি তাঁহারা জ্যোতিষাদি শাস্ত্রে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। ইউরোপীয়েরা ইহাঁদিগের জ্যোতিষ অবজ্ঞা করিতেন, পরে জেনুটিল নামা বিখ্যাত জ্যোতিষবেত্তা ভ্রমণ দ্বারা হিন্দুস্থানে আসিয়া হিন্দুদিগের জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্যক্ প্রকারে অবগত হইয়া সাতিশয় চমৎকার মানিলেন। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহাদির অবস্থানের স্থান হিন্দুরা নিরূপণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ চন্দ্র, সূর্য্যাদির গ্রহণ নিরূপণ আমাদিগের আশ্চর্য্য বোধ হয়, এতদ্বিষয়ে তাঁহাদিগের অলৌকিক বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পাইয়াছে। বিশেষতঃ তাঁহারা জ্যোতিষ যন্ত্রাভাবেও কিরূপ জ্যোতিষ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। হিন্দু জ্যোতিষবেত্তারা সাম্বৎসর ৩৬৫ দিনে বিভাগ করিয়াছেন এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে, ভারতবর্ষে জ্যোতিষ শাস্ত্র বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। রোম, গ্রীশ্ ও মিশর দেশীয়েরা যুগান্তে সাম্বৎসর ৩৬৫ দিনে বিভাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দুরা যে কত কাল পূর্ব্বে নিরূপণ করেন তাহা নিশ্চয় নাই, অতএব তাঁহাদিগের জ্যোতিষ অতি পুরাতণ বলিতে হইবে। দ্বাদশ রাশি হিন্দুরা অনেক পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। ধূমকেতু বিষয়ক এবং নবগ্রহ ও ১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত অঙ্ক, হিন্দুদিগের কর্ত্তৃক নিশ্চিত হইয়াছে। প্রত্যুত তাঁহারা আকর্ষণ শক্তি (যাহা প্রকাশে সার আইজক্ নিউটন্, বিখ্যাত হয়েন) আবিষ্কৃত করেন, তদ্বিষয়ে অনেক প্রমাণ আছে। সার উইলিয়ম জোন্স এসিয়াটিক রিসর্চেসে এইরূপ লিখিয়াছেন ;—

"যে বিশ্বজ্ঞান শাস্ত্রজ্ঞের গ্রন্থ, পৃথ্বীর শৃংখলা, আকর্ষণ শক্তির উপর স্থাপন করে এবং সূর্য্যকে মধ্য স্থলে রাখে তাঁহার নাম যবনাচার্য্য, তিনি যোনিয়া (Ionia) দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন আমরা অবগত হই।"

কিন্তু * দুর্ভাগ্য বশতঃ সর্ব্ব শাস্ত্রাপেক্ষা জ্যোতিষ শাস্ত্র লোপ পাইতেছে অত্যল্প লোক ইহার চর্চ্চা করেন।

* পুস্তকের শেষে টীকা খ দর্শন কর।

কাব্যেতে হিন্দুরা অদ্বিতীয় ছিলেন, ব্যাস বাল্মীকী, জয়দেব, ভবভূতি, কালিদাস প্রভৃতি দ্বারা ভারতবর্ষ জাজ্বল্যমান হইয়াছে। মহাভারত, রামায়ণ, গীতগোবিন্দ, উত্তর রাম চরিত্র, শকুন্তলা ইত্যাদি কাব্য সকল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুরা ন্যায়দর্শন শাস্ত্রে নিতান্ত অপণ্ডিত নহেন এবং গৌতমের পাণ্ডিত্ব এতদ্বিষয়ে যথেষ্ট প্রকাশমান হইয়াছে। গৌতমের মতে মনুষ্যের দুইটী আত্মা আছে, তন্মধ্যে একটী অতি শুদ্ধ ও পুণ্যময়, তাহা অবিনাশি এবং কোনমতে বিভাগ ও নিগ্রহ করা যাইতে পারে না। অপর আত্মা অতি কদাচারী ইহা আমাদিগকে ষড়রিপুর বশবর্ত্তী করিয়া নানা কুকার্য্যে নিরত করে এবং ইহাই ঈশ্বর নিকটে শাস্তি পায়। এ নিতান্ত অগ্রাহ্য নহে, কারণ পরমাত্মা, (যাঁহার দ্বারা আমরা জীবন-বায়ু প্রক্ষেপ করি) পরমেশ্বরের অংশ বলিলেও বলা যায় এবং তাহা পরমেশ্বরের অংশ বলিয়া কদাচ নিপীড়িত হইতে পারে না, প্রত্যুত সুকর্ম্ম ব্যতীত মনকে নিকৃষ্ট কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে পারে না। অন্য বিনাশি আত্মা অবশ্য দণ্ড প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আত্মার বিষয় সম্পূর্ণরূপে মিমাংসা করা অতীব কঠিনকর। পিথেগোরাস সক্রেটিস ও অন্যান্য ইউরোপীয়, তথা গৌতম প্রভৃতি অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতেরা এতদ্বিষয়ে নানা প্রকার মত প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু কোনটী যথার্থ, কোনটী বা অযথার্থ ইহা স্থিরিকরণ করা দুরূহ। ফলতঃ আত্মা যে অমর এ সর্ব্ব-সিদ্ধান্ত, ইহাতে কোন আপত্তি নাই।

হিন্দুরা পদার্থ বিদ্যার প্রতি তাদৃশী মনোযোগ করেন নাই, তাঁহারা মানব প্রকৃতির বিষয় তাদৃশী জ্ঞাত ছিলেন না। কিন্তু তাঁহারা অঙ্ক ও বীজগণিত শাস্ত্র * বিস্তার করিয়াছিলেন। এই শাস্ত্রদ্বয় অতিশয় সূক্ষ্ম, ইহার সঙ্কেতসকল অতি সুন্দর। কথিত আছে, যে ঋতুপুর্ণ রাজা দময়ন্তীর পাণিগ্রহণাকাঙ্ক্ষায় যাত্রা কালীন পথি মধ্যে বৃক্ষের সমস্ত পত্র গণনা দ্বারা নিরূপণ করিয়াছিলেন। উদয়াচার্য্য ও তৎ কন্যা লীলাবতী এই শাস্ত্র দ্বয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। জ্যোতিষে খনা যেরূপ পণ্ডিত লীলাবতী অঙ্ক ও বীজগণিত মধ্যে তাদৃশী পণ্ডিত ছিলেন।

পণ্ডিতেরা নীতিশাস্ত্রে সাতিশয় বুদ্ধি কৌশল প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন। নীতি সকল অদ্বিতীয় স্বরূপে বর্ত্তমান আছে। নীতিশতক প্রভৃতি শতক সমস্ত ও পঞ্চরত্নম প্রভৃতি রত্নসকল, তথা বানর্যাষ্টকম্ ও বার্নরাষ্টকম্ ইত্যাদি নীতিশাস্ত্র প্রধান মধ্যে গণ্য। অপিচ তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদক বেদ উপনিষদাদি এবং যোগবাশিষ্ট হইয়াছে।

* আর্য্যাচার্য্য ও শঙ্করাচার্য্য ইহাতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

হিন্দুরা শিল্প বিদ্যায় তাদৃশী নিপুণ নহেন। যদিও চিত্র বিদ্যায় তাঁহারা পরদর্শি ছিলেন, তথাপি চিত্র-পঠে মানব প্রকৃতি স্বরূপ বর্ণন করিতে পারিতেন না, স্বরূপ বর্ণন বিনিময়ে তাঁহারা রঙ্গের দ্বারা চিত্র-পঠ শোভিত করিতেন। ইমারত নির্ম্মাণ বিষয়ে যদিও তাঁহারা অপটু ছিলেন না, তথাপি তাঁহাদিগের ইমারত বিজাতীয়দিগের সহিত ঐক্য করিতে গেলে অতি সামান্য বোধ হইবে। ইমারতের পরিমাণ নিয়মিত ছিল না এবং আকৃতিও সুন্দর নহে। কিন্তু তাঁহারা রোপ্য মণ্ডিত বস্ত্রাদি, ও শাল, বনাত, মকমল, প্রভৃতি অতি সুন্দররূপে প্রস্তুত করিতে পারিতেন। রেশমী বস্ত্র ভারতবর্ষে আদৌ সৃজন হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

হিন্দুদিগের ঐশ্বর্য্য—অর্থাভাবে কৃষকদিগের লক্ষণ—জমিদারের দৌরাত্ম—কৃষী কর্ম্ম—অস্ত্রাদি অভাবে কৃষকেরা নানা শস্য উৎপাদন করে—সাময়িক বার্ত্তা—'হিন্দুস্থান' শব্দ উৎপত্তির বিষয়—ইহার চতুঃসীমা নিরূপণ—ঋক, যজু, সাম অথর্ব্ব বেদ—হিন্দু জাতি এবং বেদের প্রাচীনতা চিহ্ন, ভূপাল—ভূপালদিগের রাজ্য শাসনের ব্যবস্থা—বিপ্রের মান বৃদ্ধি।

অস্মদ্দেশীয়েরা পূর্ব্ব কালে শস্ত্র বিদ্যায় দক্ষ ছিলেন সন্দেহ নাই। রণ পণ্ডিত ও রণে বিখ্যাত হওয়া রাজাদিগের এক শ্রেষ্ঠ প্রযত্ন ছিল, তাঁহারা যোদ্ধাদিগকে বিধিমতে উৎসাহী করিতেন এবং পুত্রগণকে বাল্যাবস্থায় রণ ক্ষেত্রে শিক্ষা দান দিতেন। শস্ত্র বিদ্যা উপার্জ্জন, সৈন্যদিগের প্রধান সাধনীয় কর্ম্ম ছিল, তাহারা রণেতেই জীবন নাশ করিত। তৎকালে ঢাল্ তরবারি, গদা, ধনুর্ব্বাণ যুদ্ধাস্ত্র ছিল এবং অগ্নি অস্ত্র, নাগপাশাদি প্রধান অস্ত্র বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু পশ্চাদুক্ত অস্ত্রসকল যথার্থ কি না আমরা সন্দেহ করি। অগ্নি অস্ত্র যদি বিশ্বাসীয় হয় তবে বোধ হয় হিন্দুরা বারুদ প্রস্তুত করণের প্রকরণ জানিতেন এবং বারুদের উৎপত্তি হিন্দুস্থান হইতে হইয়াছিল। কিন্তু নাগপাশ কি প্রকারে বিশ্বাস-যোগ্য হইতে পারে? সৈন্যেরা ইংরাজাদির ন্যায় ব্যূহ রচনা করিতে সক্ষম হইত এবং যুদ্ধ কালীন অশ্বারূঢ় সৈন্য ও রথী নিযুক্ত হইত। মরণাপেক্ষা পরাজয়ের আশঙ্কা অধিক হইবাতে তাহারা প্রাণ সমর্পণে যুদ্ধ করিত। যখন যুদ্ধ না হইত—রাজ্য কুশলে থাকিত—তখন রাজারা

সৈন্য-দল সমভিব্যাহারে মৃগয়া করিতে বন পয়ান করিতেন, তাহাতে যোদ্ধারা আলস্যাশক্ত হইতে পারিত না। মৃগয়া রাজকুমারদিগের মহৎ কর্ম্ম, এরূপ প্রথা সিদ্ধান্ত থাকিবাতে রাজকুমারেরা যৌবন কাল অবধি অরণ্যে অরণ্যে পরিভ্রমণ করিতেন।

পৃথিবীর অতি শেষ ভাগে আমিরিকার শেষ ভাগস্থ ব্যক্তিদিগকে জিজ্ঞাসা কর হিন্দুরা কি নিমিত্ত অধিক বিখ্যাত, তাহার এই উত্তর হইবে, ধনের জন্য। কোন জাতি কোন কালে হিন্দুদিগের ন্যায় ধনশালী ছিল না, অদ্যাবধি তাহা লোক মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে। হিন্দুস্থানে হীরকাদি বহু মূল্য পদার্থের বহু আকর আছে, যদ্দ্বারা হিন্দু জাতি ধনসম্পন্ন হইয়াছেন। পরন্তু বিবেচনা করিতে গেলে সে ধনের অত্যল্প লোক অধিকারী হইয়াছেন; পরিশ্রমী ব্যক্তিরা অসম্ভব দৈন্য, তাহারা ধনীর আহার দ্রব্যাদি উৎপাদন করে অথাপি স্বয়ং অন্নাভাবী। তাহাদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া অশ্রুনয়ন হইতে হয়, সচরাচর দৃষ্ট হয়, কৃষকেরা অন্নাভাব, বস্ত্রাভাবে, হাহা, হুহু কাতরোক্তি করিতেছে, তাহাদিগের রবে দিক্‌সকল শব্দায়মান হইতেছে, অশ্রুনীরে প্লাবিতভূধরা হইতেছে, সামান্য হর্ম্ম্য হীণ হইয়া দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের দুর্দ্দন্ত রৌদ্রে জর্জ্জরিত হইতেছে এবং ঘোরতর শীলা বৃষ্টি সহ্য করিতেছে। তাহাতেও ক্ষণকাল বিশ্রাম না পাইয়া দোর্দ্দণ্ড মহা রাক্ষস জমিদারের দ্বারা নিপীড়িত হইতেছে। এই জমিদারেরা সাক্ষাৎ কাল স্বরূপ, ইহাদিগের হস্তে রাশী রাশী প্রাণীনিকর যাবজ্জীবনের মত পতিত হয়, ইহারা ধনাকরে বসিয়া সন্তুষ্ট নয় এবং প্রজাপুঞ্জের যথা সর্ব্বস্ব, প্রাণ পর্য্যন্ত বল পূর্ব্বক কাড়িয়া লয়। ইহাদিগের অত্যাচারে প্রজাদিগের তিষ্ঠন ভার হইয়াছে, তাহারা অহর্নিশি প্রাণ হস্তে করিয়া বসিয়া আছে, কখন কি হয়, কখন কি লয়, ভাবিয়া নিদর্শন পায় না। যে কখন দুঃখ পায় নাই সে দুঃখের মর্ম্ম কি জানিবে, অতএব ভূম্যধিকারীরা দুঃখ-আখ্যাইকা জানে না বলিয়া না এরূপ ভয়াবহ ব্যবহার করে। কিন্তু সেই দুঃখ সহ্য করিলে অনুভব করিবে দুঃখ কিরূপ। তদ্রূপ হইবার বর্ত্তমানে কোন আশয় নাই—এ জগতে নাই; কিন্তু পরকালে আছে। হীনরাশী বলিয়া, হীনবলী জানিয়া, রাজাও দুঃখির প্রতি মনোযোগ করেন না এবং ভূম্যধিকারীদিগের কতকগুলি বাহ্যিক কর্ম্ম দেখিয়া তাহাদিগকে প্রাজবৎসল জ্ঞান করেন। ভূম্যধিকারীরা বিদ্যালয় বা চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া রাজপুরুষদিগের মনোরঞ্জন করে। হায়! হায়! এই দুরাচারীরা কিনিমিত্ত এমতপদ পাইয়াছে! হায়! রাজপুরুষেরা ইহাদিগের দমনের কি উপায় পান্ না?

হিন্দুরা কৃষীকর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি করিয়া ছিলেন। ইহা জনগণ মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে, যে ভারত ভূমি সর্ব্ব দেশ অপেক্ষা উর্ব্বরা, সাময়িক বাত্যা দ্বারা (monsoon ইংরাজিতে) এবং ভাগীরথীর বন্যা দ্বারা উদ্ভিদ মহীরুহসমূহ সহসা বৃদ্ধিশীল হয়। ক্ষেত্র সহসা হরীৎ শস্যশ্রেণীতে সুশোভান্বিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে নাইল্ নদী যেমত মিশর দেশ শস্য-পূর্ণ করিত, ভাগীরথী আমাদিগের দেশ তদ্রূপ শস্য-পূর্ণ করে। ধান, গম, যব, ইত্যাদি শস্যের অভাব নাই. বর্ত্তমানে এমত যে আকাল হইয়াছে তথাপি মনুষ্যেরা অন্নাভাবী নহে কেবল পূর্ব্বাপেক্ষা বর্ত্তমানে অধিক অর্থ ব্যয় হইতেছে। পরন্তু এই আকাল যদি ইউরোপ বা আসিয়ার কোন দেশে হইত তাহা হইলে বোধ করি অর্দ্ধাংশ লোক পঞ্চত্ব পাইত। একে জমিদারের অত্যাচার, তাহাতে কৃষকেরা যেরূপ পরিশ্রমে শস্যোৎপাদন করে তাহা বিবেচনায় আশ্চর্য্য জ্ঞান করি এবং তাহাদিগকে অনির্ব্বচনীয় প্রশংসাবাদ করিতে বাধ্য হই। তাহারা ইংলণ্ডীয় কৃষকদিগের ন্যায় অস্ত্র পাইলে এবং তাহাদিগকে কেহ উৎসাহ করিলে তাহারা কি না করিত।

ভারতবর্ষ সাময়িক বাত্যা জন্য যাবৎ প্রদেশ অপেক্ষা উর্ব্বরা হইয়াছে। ইংরাজিতে ইহাকে মনসুন্ (Monsoon) কহা যায়। এই বাত্যা সম্পূর্ণ বর্ষ পরিমাণে বহমান হয়, ছয় মাস দক্ষিণ-পশ্চিম বা উত্তর-পূর্ব্ব হইতে বহে, অপর ছয় মাস উত্তর-পূর্ব্ব বা দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে বহিতে থাকে। এতদ্দ্বারা নভোমণ্ডল মেঘাকীর্ণ করিয়া দিবাকরের কর আচ্ছন্ন করে। শীলা-বৃষ্টি হইতে থাকে, প্রচণ্ড কুলিশ মহা নিনাদ করতঃ বৃক্ষাদি বিধ্বংসনে ধাবমান হয়, দুরন্ত পবন প্রবল বেগে বহমান হয়। ব্যক্তিরা ইহাতে জীবনাশায় প্রায় হতাশ হইয়া থাকে, বজ্রের দুঃসহ ঘোর শব্দে তাহাদিগের হৃদ্‌কম্প হয়, তদ্দ্বারা নিশ্বাস বায়ু অতি কষ্টে বহিতে থাকে। ক্ষণপ্রভা, ক্ষণ প্রভা বিস্তীর্ণ করিয়া সহসা তাহাদিগের নেত্র যুগল অস্থির করে। কিন্তু এই সকল উপদ্রব ক্ষণ স্থায়ী, এবং ক্ষণ বিলম্বে বারিধারা তাহাদিগের অনুবর্ত্তী হয়; ভূমি জলময় করিয়া কৃষাণদিগের পর্ণশালা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভাসমান করে। কিয়দ্দিবস অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইলে পর আকাশ মেঘশূন্য হইয়া বিমল হয় এবং ভানু তন্মধ্য হইতে সহস্র রশ্মি বিস্তীর্ণ করে। অতঃপর ক্ষেত্র হরিৎ বর্ণ শস্যে পরিপূর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিক আলোকময় করে, ক্ষেত্রপালদিগকে পুলকে পূর্ণিত করে, মৃদু শীতল সমীরণ কলেবর স্নিগ্ধ করে। শস্যশ্রেণী অত্যাশ্চর্য্যরূপে বর্দ্ধিত হইয়া ফল ভারে ক্লান্ত প্রযুক্ত ধরায় বিলুণ্ঠিত হয়। তাহাতে কৃষকেরা

শ্রম-সফল লাভ করে। পূর্ব্বোক্ত সাময়িক বাত্যা আদৌ আষাঢ় মাসে আরম্ভ হইয়া ভাদ্রের শেষে শেষ হয়। অপর সাময়িক বাত্যা কার্ত্তিক মাসে উপস্থিত হইয়া পৌষ মাসে অন্তর্ধান হইয়া থাকে; কখন কখন পৌষ মাসে আরম্ভ হইয়া ফাল্গুণ মাসে নিবৃত্তি পায়।

ভারতবর্ষে যাবৎ দেশাপেক্ষা বহুল শস্য সমুৎপন্ন হইবাতে এবং ভারতবর্ষীয়েরা বহুল যত্ন সহকারে তুলা, রেশম, ও পশম, নির্ম্মিত নানা সুদৃশ্য বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিবাতে নানা দিগ্‌দেশস্থ বণিকেরা ঐ সকলের প্রয়াসী হইয়া বাণিজ্যচ্ছলে এতদ্দেশে আগমন করে। পূর্ব্বকালে আরবেরা এতদ্দেশে বাণিজ্যার্থ আসিত এবং যথেষ্ট উপার্জ্জন করিত। মিশর দেশীয়েরা পশ্চাতে আগত হইল এবং বাণিজ্য দ্বারা ভূরি ধন সঞ্চয় করিল। পরে তাহাদিগের দেশ-বিজয়ী রোমীয়েরা তাহাদিগের পশ্চাৎবর্ত্তী হয়। কিন্তু রোমীয়েরা সহসা বাণিজ্যার্থে আগত হয় নাই, পূর্ব্বে তাহাদিগের ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য মিশর হইতে সমাধা হইত। বণিকেরা তথায় বাণিজ্য দ্রব্যাদি উপস্থিত করিত, এবং অবশেষে তাহা রোম রাজ্যে আনীত হইত। রোমীয়েরা তৎপরে স্বয়ং ব্যবসা করিতে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু তাহারা দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে অসমর্থ হইয়াছিল এবং পর্ত্তুগীয়েরা তাহাদিগের অনুগমন করিল। তাহারা বাণিজ্য দ্বারা বহু ধনাধিকারী হইয়া ক্রমে ক্রমে বাণিজ্য দূরে থাকুক্ ভারত রাজ্য আক্রমণ করিয়া স্থানে স্থানে রাজপাট স্থাপন করিল। তদনন্তর দিনামার, ওলোন্দাজ, ফরাসীস ও ইংরাজেরা বাণিজ্যার্থ এতদ্দেশে আসিয়া ইহা জয় করে এবং স্বজাতির রাজপাট স্থাপনে প্রবৃত্ত হয়, যদ্বিবরণ আমরা পশ্চাৎ বলিব। ভারতবর্ষ বীরদিগের জন্মদাতা, ধনের আকর, শস্যের মহা ক্ষেত্র, বাণিজ্যের মহা আগার। ভারতবর্ষ কবিদিগের উৎপত্তির স্থান, কবিতার জন্ম ভূমি, জ্যোতিষবেত্তা আর্য্যাচার্য, এবং দর্শন শাস্ত্রবেত্তা গৌতমের বাস স্থান—ভারতবর্ষ সকলের স্পৃহজনক, সকলেই ভারতবর্ষ দেখিতে, ভারতবর্ষ লুটিতে, ভারতের অধিপতি হইতে, আকাঙ্খা করেন। গ্রীশীয় আলেকজান্দ্র, ফরাসীস নেপোলিয়ন এবং রুষীয় নিকোলাষ, ভারত লইতে অভিলাষ করিতেন। যদিও বিজাতীয়েরা ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিতেন, তথাপি ভারতবর্ষীয়েরা বাণিজ্যার্থ অন্য প্রদেশে গমন করেন নাই, তাহাঁরা মিশর প্রভৃতি স্থানে কচিৎ গমন করিতেন। ইতিহাসবেত্তারা কহেন, যে বৈশ্যেরা মিশর দেশে দৈর্ঘরূপে ব্যবসায়

করিত। ইহা যেরূপ হউক, ফলে বৈশ্যদিগের বাণিজ্যে উপজীবিকা ছিল: মন্বাদি তাহা কহিয়াছেন।

হিন্দুরা নাবিক বিদ্যায় অতি অপটু, ভারতবর্ষে কোন কালে, ভারতবর্ষের কোন নরপতি, এই বিদ্যা উন্নতি করিতে যত্ন প্রকাশ করেন নাই, ভারতবর্ষে কোন কালে বিখ্যাত নাবিক জন্মায় নাই। অর্ণবপোত কি প্রকারে প্রস্তুত করিতে হয় অদ্যাবধি হিন্দুরা জানেন না। পূর্ব্বকালে নৌকা অবলম্বনে হিন্দুরা সামুদ্রিক গমনাগমন সমাধা করিতেন; কিন্তু ভারতীয় সমুদ্র ব্যতীত তাঁহারা অপর কোন সমুদ্রে গমন করিতেন না, করিবারও কোন প্রয়োজন ছিল না। তথাপি তাঁহারা বাণিজ্যার্থ আফ্রিকার অনেক স্থলে গমন করিতেন। আরব দেশে ও পারস্য অখাতে জলপথ দিয়া গমনাগমনের প্রথা ছিল। হেন্‌রি, জন্, এমানুএল, প্রভৃতি পর্ত্তুগীয় স্থপতিদিগের সময়ে ভারতবর্ষের দক্ষিণস্থ কালিকাট প্রদেশে বিলক্ষণ বাণিজ্য হইত, তথায় নানা দেশের বণিকেরা জাহাজারোহণে বাণিজ্যাকাঙ্খায় আগত হইত। তৎকালের জাহাজসকল অতি সামান্য ছিল, বর্ত্তমানের জাহাজের ন্যায় সুগঠন, সুদৃশ্য, বা বৃহৎ ছিল না। আলেকজান্দ্রের সময়ে সিন্ধুনদের কূলে জাহাজীয় আড্ডা ছিল তদ্দ্বারা নাবিক বিদ্যা উন্নতি হইবার সূত্র হয়।

ইংলণ্ডীয় গ্রন্থকর্ত্তারা কহেন, যে সংস্কৃত ভাষায় 'হিন্দু' শব্দ নাই, এতৎ শব্দ পারস্য ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'হিন্দুস্থান' এই নামটা 'হেন্দ' ও 'স্তান' এই পারস্য শব্দদ্বয় হইতে উৎপন্ন হয়। 'হেন্দ' শব্দের অর্থ হিন্দু; 'স্তান শব্দের অর্থ স্থান। অর্থাৎ ইহা হিন্দুদিগের বসতি স্থান। ইহা আমাদিগের অসত্য বোধ হয়! যদিও হিন্দু শব্দ সংস্কৃত ভাষায় না থাকিতে পারে, তথাপি 'স্থান' শব্দটী যে সংস্কৃত ভাষায় প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। ডাউ সাহেবের হিন্দুস্থানের ইতিহাসে প্রকাশ আছে, যে ভারতবর্ষস্থ এক শ্রেণীয় ভূপালবৃন্দ চন্দ্র বংশোদ্ভব ছিলেন, তাঁহারা ইন্দু অর্থাৎ চন্দ্র হইতে অবতীর্ণ হইবাতে তাঁহাদিগকে 'হিন্দু' বলিয়া উক্ত করা যায়। ইহাই সম্ভব যোগ্য; 'ইন্দু—স্থান' হইতে হিন্দুস্থান উৎপন্ন হইয়া থাকিবেক পারসীয়েরা 'হেন্দ' 'স্তান' শব্দ বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত সংস্কৃত শব্দ দ্বয় হইতে উদ্ধৃত করিয়াছিল এবং পারস্য ভাষায় সঙ্কলিত হইবাতে উচ্চারণের ব্যতিক্রম হইয়াছে। কিন্তু এতদ্দেশ ভারতবর্ষ ব্যতীত হিন্দুস্থান নামে খ্যাত ছিল না, পরে পারসীয়েরা যখন ইহা পরাজয় করে তখন তাহারা

সংস্কৃতোদ্ভব 'হেন্দ' 'স্তান' হিন্দুস্থান* করিয়া এ দেশের নামকরণ করে।

'ভারতবর্ষ' এই নামটী হস্তীনাধিপতি দুষ্মন্ত পুত্র ভরত হইতে সমুদ্ভব হইয়াছে। ভরত এতদ্দেশাধিপতি ছিলেন।

এই ভারতবর্ষ বা হিন্দুস্থান উত্তর সীমা মহাপর্ব্বত হীমালয় দ্বারা বিভক্ত হইয়াছে, দক্ষিণ সীমা ভারতীয় মহাসাগর, পূর্ব্ব, বাঙ্গালার অখাত, এবং পশ্চিম সীমা আফগানীস্থান ও ভারতীয় মহাসাগর দ্বারা অংশীকৃত আছে। ইহা দীর্ঘে ৯০০ ক্রোশ প্রস্থে ৭৫০ ক্রোশ। হিন্দুস্থানের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত নিকটস্থ দেশে হিম ঋতুর অত্যাশ্চর্য্য প্রাদুর্ভব; ভূমি বরফ দ্বারা সদা আবৃত থাকে। স্থান বিশেষ এরূপ শীতল, যে তথায় মনুষ্যের গমন বিধি দুষ্কর; স্থান বিশেষ অত্যুৎকট শীত প্রভাবে, তথা কথিত বরফাকীর্ণ থাকাতে তথায় কোন আহারীয় দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয় না। তাহা সিংহ ব্যাঘ্রাদি ভীষণ বন্যপশু দ্বারা অধিকৃত। সর্প এক একটী ঈদৃশ বৃহৎ যে চলৎশক্তি রহিত হইবাতে মনুষ্যেরা নিঃশঙ্কার তৎ গাত্রোপরি গমনাগমন করে। ঐ সকল স্থল অসভ্য জাতি কর্ত্তৃক বাসিত হইয়াছে। দক্ষিণাংশ তাদৃশ নহে, এস্থলে সভ্য জাতিরা বাস করেন। ভারতীয় মহা সমুদ্র দেখিতে অতি বিচিত্র, ইহা পথিককে শংকাকৃষ্ট করে। এস্থানে নানা স্বাভাবিক খাদ্য দ্রব্য সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। বিশাল ক্ষেত্র শস্য-পূর্ণ থাকে। হিন্দুস্থানের পূর্ব্বাংশ বিশেষরূপে বিখ্যাত, যদ্বিবরণ বিস্তার বর্ণনের অপেক্ষা করে। পূর্ব্বই সর্ব্বোত্তম, পূর্ব্বই সর্ব্বাধম, পূর্ব্বই অপূর্ব্ব, পূর্ব্বই সর্ব্ব শোভান্বিত। ইউরোপীয়েরা পূর্ব্বের গুণাগুণ বিশেষ অবগত আছেন, তাঁহারা ইহাকে 'জাঁক জমকীয় পূর্ব্ব' বলিয়া জানেন। সে পূর্ব্ব কোন্ পূর্ব্ব? কোন্ পূর্ব্ব উক্ত প্রয়োগের প্রকৃত যোগ্য? ভারতবর্ষের পূর্ব্বই ঐ প্রয়োগোপযুক্ত। কারণ? এস্থানে সর্ব্বেব কদাচার সর্ব্বেব কু ব্যবহার প্রচলিত দৃষ্ট হয়, এস্থলে বিবিধ দোষান্বিত ও গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি পাওয়া যায়। কি দুঃখী, কি ধনী, কি বিদ্বান, কি অবিদ্বান, কি চৌর, কি সাধু, উত্তমাধম সকলেই এস্থলে বিদ্যমান। হিন্দুস্থানের পশ্চিম সীমা শারীরিক স্বাস্থ্যদায়ক বায়ু জন্য বিখ্যাত এবং সাহসী সচ্চরিত্র জনগণে পুরিত। এই অংশের কতক প্রদেশ অদ্যাবধি হিন্দু ভূপালসমূহের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে, কিন্তু ঐ ভূপালেরা স্বাধীন নহেন। †

* গ্রীকেরা এতদ্দেশকে 'ইন্দিয়া' বলিত, তাহা 'ইন্দু' হইতে উৎপন্ন হইতে পারে।

† গোয়া নেপাল, বুটান চন্দ্রনগর, পন্দিচরি, ইত্যাদি ব্যতীত সমস্ত হিন্দুস্থান ইংরাজদিগের অধীন হইয়াছে।

যাহা হউক, এক্ষণে হিন্দুজাতীয়ের প্রাককালীক রাজ্য শাসনের বিবরণ. হিন্দুস্থান কোন্ কোন্ জাতীয়ের দ্বারা কি প্রকারে পরাজিত বা অধিকৃত হইয়াছিল, ইহাব পূর্ব্বকালের সহিত বর্ত্তমান কালের তুলনা প্রয়োজন হইয়াছে। হিন্দুস্থান পূর্ব্বাকালে হিন্দু জাতির দ্বারা শাসিত হইত,. ইহারা অতি প্রাচীন জাতি, মিশর ও ফিনিশিয়া দেশীয়দিগের অপেক্ষা প্রাচীন। হিন্দুস্থানে সর্ব্বাদৌ সভ্যতা বিস্তীর্ণ হইয়াছিল, ঋক, জযু, অথর্ব্ব, সাম, এই চারি বেদ হোমরের * গ্রন্থ সমস্তের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল সন্দেহ মাত্র নাই।

এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যে হিন্দু জাতিরা তৎকালে অতি সভ্য ছিল, বিদ্যাও দৈর্ঘরূপে বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। হিন্দু শাস্ত্রে কথিত আছে, যে উক্ত বেদ চতুষ্টয় তাবৎ গ্রন্থের পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছিল, ইহা ব্রহ্মার মুখাগ্র হইতে বহিভূত হয়, পরে ব্যাস লেখনি নিবদ্ধ করিয়া ভূমণ্ডলে প্রকাশ করেন। পৃথিবী প্রলয় কালে জলমগ্ন হইলে বিষ্ণু ঐ বেদ চতুষ্টয় উদ্ধার করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রমাণ্য রহিয়াছে, ঋকাদি বেদ অতি প্রাচীন কালে প্রকটিত হইয়াছিল। হিন্দু জাতিরা যে বহু প্রাচীন তথা চতুর্ব্বেদ অতি প্রাচীন কালে লিখিত হইয়াছিল, এতদ্বিষয়ের এক দৃঢ় প্রমাণ রহিয়াছে। খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম পুস্তকে লেখে, এই পৃথিবী এক কালে জলমগ্ন হইয়াছিল তাহাতে প্রায় সমস্ত জীবনিকর হত হয়। ঐ সময়ে নোয়া নামে এক মহাত্মা ঈশ্বরাদেশানুসারে তদীয় স্ত্রী পুত্রাদি ও কতকগুলি জীবচয় লইয়া এক বৃহৎ জাহাজোপরি উঠিয়া উদ্ধার পাইয়াছিলেন। পরে পৃথিবী পুনঃ শুষ্ক হইলে তিনি জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রজানিকর বৃদ্ধি ও বৃক্ষাদি আরোপণ করিয়া মেদিনী ফলোশালিনী করিয়াছিলেন। এই ঘটনা ২৯ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল। অবিকল বর্ণন পুরাণে পাওয়া যায়। পৌরাণিকেরা লেখেন, এই অবনিমণ্ডল জল প্লাবিত হইলে মনু নামা এক মহোদয় বিষ্ণুর আদেশানুসারে এক বিস্তীর্ণ তরণী উপরি উঠিয়া কিয়ৎ জীব জন্তু সঙ্গে করিয়া তথা বেদ চতুষ্টয় লইয়া রক্ষিত হইয়াছিলেন। পরে জল শুষ্ক হইলে ঐ তরণী হইতে নামিয়া উক্ত জীবচয় সহকারে বসুমতি পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় শোভিতা ও বৃদ্ধিশীলা করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা বোধগম্য হইতেছে যে, বেদসমস্ত অতি পুরাতন, ইহা ৩০০১ খ্রীষ্টাব্দের অগ্রে প্রকটিত হইয়াছিল †। নোয়া এবং মনুর মহা বন্যা কালীন তাবৎ

* এক সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রীক্ কবি, ২০০ বৎসর গতাব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।
† শাস্ত্রানুযায়ী কলির প্রারম্ভে।

ঘটনা ঐকৈক্য, কিছু মাত্র প্রভেদ নাই; কেবল নাম মাত্র অনৈক্য। পরন্তু নোয়া এবং মনু এক ব্যক্তি ছিলেন কি না এতদ্বিষয় নির্ধারণ করিতে হইলে বিশাল তর্কের অপেক্ষা করে, ফলতঃ যৎকালে তাবৎ বিষয় এক কেবল নাম মাত্র ভিন্ন হইল, তখন বোধ হইতেছে মনু ও নোয়া একই ব্যক্তি হইতে পারেন। মহা বন্যা কালিক মনু ও নোয়া এতদুভয় মধ্যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা কি প্রকারে দুই ভিন্ন জাতির দ্বারা দুই ভিন্ন ভাষায় লিখিত হইয়াছে এ বিষয় মিমাংসা করা সুকঠিন। এক প্রধান মিমাংসা এই, যে হিন্দু জাতীয়েরা কোন কালে দেশ ভ্রমণ করেন নাই, অতএব কি প্রকারে নোয়ার ঘটনা জানিয়া তদ্বিষয় উদ্ধৃত করিয়া স্বদেশীয় ভাষায় প্রকটন করিবেন। অপর জাতিরা এতদ্দেশে আসিতে পারেন, আসিয়া বন্যাকালিক মনুর বৃত্তান্তসকল অবগত হইয়া আপন ভাষায় প্রচার করিতেও পারেন। হিন্দুদিগের তদ্রূপ হইবার কোন প্রমাণ নাই; তাঁহারা কোন দেশেই যান নাই, স্বদেশ ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য দেশ আছে কি না জানিতেন না। তাঁহারা ভারতবর্ষের সন্নিকট কয়েক দেশ জানিতেন যথা; সিংহল, [illegible]প্রদেশ, ইত্যাদি। সে যাহা হউক, হিন্দুস্থান পূর্ব্বকালে হিন্দু ভূপালদিগের কর্ত্তৃক শাসিত হইত। এই ভূপালেরা ক্ষত্রি ছিলেন, ইহাঁদিগের সাতিশয় পরাক্রম ও বিক্রম ছিল— রাজ্য অতি যত্ন সহকারে, ধর্ম্ম অবলম্বন পুরঃসর শাসন করিতেন। স্বধর্ম্মে ইহাঁদিগের সাতিশয় অনুরক্তি ছিল, কেহ শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তাহাকে গুরুতর শাস্তি দিতেন। যদিও উক্ত কর্ম্মাচরণ শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইয়াও অন্যায় নহে, তথাপি কর্ম্ম-কর্ত্তা পরিত্রাণ পাইত না। রাজ্য শাসনের কোন স্থাপিত আইন, আদালত, ছিল না। কলিকাতার বর্ত্তমান রাজকীয় ব্যবস্থাপক সভার ন্যায় তৎকালে কোন সভা ছিল না। রাজা বুদ্ধি-কৌশলে ও মন্ত্রীর পরামর্শানুসারে রাজ কর্ম্ম সমাধা করিতেন, দুষ্টকে শাস্তি দিতেন। তাহা অন্যায় হউক ন্যায়ই হউক, কেহ আপত্তি করিতে পারিত না। ইহাঁরা বিপ্রকে সাতিশয় মান্য করিতেন, বিপ্র কুকর্ম্ম করিলে তৎপ্রতি দণ্ড বিধান ছিল না। সে কর্ম্ম যেরূপ গর্হিত হউক, বিপ্র অনায়াসে তাহা হইতে ত্রাণ পাইত। কিন্তু ঐ কুকর্ম্মান্বিত বিপ্রের কেহ কোন অনিষ্ট করিলে বা তাহাকে কু কথা কহিলে সে বর্ণনাতীত দণ্ডার্হ হইত। ইহাতে স্পষ্ট প্রকাশিত হইতেছে দোষ করিলেই দণ্ডবিধান হইত না। ঋষি গ্রন্থকর্ত্তারা বিপ্র জাতির অসামান্য মান বাড়াইয়াছেন, তাঁহারা কহেন, যে ব্রাহ্মণ অপর বর্ণের দ্রব্যাদি ব্যবহার করিলে কোন

বাধা নাই এবং তাহাতে দোষোদ্ভব হইতে পারে না, তিনি অনায়াসে অপরের বস্ত্রাদি পরিধান, অন্নাদি ভোজন করিতে সক্ষম হয়েন, কারণ পরিদৃশ্যমান যাবৎ পদার্থ ব্রাহ্মণের, তিনি যাহা করিবেন তাহাই হইবে। অন্যান্য বর্ণ তদীয় অনুগ্রেহেতেই প্রতিপালিত হইয়া থাকে এবং যে সকল দ্রব্য তাহারা ব্যবহার করে তাহা প্রকৃত মতে তাহাদিগের নয়। মহাত্মা মনু ব্রাহ্মণ জাতির এবম্প্রকার মর্য্যাদা করিয়াছেন, যথা;—

"স্বমেব ব্রাহ্মণোভুঙ্ক্তে, স্বম্বস্তে স্বংদদাতিচ।
আনৃশংসাদ্ব্রাহ্মণস্য, ভুঞ্জতে হীতরে জনা"॥

ইহা এক্ষণে কি রূপ উপহাসজনক বোধ হয় এবং তৎকালে এতদ্দ্বারা রাজ্য কি রূপ বিশৃঙ্খলরূপে শাসন হইত বলা যায় না। পাপের কি বিশেষ আছে? উৎকৃষ্ট বর্ণ পাপ করিলে কি সে পাপী নয়, না দণ্ড যোগ্য হয় না? যাহারা লোককে উপদেশ দিবে, কুকর্ম্ম হইতে তাহাদিগকে নিবারণ করিবে, (কারণ ব্রাহ্মণেরা তৎকালে সমস্ত উপাধির যোগ্য, ইহাঁদিগকে যাহা বল সকলি ছিলেন; রাজাই বল, প্রজাই বল, প্রভুই বল) তাহারা পাপ করিলে কি দণ্ডনীয় নহে? অবশ্য, প্রত্যুত গুরুতর দণ্ডনীয় হয়। রাজাদিগের রাজ্য শাসনের এ প্রকার ব্যবস্থা ছিল। তাঁহারা যে কোন কালে ভারত ভূমি একাধিপত্য করিয়া ছিলেন এমত কোন দৃঢ় প্রমাণ নাই। ভারতবর্ষ পূর্ব্বকালে অসংখ্য নৃপচয় দ্বারা শাসিত হইত। যদিও কোন কোন নৃপতি অসংখ্য ভূপালবৃন্দকে পরাজয় করিয়া ছিলেন, তথাপি তাঁহাদিগের রাজ্য আত্মাধীন করেন নাই; এ বিষয়ের কেবল দুই এক মাত্র প্রমাণ পাওয়া যায়। পরন্তু কেহই সসাগরা ধরাধিপ ছিলেন না। আমরা হিন্দু ভূপালদিগের রাজ্য শাসনের ব্যবস্থাদি বর্ণন করিয়া তাঁহাদিগের রাজ্য অবসানে বিজাতিয়েরা কি প্রকারে ভারত সিংহাসনে আত্ম প্রভুত্ব প্রকাশ করে বলিতে প্রস্তুত হইলাম এবং হিন্দুস্থান কোন্ কোন জাতিয়ের দ্বারা কি মতে অধিকৃত বা পরাজিত হইয়াছিল ইহা প্রকাশার্থে লেখনি পরিচালন করিলাম।

সপ্তম অধ্যায়।

হিন্দু রাজাদিগের বিষয়।

এক্ষণে হিন্দু রাজাদিগের বিষয় উল্লেখ করি। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এই যুগ চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন্ কোন্ ভূধর ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছিলেন তথা তাঁহাদিগের ক্রিয়া কলাপ যথা সঙ্ক্ষেপে বর্ণন করিব। কিন্তু আমরা তাবৎ নৃপতিদিগের নাম গ্রহণ করিব না, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা কোন বিষয়ে বিখ্যাত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের নামই গ্রহণ বিধেয়, নতুবা অকর্ম্মণ্য সমূহ নরপালের নাম গ্রহণে গ্রন্থ স্থূলাকার তিমিরাকীর্ণ হয় এবং পাঠকদিগের কোন উপকার দর্শে না।

মহাবন্যা লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে স্বায়ম্ভুব মনু স্মৃতি শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। মনু প্রণীত স্মৃতি শাস্ত্র অদ্যাবধি অবনী মধ্যে প্রকাশমান আছে। ঐ শাস্ত্রের দ্বারা দেশীয়দিগের তাবৎ কর্ম্ম সম্পন্ন হইত এবং উহা তৎকালে তৎকালের ব্যক্তিদিগের পক্ষে উপযুক্ত হইয়াছিল, তাহাদিগের সুভাগ্য উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু মনু অধিক কাল রাজ্য ভোগ করেন নাই, তিনি প্রিয়ব্রত নামা স্বীয় তনয়কে রাজ্য ভারার্পণ করিয়া অরণ্যবাসী-দেব-উপাসী হইলেন। উত্তানপাদ নামে প্রিয়ব্রতের কনিষ্ঠ সহোদর প্রিয়ব্রতের উত্তরাধিকারী হয়েন এবং তাঁহার ধ্রুব নামে বিখ্যাত পুত্র জন্মে। ধ্রুব বাল্যকালেই তপানুরাগী হইলেন এবং কিয়ৎকাল রাজ্য শাসন করিয়া লোকান্তরগত হইলেন। ধ্রুবের কিয়ৎ পরে বিখ্যাত বেণ রাজ্য শাসন করেন। বেণ অতি কদাচারী ও নাস্তিক ছিলেন। তিনি আপনাকে দেব-স্বরূপ জ্ঞান করিয়া প্রজাদিগকে তদীয় অর্চ্চনা করিতে আদেশ করিলেন। তদীয় রাজত্ব কালীন বর্ণ ও জাতির বিচার থাকে না এবং বর্ণশঙ্করের উৎপত্তি হয়। কথিত আছে যে, তুরুষ্ক প্রভৃতি ম্লেচ্ছেরা ঐ সময়ে উৎপন্ন হইয়াছিল।

অনন্তর ঋষিগণ বেণকে দুঃসহ কদাচারী দেখিয়া ক্রোধে তাহার দক্ষিণ বাহু মন্থন করিলেন তাহাতে মহা তেজস্বী পৃথু ধনুর্ব্বাণ ও কবচধারী হইয়া সমুদ্ভব হইলেন। ঋষিগণ তাঁহাকে সৎপাত্র বিবেচনা করিয়া রাজ্যে স্থাপন করিলেন। পৃথু যথার্থত হিন্দুদিগের মধ্যে প্রথম রাজা ছিলেন, কৃষীকর্ম্ম তাঁহা হইতে বিপুল বৃদ্ধি হইয়াছিল এবং তাঁহা-

হইতে ভূধরার 'পৃথিবী' এই সংজ্ঞা হয়। পৃথুর পরে প্রাচীনবর্হি নামে এক বিখ্যাত নরনাথ হয়েন। পূর্ব্বকালে এতদ্দেশ জম্বুদ্বীপ বলিয়া খ্যাত ছিল, কিন্তু ভরত ইহার অধিস্বামী হইলে ইহাকে ভারতবর্ষ বলা গেল। ভরত ঋষভ নৃপতির ঔরসে জয়ন্তির* গর্ব্ভে জন্ম পরিগ্রহণ করেন। কিন্তু রামায়ণে উক্ত হইয়াছে, ভরত সূর্য্যবংশীয় ধ্রুবসন্ধি নৃপতির পুত্র ছিলেন এবং মহাভারত অনুযায়িক তিনি চন্দ্রবংশোদ্ভব দুষ্মন্ত নৃপতির তনয় মহাভারতের প্রমাণ যুক্তিযুক্ত; মহা কবি কালীদাস শকুন্তলা নাটকে ইহা সিদ্ধ করিয়াছেন। মেং ওয়ার্ড† ঋষভ ও জয়ন্তির পুত্র ভরত হইতে 'ভারতবর্ষ' উৎপন্ন হয় কহিয়াছেন। ইহা সত্য নয়, কারণ ঐ ভরত আদি স্বায়ম্ভুব মনুর বংশাবলি ছিলেন, তাঁহার রাজ্য কালীন এতদ্দেশকে জম্বুদ্বীপ কহা যাইত। 'ভারতবর্ষ' নাম চন্দ্রবংশোদ্ভব দুষ্মন্ত পুত্র ভরত হইতে উৎপন্ন হয়, সন্দেহ নাই। নানা গ্রন্থে ইহার প্রমাণ আছে। পরন্তু ভরত সূর্য্যবংশীয় ধ্রুবসন্ধির তনয় রামায়ণে কি প্রকারে লিখিত হইল এবং ঐ ভরত হইতে ভারতবর্ষের কি প্রকারে নামকরণ হইতে পারে?—কদাচ হইতে পারে না, এ কেবল রামায়ণ অনুবাদকের ভ্রম! কীর্ত্তিবাস অবিবেচনায় এতদ্রূপ বর্ণন করিয়াছেন। ভরত সূর্য্য বংশীয় ধ্রুবসন্ধির আত্মজ হইতে পারেন, কিন্তু ঐ ভরত হইতে ভারতবর্ষের নামকরণ হয় নাই। দুষ্মন্ত পুত্র চন্দ্রবংশীয় যে ভরত তাঁহা হইতেই 'ভারতবর্ষ' নামটির উৎপত্তি হয়। সে যাহা হউক, ভরতের অনেক কাল অন্তে জম্বুদ্বীপে সত্যজিত নামা এক নরপাল হয়েন। সত্যজিত, স্বায়ম্ভুব মনু বংশের শেষ রাজা ছিলেন এবং তাঁহা হইতে মনুর বংশ শেষ হয়। প্রথম মন্বন্তরের এই সকল রাজা ঐ মন্বন্তরে কশ্যপের দ্বারা দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্বাদি সৃষ্টি হয়। আমরা দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, এই কয়েক মন্বন্তরের ভূপালদিগের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিব না, এই পঞ্চ মন্বন্তরে কোন প্রসিদ্ধ ঘটনা বা কোন প্রসিদ্ধ রাজা হন নাই; অতএব তদ্বিষয় হইতে ক্ষান্ত হইলাম। এক্ষণে সপ্ত, অথবা বৈবস্বত মন্বন্তরের বিবরণ স্থলে সূর্য্য ও চন্দ্র বংশের

* কোন কোন গ্রন্থে ভরত সুমতির গর্ভজাত প্রদর্শিত আছে

† Ward on the Hindus

বিবরণ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম। বৈবস্বত মনুর* নয় পুত্র জন্মে, তিনি ভারতবর্ষ (তৎকালে জম্বুদ্বীপ) নয় অংশে বিভাগ পুরঃসর প্রত্যেক অংশ এক এক পুত্রকে প্রদান করেন, তন্মধ্যে ইক্ষ্বাকু মধ্য স্থান প্রাপ্ত হন। ইতিহাসে কথিত হইয়াছে যে, ইক্ষ্বাকু অযোধ্যা রাজধানী স্থাপন করেন। ইক্ষ্বাকুর রাজ্যান্তে, দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত কেহ প্রসিদ্ধ নরপাল হয়েন নাই, পরে মান্ধাতা অবতীর্ণ হইলেন। মান্ধাতা সাতিশয় প্রতাপান্বিত ছিলেন এবং দীর্ঘ কাল রাজত্ব করিয়া ছিলেন। মান্ধাতার রাজ্য অনির্বচনীয় শক্তিমান ছিল এবং তিনি দীর্ঘ কাল রাজত্ব করিয়াছেন, এজন্য তাঁহার নাম উপমার স্বরূপ হইয়াছে। মান্ধাতার পরে সগর নামে সূর্য্য বংশীয় এক নৃপতি গঙ্গাসাগর নামা স্থল শাসন করেন। সগর এক বীর্য্যশালী নরপাল ছিলেন, এবং তাঁহা হইতে 'সাগর' (সমুদ্র) নাম সম্ভব হয়। সগরের এক স্ত্রী হইতে ষষ্টি সহস্র পুত্রোৎপন্ন হয়, অন্য স্ত্রী এক মাত্র পুত্র প্রসব করে। পরন্তু ঐ ষাটি সহস্র তনয় দৈব বিপাকে এক কালে নিপাতিত হইয়াছিল। কথিত আছে, সগর মহা ধর্ম্মানুরক্ত ছিলেন, তিনি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ছিলেন। অবশিষ্ট যজ্ঞের সময়ে তিনি অশ্ব রক্ষার্থ নিজ ষাটি সহস্র পুত্রকে রাজ্যের বহির্ভাগে প্রেরণ করিলেন, তাহাতে ঐ পুত্রেরা সতর্করূপে সতত ঘোটক রক্ষা করিতে লাগিল। দৈবাৎ ইন্দ্র তাহাদিগের শত্রু হইলেন, তিনি ভাবিলেন, সগর ৯৯ অশ্বমেধ সম্পন্ন করিয়াছেন, শত অশ্বমেধের এক মাত্র অবশিষ্ট আছে; তাহা সাধন হইলে সগর অনায়াসে তাঁহার স্বর্গীয় রাজ্য লইতে পারিবেন, অতএব তাঁহাকে নিতান্ত বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য। দেবরাজ ইত্যাদি কল্পনা করিয়া, একদা ষাটি সহস্র নৃপনন্দনকে অসতর্ক দেখিয়া ঘোটক লইয়া পাতালে কপিল নামক সিদ্ধের সম্মুখে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। রাজপুত্রেরা চেতন প্রাপ্তানন্তর তুরগ অদর্শনে সাতিশয় ব্যাকুল হইল এবং ইতস্ততঃ নানা স্থান সন্ধান করতঃ অবশেষে মৃত্তিকা খনন করিয়া পাতালে প্রবেশ করিল। পাতালে প্রবেশ করিয়া দেখে, অশ্ব কপিলের সম্মুখে রহিয়াছে। তাহারা তদ্দর্শনে ঋষিকে দোষী সিদ্ধান্ত করিয়া তন্মাত্রে পদাঘাত করিল। ঋষি নয়ন উন্মীলন করিলে—তাহারা ভস্ম রাশী হইল। সগর, নারদ

---

* মনু, সূর্য্য পুত্র ছিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ইলা পৃথ্বীশ্বর হয়েন, কিন্তু পার্ব্বতির অভিশাপে স্ত্রী হইয়াছিলেন। তদীয় গর্ভে বুধের ঔরসে পুরূরবা উৎপন্ন হন, তিনিই চন্দ্রবংশের আদি পুরুষ।

প্রমুখাৎ ইহা অবগত হইয়া তদীয় প্রপৌত্র অংশুমানকে কপিলের নিকটে অশ্ব প্রার্থনার্থে প্রেরণ করিলেন। তাহাতে অংশুমান কপিল ঋষির নিকটে গমন করতঃ নানা স্তবস্তুতি করিয়া অশ্ব প্রার্থনা করিলেন এবং কি প্রকারে পিতৃগণের সদ্গতি হইবে জিজ্ঞাসিলেন। কপিল তাঁহাকে অশ্ব প্রত্যর্পণ করিয়া গঙ্গার দ্বারা তোমার পিতৃগণ উদ্ধার হইবে এবং ভগীরথ মর্ত্তে গঙ্গা আনয়ন করিবেন বলিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন। সগরের শত অশ্বমেধ সমাপ্ত হইল। কালান্তে ভগীরথ রাজা হইলেন এবং তিনি হিমালয় পর্ব্বতোপরি দিয়া গঙ্গা আনয়ন করিলেন আনিতে আনিতে জহ্নু মুনি গঙ্গা পান করিলেন। তদ্দ্বারা তদবধি গঙ্গার নাম জাহ্নবী হইল। ভগীরথ হইতে গঙ্গার ভাগীরথী নাম হয়। তৎ পরে সূর্য্যবংশে রঘু নামে নরপতি হয়েন এবং তাঁহা হইতে রঘুবংশ স্থাপন হয়। তদন্তে যযাতি রাজা হইলেন। আমরা যযাতির বিবরণ চন্দ্রবংশ বর্ণনের সময়ে বলিব। কালান্তে দশরথ জন্ম গ্রহণ করেন। দশরথের প্রতাপে সকলেই শশঙ্কিত থাকিত, তাঁহার এরূপ বিক্রম ছিল যে, শনি পর্য্যন্ত তাঁহার ধ্বংস সাধনে পরাঙ্মুখ হইয়াছিল। দশরথের চারি পুত্র হয়, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন। রামের সময়ে হিন্দুদিগের ইতিহাস জন্ম গ্রহণ করে। আমরা রামের চরিত্র, তদীয় রাজ্য শাসনের ব্যবস্থা ও নানা ঘটনাদি সূক্ষ্মরূপে বর্ণন করিব। রাম বাল্যকালে শান্তশীল ও বুদ্ধিমান ছিলেন, বালক কালে তিনি বহু পরিশ্রমে বিদ্যাভ্যাষ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার তত্ত্ব জ্ঞানের উদয় হইয়াছিল। আমরা তদ্বিবরণ পশ্চাৎ কহিব। কিঞ্চিৎ বয়োধিক হইলে দশরথ রাজা মিথিলাধিপতি জনকের নন্দিনী সীতার সহিত শ্রীরামের বিবাহ দিলেন। জনক চন্দ্রবংশীয় রাজা ছিলেন। দশরথ শ্রীরামের সহিত সীতার, লক্ষ্মণের সহিত উর্ম্মিলার এবং কুশধ্বজ নামা জনকের সহদরের শ্রুতকীর্ত্তি, মাণ্ডবী নাম্নী কন্যা দ্বয়, তন্মধ্যে ভরতের সহিত শ্রুতকীর্ত্তির এবং শত্রুঘ্নের সহিত মাণ্ডবীর বিবাহ দিয়া স্বদেশে যাত্রা করিলেন। দশরথ রাজ্যে গমন করিয়া কিয়ৎকাল রাজ্য শাসন করেন, ইতিমধ্যে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে অভিলাষ করিলেন এবং সুভ দিন স্থির করিয়া অধিবাসের দিন স্থির করাইলেন। কিন্তু ভরতের মাতা কৈকেয়ী তাঁহার প্রতিবাদিনী হইল, সেই দুষ্টা স্ত্রী নিজ স্বামী দশরথের কোন উপকার করিয়া দুই বর প্রদানে রাজাকে বচন-বদ্ধ করিয়াছিল। আপন পুত্র রাজা না হইয়া রাম রাজা হইবেন এই হিংসা তাহার অন্তরে জাগরুক রহিল এবং

অবিলম্বে প্রতিহিংসার সময় পাইল। কামিনী অভিমানিনী হইল, তাহাতে দশরথ তাহার বিবিধ সাধ্যসাধনা করিলেন—কিছুতেই মান ভঙ্গ হইল না। অবশেষে মানিনী রাজার সমীপে দুই বর প্রার্থনা করিল. এক বর এই যে, ভরত রাজা হইবে, অপর বর এই যে, রাম চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে থাকিবে। বর প্রার্থনায় রাজার দীর্ঘ বায়ু বহিতে লাগিল, তিনি আকুলিত হইলেন, কিন্তু কি করেন, অবশেষে রামকে বন মধ্যে প্রেরণ করিয়া ভরতকে রাজ্যার্পণ করিলেন। রামের সহিত লক্ষ্মণ ও সীতা বনে গমন করিলেন। তাঁহারা দীর্ঘ কাল নানা বনে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে পঞ্চবটীর বনে অবস্থিত হইলেন। একদা তাঁহাদিগের মহা বিপদ উপস্থিত হইল, লঙ্কাধিপতি রাবণ নানা রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ তাঁহাদিগের বন্য কুটীরে আগমন করিল। রাবণের সূর্পনখা নাম্নী এক ভগিনী ছিল, সে কস্মিনকালে পঞ্চবটীতে আসিয়া রামের সুচারু রূপ দর্শনে বিমুগ্ধা হইয়া রামকে আলিঙ্গন করিতে অভিলাষী হইল। রাম স্ব সহধর্ম্মিনী বর্ত্তমানে তাহা মনোযোগ করিলেন না। সূর্পনখা লক্ষ্মকে আত্ম কুঅভিলাষ ব্যক্ত করিল। লক্ষ্মণও পরাঙ্মুখ হইলেন। তখন সে সীতাকে সর্ব্ব প্রতিবন্ধকের কারণ জানিয়া তাঁহাকে গিলিতে ধাবমানা হইল, তাহাতে লক্ষ্মণ তাহার নাসিকা ছেদন করিলেন। সূর্পনখা অবমান প্রাপ্ত হইয়া রাবণকে কহিল, রামচন্দ্র সীতার সহিত পঞ্চবটীতে আগমন করিয়াছে। সীতা পরমাসুন্দরী এজন্য তাহাকে তোমার জন্য আনিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম, কিন্তু রাম আমার এই দুর্গতি করিলেক। রাবণ সীতার রূপ মাধুরী শ্রবণে অতি সত্বরে পঞ্চবটীতে মারীচ নামা অনুচরের সহিত আগত হইল এবং মারীচকে স্বর্ণমৃগ দেহ ধারণ করিতে আদেশ করিল। সীতা বহুরূপী স্বর্ণ মৃগ দর্শনে রামকে তাহা ধরিতে কহিলেন। রাম মৃগ ধরিতে গেলেন এবং তদাত্রে এক শর নিক্ষেপ করিলেন। মায়াকার মৃগ 'ভাই লক্ষ্মণ' বলিয়া উর্দ্ধ স্বরে চিৎকার করিল, তাহাতে সীতা বিবেচনা করিলেন, রামের কোন বিপদ হইয়া থাকিবে, অতএব তাঁহার উদ্দেশে লক্ষ্মণকে পাঠাইয়া দিলেন। রাবণ একাকিনী সীতাকে দেখিয়া এই সুযোগে তাঁহাকে হরণ করতঃ স্ব ধামে লইয়া গেল। রাম লক্ষ্মণ কুটীরে আসিয়া সীতা অদর্শনে হতপ্রত্যাশা হইলেন এবং ইতস্ততঃ তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। নানা বন ভ্রমণানন্তর একদা ঋষ্যমুক পর্ব্বতে উত্তীর্ণ হইলেন। ঋষ্যমুকে নল, নীল, সুষেণ, সুগ্রীব, হনুমান নামে পাঁচটী বানর ছিল, রাম তন্মধ্যে সুগ্রীবের সহিত সখ্য

করিয়া তাহাদিগের সাহায্যে লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন এবং রাবণের সহিত মহা সমর করিয়া তাহাকে নিহত করিলেন।

অনন্তর সীতাকে উদ্ধার করিয়া ভ্রাতা ও সীতা সমভিব্যাহারে স্ব রাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। ইতি পূর্ব্বে ভরত রামের পাদুকা সিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক রাজত্ব করিতে ছিলেন, তিনি রামের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে যথোপযুক্ত সম্মান পূর্ব্বক তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। রাম রাজা হইলেন। রাম রাজা হইয়া কিছু কাল রাজ্য শাসন করেন, ইতিমধ্যে সীতার সতীত্বের বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ জন্মিল, সেই সন্দেহ তাঁহার প্রজা ও সভাসদ্‌বর্গ আরো উন্নতি করিতে লাগিল। তাহারা কহিল, সীতা যৎকালে এতকাল রাবণালয়ে ছিলেন, তখন তিনি নিশ্চয় দোষান্বিতা হইতে পারেন। তজ্জন্যে রাম লোক লজ্জা ভয়ে সীতাকে বনবাসিনী হইতে পাঠাইয়া দিলেন। সীতা তখন পঞ্চম মাস গর্ব্ভিণী ছিলেন, রাম বনে পাঠাইলে তাঁহার আরো পরিতাপ বাড়িল। কি করেন! কোথায় যান! পরে তিনি তাঁহাদিগের চরিত্র-রচক বাল্মীকির আশ্রমে আশ্রয় লইলেন। বাল্মীকির আশ্রমে তাঁহার দুইটী যমজ পুত্র জন্মিল, একটীর নাম লব, অন্যটীর নাম কুশ। এই দুই বালক বাল্মীকি কর্ত্তৃক শাস্ত্র বিদ্যায় ও শস্ত্র বিদ্যায় সম্যকরূপে দিক্ষিত হইল। ইহার মধ্যে রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ করণাকাঙ্ক্ষী হইয়া ঘোটক রক্ষার্থ শত্রুঘ্নকে পাঠাইলেন। শত্রুঘ্ন ঘোটক সমভিব্যাহারে নানা দিগ্দেশ পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে বাল্মীকির তপোবনে উপনীত হইলেন। ঐ তপোবনে লব, কুশ, নামা সীতার সেই দুটী পুত্র ক্রীড়া রঙ্গে কাল যাপন করিতেছিল, মনোহর অশ্বকে দেখিয়া তাহাদিগের মন প্রফুল্লিত হইল এবং তাহারা ঘোটকটীকে বন্ধন করিয়া রাখিল। ঘোটক বদ্ধ হইলে শত্রুঘ্ন আসিয়া লব, কুশ, নিকটে তাহা প্রার্থনা করিলেন তাহাতে তাহারা প্রত্যর্পণে অস্বীকৃত হইলে শত্রুঘ্ন তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন—উভয়ে ঘোর যুদ্ধ হইল—শত্রুঘ্ন পরাজিত হইলেন। শত্রুঘ্ন ক্ষত বিক্ষত হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন।

অনন্তর তৎপশ্চাৎ লক্ষ্মণ, ভরত, অবশেষে রাম, বালক নাশার্থে আসিলেন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই যুদ্ধে পরাভব হইয়া ক্ষত বিক্ষত ও রুধিরে আবিষ্ট হইবাতে মৃত্তিকা শয্যায় শয়ন করিলেন। কিয়ৎপরে বাল্মীকি মুনি তত্র স্থলে আগত হইলেন, তিনি চারি ভ্রাতার দুরাবস্থা বিলোকনে কৃপান্বিত হইয়া তাঁহাদিগকে সচেতন করিলেন। ভ্রাতা চতুষ্টয় বাল্মীকিকে অভিবাদন করিয়া ঐ বালক দ্বয়ের পরিচয়

জিজ্ঞাসু হইলেন, কিন্তু বাল্মীকি তৎকালে তাঁহাদিগের পরিচয় দিলেন না এবং রামকে বিদায় করিলেন। রাম রাজ্যে আসিয়া যজ্ঞ সমাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার যজ্ঞ দেখিতে অনেক ভূপতি, অনেক ঋষি আগমন করেন, তন্মধ্যে বাল্মীকি এবং লব, কুশও ছিলেন। বাল্মীকি সভা মধ্যে লব, কুশকে স্বকৃত রামায়ণ কাব্য গান করিতে আদেশ করিলেন, তাহাতে তাহারা এরূপ সুললিত স্বরে সংগীত করিল যে, সকলে মোহিত হইলেন। রাম তাহাদিগের কমনীয় স্বরে পরিতুষ্ট হইয়া তাহাদিগের পরিচয় প্রার্থনা করিলেন, তাহাতে তাহারা তাহাদিগের জননী সীতার নামোল্লেখ করিলে, রামচন্দ্র একেবারে বিহ্বল হইলেন এবং তপোবন হইতে সীতাকে আনাইলেন। সীতা সভা মধ্যে উপস্থিতা হইলে রামচন্দ্র লোকাপবশ নিবারণ ও তদীয় সতীত্ব দৃঢ় পরিষ্কার নিমিত্ত তাঁহাকে অগ্নি পরিক্ষা প্রদর্শনের আদেশ করেন, তাহাতে সীতা বারম্বার পরিক্ষা প্রার্থনায় সাতিশয় ম্রিয়মানা হইয়া ধরনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, অর্থাৎ মূর্চ্ছাপন্না, অচেতনা হইয়া কায়া ত্যাগ করিলেন। তৎপরে রাম লক্ষ্মণকে সত্য রক্ষণার্থ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার মরণ সংবাদ শ্রবণে সংসারে জলাঞ্জলি দিলেন এবং লবকে অযোধ্যা ও কুশকে নন্দিগ্রামের সিংহাসনে স্থাপন করিয়া অসার সংসার হইতে অবসৃত হইলেন। বাল্মীকির রামায়ণে রামচন্দ্রের চরিত্রের এই সংক্ষেপ বিবরণ কথিত আছে যে, রাম অদ্বিতীয় প্রজাবাৎসল্য ছিলেন এবং ভারতবর্ষে সর্ব্বাদৌ তাঁহার সময়ে বিদ্যা অনুশীলনও বৃদ্ধি হয়। রামায়ণ গ্রন্থকার বাল্মীকি, স্মৃতি শাস্ত্র প্রণেতা বশিষ্ঠ, ধনুর্ব্বেদ গ্রন্থকার বিশ্বামিত্র, তাঁহার সমকালবর্ত্তী, তাঁহারা তাঁহার সভা উজ্জ্বল করিতেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বাল্মীকি প্রশংসার ভাজন হইয়াছেন। রামায়ণ অমর হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। বাল্মীকি কবিদিগের মধ্যে আদি বা প্রথম কবি ছিলেন, পশ্চাতের প্রমাণ দ্বারা বোধ হইতেছে, তিনি কবিতার জন্ম দাতা ছিলেন, তাঁহার পুর্ব্বে কবিতা অপ্রকাশিত ছিল। তিনি কস্মিন্ কালে তমসা সরসীতে স্নান করিতে গমন করিয়া ছিলেন, স্নান করিতে করিতে যুগল ক্রৌঞ্চকে সরসী জলে কেলি করিতে দেখিতে পাইলেন। ক্রৌঞ্চেরা রস রঙ্গে কেলি করিতেছে—দৈবাৎ তথায় এক ব্যাধ উপস্থিত হইল এবং ধনুকে তীক্ষ্ণ বাণ সংযোজন পুর্ব্বক যুগল ক্রৌঞ্চের মধ্যে একটীকে আঘাত করিল। ক্রৌঞ্চ আঘাতিত হইলে বাল্মীকি কোপাবিষ্ট হইয়া ব্যাধের প্রতি কটূক্তি করিলেন। কিন্তু ঐ উক্তি ছন্দ নিবদ্ধ ছিল, বদন হইতে

বিনির্গত হইলে বাল্মীকি সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিতে লাগিলেন "আমি ক্রৌঞ্চের যাতনায় কাতর হইয়া একি উচ্চারণ করিলাম।" ঋষি ইত্যাদি উচ্চারণ করিয়া পার্শ্বস্থ ভরদ্বাজ নামা স্বীয় শিষ্যকে কহিলেন, আমার মুখাগ্র হইতে চারি চরণ সংযুক্ত যে উক্তি বহিষ্কৃত হইল ইহা 'শ্লোক' হউক। বাল্মীকি এই বলিয়া আশ্রমে আসিলেন। ঋষি আশ্রমে আসিয়া ঐ শ্লোকের বিষয় চিন্তা করিতেছেন—ব্রহ্মা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। তিনি বাল্মীকিকে ব্যাধের ভর্ৎসনা সম্বলিত চারি চরণ বিশিষ্ট ছন্দ উচ্চারণ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "ঋষে! চারি চরণ-বিশিষ্ট যে ছন্দ তাহা 'শ্লোকই' হউক"। বাল্মীকি ব্রহ্মা হইতে আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া রামায়ণ রচনা করিলেন। কোন কোন লেখকের দ্বারা কথিত হইয়াছে, রামায়ণ রামচন্দ্রের জন্মিবার অগ্রে রচিত হয়, এ নিতান্ত অসম্ভব; রামায়ণ, নিঃসন্দেহ রামের রাজত্ব কালীন এবং কতক অংশ তদীয় মৃত্যুর অন্তে লিখিত হইয়াছিল। রামায়ণে বিদিত আছে, একদা দেবর্ষি নারদ বাল্মীকির সহিত সন্দর্শন করিলে বাল্মীকি তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, পৃথিবীর মধ্যে বিদ্যা, বুদ্ধি, বলে, ধর্ম্মে, কোন্ ব্যক্তি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। নারদ উত্তর করিলেন, অযোধ্যাধিপতি দশরথাত্মজ রামচন্দ্র সর্ব্ব গুণালঙ্কৃত সকল ধর্ম্মে পারদর্শী। নারদ ইত্যাদি প্রকার উত্তর করিয়া রামচন্দ্রের বাল্যাবস্থা অবধি বৃদ্ধাবস্থার চরিত্র, রাবণের সহিত তাঁহার যুদ্ধাদি ইত্যাদি সমস্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া বাল্মীকিকে রামায়ণ, অথবা রামের চরিত্র রচনা করিতে বলিলেন। বাল্মীকি সে অবধি রামায়ণ রচনায় মনঃসংকল্প করিলেন। এতদ্দ্বারা বিশেষ বোধ হয়, রামায়ণ রামচন্দ্রের জন্মিবার অগ্রে রচিত না হইয়া বরঞ্চ তাঁহার মরণান্তে, অথবা জীবিত কালীন রচিত হইয়াছিল। অন্য প্রমাণ এই, বাল্মীকি যখন রামায়ণ রচনা করেন তখন কুশ, লব, তাঁহার আবাসে ছিল, ঋষি তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া রামচন্দ্রের রাজসভায় লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় লইয়া গিয়া তাহাদিগকে স্বকৃত রামায়ণ গান করিতে অনুজ্ঞা করেন। বালকেরা তদনুসারে সুললিত কণ্ঠে গান করিতে লাগিল। তাহাতে তত্রস্থ উপস্থিত রাজা ও ঋষিগণ নবীন ললিত ছন্দ নিবন্ধিত কাব্য শ্রবণে সাতিশয় পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া বালকগণকে অনির্ব্বচনীয় প্রশংসা করিলেন। ইহাতে প্রতীত হইতেছে, রামায়ণ রামচন্দ্রের জন্মাগ্রে প্রণীত হয় নাই, ইহার কিয়ৎ অংশ তাঁহার বর্ত্তমানে, কিয়ৎ অংশ তাঁহার মরণান্তে রচিত হয়।

ইহা যে রূপ হউক, এই রামায়ণ আদি গ্রন্থ এবং যাবৎ কাব্যের মধ্যে আদি এবং প্রধান কাব্য, ইহাতে বাল্মীকির বিশিষ্ট ক্ষমতা ও বিচক্ষণতা প্রকাশ হইয়াছে।

হোমর যে রূপ তাঁহার সমকালবর্ত্তী রাজাগণের, সমকালবর্ত্তী মনুষ্য সমূহের অসভ্যাবস্থার স্বাভাবিক প্রকৃত প্রকৃতি, চরিত্রাদি উৎকৃষ্ট বর্ণন করিয়াছেন, বাল্মীকিকেও তদ্রূপ করিতে দেখা যায়। রামায়ণ ভারতবর্ষের অসভ্যাবস্থার গ্রন্থ, সুতরাং ইহা নানা অদ্ভুত কাল্পনিক জল্পনায় পরিপূরিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন মানব শ্রেণীর আদি, অথচ অসভ্য অবস্থায় বুদ্ধির তাদৃশ প্রাখর্য্যাভাবে বিবিধ প্রকার অলীক গল্পে মন সংযোগ করে এবং অদ্ভুত বশতঃ প্রীতি জন্মায়। প্রথম অবস্থার ভারৎ জাতির প্রথম ইতিহাসে দেব দৈত্যের যুদ্ধ লিপিবদ্ধ আছে। ক্রমে সভ্য হইলে দেব দৈত্যের বিনিময়ে মানবগণের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ বিবরণ বর্ণিত হয়, কিন্তু কিয়ৎ অসভ্যাবস্থা প্রযুক্ত ইতিহাসবেত্তারা ঐ মানব সমূহের মধ্যে কাহাকেও দেব মধ্যে পরিগণন করেন। যে ব্যক্তি অধিক পরাক্রমী ও অসাধারণ যুদ্ধ-বিষারদ তাহাকেই দেব মধ্যে গণন করা যায়। কিন্তু ঐ মনুষ্যকে দেব বলি না। বাল্মীকির রামচন্দ্র ও ব্যাসের কৃষ্ণচন্দ্র আর কিছু নহেন, তাঁহারা গ্রীশীয় ও রোমীয় বীরদিগের ন্যায় দেবতা হইয়াছেন। বাল্মীকি অসভ্যাবস্থার মানব প্রকৃতি, সুচারুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। নর বানর ও রাক্ষসের যুদ্ধ কেবল তৎকালীন চরিত্র মাত্র। রাক্ষস ও বানর অবশ্য কোন অসভ্য জাতি হইবে। রাক্ষস বা কেনিবল (canibal) অনেক নিরাশ্রয়ী অসভ্য দেশে বর্ত্তমান ছিল, এখনও আছে। অতএব বাল্মীকির প্রণীত ইতিহাস নিতান্ত কাল্পনিক নয়, ইহাতে কিঞ্চিৎ সত্য পদার্থ আছে। বাল্মীকির মানব চরিত্র অতি সুন্দর, সীতার যাবজ্জীবনের দুঃখ সন্দর্শনে কোন্ ব্যক্তি না করুণান্বিত হইবেন? রামায়ণে সর্ব্ব চরিত্রাপেক্ষা সীতার চরিত্র পরিপাটী, এবং রামায়ণ তাঁহার এবং রামচন্দ্রের শোকেতে সমাপ্ত হইবাতে আরো মনোহর হইয়াছে। কিন্তু রামায়ণে রামচন্দ্রের চরিত্র উপযুক্ত বর্ণন হয় নাই। রাম এতাদৃশী বৃহৎ যুদ্ধে মহা পরাক্রমী রাবণকে যদিও সংহার করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাকে বীরের ন্যায় বোধ হয় না, বরঞ্চ রাবণের বিলক্ষণ বীরত্ব প্রকাশ হইয়াছে। রামাপেক্ষা রাবণ বীর পুরুষের মধ্যে গণ্য। বালিকে প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক বধ করাতে রামচন্দ্রের শৌর্য্য আরো লাঘব হইয়াছে। কিন্তু স্থানে স্থানে তাঁহার বীরত্ব

প্রকাশ আছে। ধনুর্ভঙ্গ, এবং পরশুরামের ধনুকে গুণ সংযোজন করিয়া তাঁহার স্বর্গ পথ অবরোধ করা বীরের কার্য্য বটে। রাম যাবৎ নৃপতির অপেক্ষা প্রজাবাৎসল বলিয়া লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার তদুপযুক্ত কার্য্য দেখা যায় না। তদ্বিষয়ে যুধিষ্ঠিরের চরিত্র উপযুক্ত; নাম সুদ্ধ জনশ্রুতি বিশ্বাস করিয়া বিচার ব্যতীত জানকীকে বিসর্জ্জন করিবাতে তাঁহাকে প্রজাবাৎসল বলা যাইতে পারে না, প্রত্যুত এতদ্দ্বারা তাঁহার অল্প বুদ্ধি প্রকাশ হইয়াছে। তপস্বী শূদ্রকে অমঙ্গলের কারণ জানিয়া তাঁহাকে হনন করাতেও তাঁহার প্রজা-বাৎসল্য প্রচার হয় নাই, ইহাতে তাঁহার অধর্ম্ম পরিদৃষ্ট হইতেছে। নিষেধ করাই বিধেয় ছিল।

পরন্তু এবম্প্রকার বর্ণন কেবল কাল ধর্ম্ম বশতঃ হইয়াছে। শূদ্রদিগের কর্ম্ম ব্রাহ্মণ সেবা মাত্র, মনু কর্ত্তৃক নিরূপিত হইবাতে কবিদিগের গ্রন্থও স্থলে স্থলে কদর্য্য হইয়াছে। ফলতঃ বাল্মীকি রাম কর্ত্তৃক শূদ্রের বিনাশ যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা তৎকালীন লোকাচার অনুযায়ী বিরুদ্ধ নয়। রামচন্দ্র যে গ্রন্থকারদিগের মতানুযায়ীক প্রজাবাৎসল ছিলেন না, তাহার অপর প্রমাণ এই, যে তিনি রাবণ বিধ্বংসনানন্তর কিয়ৎকাল রাজ্য শাসন করিয়া ভ্রাতাদিগকে রাজ্যার্পণ করিলেন এবং অন্তঃপুরে মহীষির সহিত সাত সহস্র বর্ষ রস রঙ্গে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এ প্রজাবাৎসল্যের চিহ্ন নয়। যুধিষ্ঠির এতদ্বিষয়ে নির্দ্দোষী ছিলেন। রামের দীর্ঘ কাল রাজাসনে অবর্ত্তমানে রাজ্য সমূহ দুঃখ হইয়াছিল ইহাও কথিত হইয়াছে, অতএব তিনি কিরূপ প্রজাবাৎসল বিবেচনা কর! তাঁহার এই নিশ্চিত স্বভাব ছিল যে, তিনি আপদ উপস্থিতের অগ্রে সতর্ক হইতেন না, আপদ উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিকার চেষ্টা করিতেন। লক্ষ্মণের চরিত্র কৃতজ্ঞতা ও ভ্রাতার নিকটে বশীভূততার জন্য বিখ্যাত। যদিও রামায়ণে দুই এক দোষ পাওয়া যায় তথাপি সে দোষ উৎকৃষ্ট কবিতা ছন্দে প্রচ্ছন্ন হইয়াছে এবং রামায়ণ আদি গ্রন্থ বলিয়া অধিক দোষাপন্ন হইতে পারে না। পশ্চাতের গ্রন্থকর্ত্তাদিগের অল্প দোষ থাকিতে পারে এবং তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব গ্রন্থাদির দোষ গুণ, সংলগ্নাসংলগ্ন পরিক্ষা করিয়া আপনাদিগের গ্রন্থ সংশোধন করিয়াছেন।

সে যাহা হউক, আমরা এক্ষণে সূর্য্য বংশের রাজাদিগের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া চন্দ্রবংশীয়দিগের বিষয় বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম। চন্দ্রের পুত্র

বুধ চন্দ্রবংশের উৎপাদক। তাঁহার প্রপৌত্র যযাতি*। এই যযাতি বড় বিখ্যাত রাজা ছিলেন, তিনি বহু বিচার কৌশলে রাজ্য শাসন করিতেন। কাল ক্রমে তিনি দানব গুরু শুক্রাচার্য্যের দেবযানী নাম্নী তনয়ার পাণিগ্রহণ করিলেন। যযাতি ক্ষত্র ছিলেন এবং দেবযানী ব্রাহ্মণ ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন, সুতরাং তাঁহাদিগের তনয় বর্ণশঙ্কর হয়। যাহা হউক, শুক্রাচার্য্য দেবযানীকে সম্প্রদান করেন। দেবযানীর শর্ম্মিষ্ঠা নাম্নী এক সহচরী ছিল, শুক্রাচার্য্য কন্যা সম্প্রদান করিয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি শয়ন কালীন শর্ম্মিষ্ঠাকে কদাচ আহ্বান করিবেন না। নৃপতি স্বীকৃত হইলেন এবং দেবযানী সমভিব্যাহারে স্বরাজ্যে আসিলেন। দেবযানীর সহিত শর্ম্মিষ্ঠা আসিয়াছিল, রাজা অশোক বনে তাহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। কিছু কাল পরে দেবযানী এক পুত্র প্রসব করিলেন, নৃপতি তাহার নাম যদু রাখিলেন।

অনন্তর কিয়ৎ দিবস অতীত হয়, রাজা এক সময় অশোক বনে উপনীত হইলেন। শর্ম্মিষ্ঠা তখন ঋতুমতী ছিল, সে ঋতুরক্ষার্থ রাজার নিকটে প্রার্থনা করিল। যযাতির দ্বারা শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভসঞ্চার হইল এবং দ্রুহ্যু জন্ম গ্রহণ করিলেন। ইতিমধ্যে দেবযানীর অপর এক পুত্র হয়, তাহার নাম তুর্ব্বসু। শর্ম্মিষ্ঠা অপর দুই পুত্র প্রসব করে, একটীর নাম অনু, অন্যটীর নাম পুরু। নৃপতি সময় ক্রমে জরাগ্রস্ত হইলেন এবং পুত্রদিগকে জরা সমর্পণ করিতে বাসনা করিয়া এই স্থির করিলেন, যে যে পুত্র জরা গ্রহণ করিবে সে রাজা হইবে। কিন্তু শর্ম্মিষ্ঠার কনিষ্ঠ পুত্র ব্যতীত কেহই জরা গ্রহণ করিল না, অতএব রাজা তাহাকে রাজাসনে স্থাপন করিয়া অপর পুত্রগণকে অভিসম্পাত করিলেন। দেবযানীর জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে এই অভিসম্পাত দিলেন, তোমার বংশে কেহ রাজা হইবে না, কনিষ্ঠ তুর্ব্বসুকে এই শাপ দিলেন, তুমি ম্লেচ্ছদিগের রাজা হইবে এবং তোমার বংশাবলী অভক্ষ্য ভক্ষণ করিবে। রাজা শর্ম্মিষ্ঠার জেষ্ঠ পুত্র দ্রুহ্যুকে এই শাপ দেন, যে দেশে চারি জাতির প্রভেদ থাকিবে না, তুমি সেই দেশে দণ্ডধর হইবে এবং তোমার সর্ব্বাভিলাষ নষ্ট হইবে। যযাতি, কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে রাজ্য ভার দিয়া তপশ্চারণে অনুরক্ত হইলেন।

* সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের রাজাদিগের আনুপূর্ব্বিক নাম জানিতে আবশ্যক হইলে মহাভারত, রামায়ণ এবং মেং ডাউয়ের "হিন্দুস্থান" দেখ। পশ্চাৎ গ্রন্থে তাবৎ রাজ নাম শ্রেণীবদ্ধ আছে।

পরন্তু যযাতি অপর তনয়গণকে যাহা শাপ দিয়াছিলেন তাহা সত্য হউক বা না হউক, ফলে তুর্বসু ও অনু হইতে ম্লেচ্ছ জাতি বিশেষ উৎপন্ন হইয়া থাকিবে, যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু হইতে যদুবংশের উৎপত্তি হয় এবং দ্রুহ্যু ভোজ বংশ উৎপন্ন করেন। পুরুর দুষ্মন্ত নামে এক বিখ্যাত উত্তরাধিকারী হয়েন। দুষ্মন্ত জগৎ বিখ্যাতা শকুন্তলাকে বিবাহ করেন। দুষ্মন্তের চরিত্র বড় বিচিত্র এবং শকুন্তলার উপাখ্যান কালিদাস নাটক ছলে অমর করিয়াছেন। শকুন্তলা হইতে ভরত জন্ম গ্রহণ করেন এবং ভরত হইতে জম্বুদ্বীপ 'ভারতবর্ষ' বলিয়া উল্লেখ হয়। ভরতের পরে হস্তী নামে এক নরপতি হয়েন, তাঁহা হইতে হস্তীনা নগরী স্থাপিত হইয়াছিল। তৎকিয়ৎ অন্তরে কুরু, হস্তীনার রাজা হইলেন এবং 'কুরুক্ষেত্র' তীর্থ নির্ম্মাণ করাইলেন। তদনন্তর শান্তনু ভারত সিংহাসনে বসিলেন। শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার গর্ভে ভীষ্ম উদ্ভব হইলেন, তিনি পিতার সহিত ধীবর কন্যা সত্যবতীর বিবাহ দিলেন। সত্যবতী অসতী ছিল, পরাশর তাঁহার অবিবাহিতায় সতীত্ব নষ্ট করেন, তদ্দ্বারা বেদব্যাস জন্ম পরিগ্রহণ করিলেন। শান্তনুর দ্বারা সত্যবতীর চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে দুই পুত্র হয়, কিন্তু তাঁহারা অসময়ে কাল করালে পতিত হইবাতে তাঁহাদিগের সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। অপর, ভীষ্ম কোন কারণ বশতঃ বিবাহ না করিলে তাঁহারও কোন সন্তানের সম্ভাবনা হইল না, এহেতু কুরু বংশ লোপ হইবার উপক্রম হইল,—ভীষ্ম তাহার উপায় করিলেন। ব্যাস সত্যবতীর আদেশে বিচিত্রবীর্য্যের প্রথম স্ত্রী অম্বিকার ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্রকে এবং দ্বিতীয় স্ত্রী অম্বালিকার ক্ষেত্রে পাণ্ডুকে উৎপন্ন করিয়া অম্বালিকার সখীর ক্ষেত্রে বিদুরকে উৎপন্ন করিলেন। পাঠকেরা! আমরা এই পুত্রদিগকে কোন্ বর্ণের মধ্যে পরিগণন করিব? ব্যাসকেই বা কোন্ জাতি বলিব? 'দেবরেণ সুতোৎপত্তি'—ব্যাস তো অম্বিকাদির দেবর ছিলেন না। কি কদাচার! যাহা হউক, শাস্ত্র মতে ব্যাস ব্রাহ্মণ হইলেন। যযাতির পুত্র যদু ক্ষত্রিয় হইলেন, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু এবং শূদ্র ক্ষেত্র জাত বিদুরও ক্ষত্র বলিয়া উল্লেখিত হইল। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন প্রভৃতি একশত পুত্র হইল কুন্তীর গর্ভে পাণ্ডুর যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন, এবং মাদ্রির গর্ভে নকুল ও সহদেব নামা পঞ্চ পুত্র জন্মিল। কিন্তু এই পঞ্চ পুত্র পাণ্ডুর ঔরষজাত পুত্র নহে, ইহাঁরা পঞ্চ দেব হইতে উৎপন্ন হন বিদুরের পুত্রাদি হইল না। পাণ্ডু এক ধর্ম্মিষ্ঠ, প্রতাপশীল নরপতি

ছিলেন। তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে তদীয় পুত্র যুধিষ্ঠির হস্তীনা রাজ্য শাসন করেন।

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা বিশেষতঃ দুর্য্যোধন অতি খল ছিল, তাহারা পঞ্চ পাণ্ডবের বিনাশ সাধনার্থ সমধিক যত্ন পাইয়া ছিল। তাহারা পরাক্রমী ভীমের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া তাঁহাকে বাল্যাবস্থায় মিষ্টান্নে বিষ মিষাইয়া খাওয়াইল, তাহাতে ভীম অনেক কষ্টে উদ্ধার পাইলেন। দুর্যোধন হস্তীনা হস্তগত করণ প্রত্যাশায় তথা পঞ্চ ভ্রাতার বিনাশ সাধনার্থ 'জতু গৃহ' নির্ম্মাণ করেন। ঐ জতুগৃহের চতুর্দ্দিকে ঘৃত কুম্ভ লুক্কায়িত ছিল, স্তম্ভেতে ঘৃত ও তৈল দেওয়া ছিল, অগ্নি দিলে পলায়নের পথ ছিল না, যে দিকে যাও সে দিকেই বিপদ। স্থানে স্থানে অস্ত্র শস্ত্র স্থাপিত হইল, তথায় গমন মাত্র অঙ্গ ছেদনের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। দুর্য্যোধন এই ভীষণ গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া কৌশলে কুন্তীর সহিত পঞ্চ পাণ্ডবকে তথায় সুখে থাকিতে পাঠাইলেন। তাঁহারা জতুগৃহে কিয়ৎ দিবস অবস্থিতি করেন, ইতিমধ্যে তাঁহারা দুর্য্যোধনের চাতুরী এবং তাঁহাদিগের নাশার্থ জতুগৃহ প্রস্তুত হইয়াছে টের পাইলেন। কিন্তু পলাইবার কোন উপায় পান না। বিদুর তাঁহাদিগকে এ শঙ্কটে ত্রাণ করেন; তিনি খনক নামক এক শিল্পীকে যুধিষ্ঠিরের নিকটে পাঠান। খনক জতুগৃহ পার্শ্বে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া পাণ্ডবদিগের মুক্তির পথ করিল। যে দিবস জতুগৃহে অগ্নি প্রদান করিবে, যুধিষ্ঠির খনক কর্ত্তৃক সেই নির্দ্ধারিত দিবস অবগত হইয়া রাত্রি কালে তাঁহাদিগের নিযুক্ত নাশক পুরোচনের গৃহে অগ্নি প্রদান পুরঃসর সুড়ঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন এবং গঙ্গা তীরে উত্তীর্ণ হইয়া বিদুর প্রেরিত তরণী করিয়া গঙ্গা পার হইলেন। তদনন্তর তাঁহারা হিড়িম্বক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই অরণ্যে হিড়িম্ব নামে এক নিশাচর ছিল, ভীম তাহাকে নষ্ট করিয়া হিড়িম্বা নামিকা তদীয় ভগিনীকে বিবাহ করেন। তৎপরে পাণ্ডবেরা বাগচক্রে নামা নগরে এক ব্রাহ্মণালয়ে বসতি করিলেন। তথায় বক নামে এক নিশাচর ছিল, সে প্রানুষ্ঠ এক এক ব্যক্তির নিকটে এক এক দিন কর স্বরূপ পায়সান্ন ও নরবলি গ্রহণ করিত, যে ব্যক্তি তাহা দিতে সমর্থ হইত না, নিশাচর সপরিবারের সহিত তাহাকে বিনাশ করিত। পাণ্ডবেরা যে বিপ্র গৃহে বসতি করিতেন, এক দিবস বকের কর তাঁহার অংশে প্রস্তুত হইল, অতএব তিনি সাতিশয় শোকাকুল হইলেন, কিন্তু ভীম ঐ বককে নাশ করিয়া তাঁহাদিগের শোক নিবারণ করিলেন।

পাণ্ডবেরা কিয়ৎকাল বিপ্রালয়ে থাকেন, ইতিমধ্যে পঞ্চাল রাজাত্মজা দ্রৌপদির স্বয়ম্বর সংবাদ শুনিয়া তাঁহারা স্বয়ম্বর দেখিতে পঞ্চালে গমন করিলেন এবং এক কুম্ভকারের গৃহে আশ্রয় লইলেন। দ্রুপদ রাজার তনয়া দ্রৌপদি অতি সৌকুমারী ও সুন্দরী ছিলেন, দ্রুপদ ব্যাসাদেশানুসারে এক "লক্ষ" নির্ম্মাণ করিলেন, ঐ লক্ষেতে এক খানি চক্র ক্রমশঃ ঘূর্ণায়মান হইতেছিল, তন্মধ্যে একটী ছিদ্র ছিল। সেই চক্রের অনতী দূরে একটী সুবর্ণ মৎস্য স্থাপিত হইল. তাহার চক্ষু দ্বয় হীরক মণ্ডিত। দ্রুপদ রাজা এবম্প্রকারে লক্ষ নির্ম্মাণ করিয়া এই ঘোষণা করিলেন, যে ব্যক্তি চক্রের ছিদ্র দিয়া মৎস্যের চক্ষু ভেদ করিতে পারিবে সে দ্রৌপদি লাভ করিবে। দ্রুপদ, কন্যার স্বয়ম্বরে এরূপ লক্ষ নির্ম্মাণ করিলে নানা দেশের রাজারা সংবাদ পাইয়া তদ্রাজ্যে আসিলেন। স্বয়ম্বর দেখিতে অনেক ঋষি, ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা তাঁহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণবেশ ধারণে ব্রাহ্মণ সমাজে ভুক্ত হইয়া বসিলেন। রাজকন্যা সভা মধ্যে উপস্থিতা হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই মোহিত হইলেন এবং অনিমেষ নয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাজারা তদীয় পাণি গ্রহণার্থ ব্যগ্রহাতিশয়ে ধনুষ্টঙ্কার পূর্ব্বক লক্ষ বিদ্ধিতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু কেহই ফল প্রাপ্ত হইলেন না। অনেকে পরাঙ্মুখ হইলে ভীষ্ম গাত্রোত্থান করিয়া ধনুর্ব্বান ধারণ করিলেন, কিন্তু তিনি অমঙ্গল-প্রদ দ্রুপদ পুত্র নপুংসক শীখণ্ডিকে দেখিয়া ধনুর্ব্বান পরিত্যাগ করিলেন। ভীষ্ম ধনুর্ব্বান পরিত্যাগ করিলে আর কেহ সাহস পূর্ব্বক অগ্রবর্ত্তী না হইলে দ্রুপদ পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন উচ্চ স্বরে কহিলেন, চারি বর্ণের মধ্যে যে ব্যক্তি লক্ষ ভেদ করিবে সে আমার ভগিনী প্রাপ্ত হইবে। দ্রোণাচার্য্য ধনু ধারণ করিলেন এবং 'আমি লক্ষ বিদ্ধিলে দুর্য্যোধন দ্রৌপদির স্বামী হইবে' কহিলেন। কিন্তু কৃষ্ণের প্রতারণাতে তিনি ফল প্রাপ্ত হইলেন না। অনন্তর কর্ণ উঠিলেন, তিনিও কৃষ্ণের কুহকে পতিত হইলেন। অতঃপর অর্জুন উঠিয়া লক্ষ ভেদ করিলেন। বিপ্রবেশী অর্জুন লক্ষ ভেদ করিলে দ্রৌপদী তদীয় পার্শ্বে আসিলেন, তাহা দেখিয়া নৃপতিগণের সাতিশয় কোপ হইল, তাঁহারা একত্র মিলিত হইয়া অর্জুনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্জুন সকলকে পরাজয় করিলেন। ভীম তাঁহাকে সাহায্য করিলেন। তদনন্তর পঞ্চ ভ্রাতা দ্রৌপদি সহ কুম্ভকারের নিকেতনে প্রবেশ করিলেন। কুন্তী তাঁহাদিগের বিলম্বে খিন্নমনা হইয়া ভাবিতেছিলেন, এমত সময়ে তাঁহারা উপস্থিত হইলেন। ভীম কুন্তীকে কহি-

লেন. অদ্য আমরাহেতে নিযুক্ত থাকিবাকে অধিক রাত্রি হইল, কিন্তু উত্তম ভিক্ষা পাওয়া গিয়াছে

কুন্তী কহিলেন. তোমরা পঞ্চ ভ্রাতায় ঐ ভিক্ষা অংশ করিয়া লহ। তৎপরে দ্রৌপদিকে দেখিয়া তাঁহার বিস্ময় জন্মিল। তিনি যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, অজ্ঞানত আমি কুকার্য করিয়াছি. দ্রৌপদিকে ভিক্ষা জ্ঞানে তোমাদিগকে অংশ করিতে বলিয়াছি। তুমি অতি ধর্ম্মজ্ঞ, অতএব ইহার হিতাহিত বিবেচনা কর মাতৃ বাক্য হেলন না হয়। যুধিষ্ঠির 'তোমার বাক্য কদাচ উলঙ্ঘন হইবে না' বলিয়া অর্জ্জুনের অভিপ্রায় জানিবার জন্য অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'ভাই! অনেক কষ্টে লক্ষ ভেদ করিয়া দ্রৌপদি লব্ধ করিলে, অতএব ইহাকে বিবাহ কর।' অর্জ্জুন উত্তর করিলেন, জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমানে কনিষ্ঠের বিবাহ বিধেয় নয়, অতএব আমি অগ্রে বিবাহ করিব না। তাহাতে যুধিষ্ঠির সাতিশয় পরিতুষ্ট হইলেন। পরদিবস তাঁহারা দ্রুপদের রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। দ্রুপদ পঞ্চ ভ্রাতার মধ্যে প্রত্যেককে (অর্থাৎ যাহার ইচ্ছা হয়) দ্রৌপদির পাণিগ্রহণ করিতে বলিলেন. কিন্তু তাঁহারা পঞ্চ জনেই দ্রৌপদিকে বিবাহ করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে দ্রুপদ অতীব চিন্তাকুল হইলেন। পরে ঋষিরা আসিয়া দ্রৌপদির পঞ্চ স্বামীর বিবরণ দ্রুপদকে জ্ঞাত করিয়া পঞ্চ ভ্রাতাকে কন্যা দান করিতে আদেশ করিলেন। দ্রুপদ পঞ্চ পাণ্ডবকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। তাঁহারা দ্রৌপদির সমভিব্যাহারে স্বদেশে আসিলেন। জতুগৃহ দাহ কালীন কুরু বংশীয়েরা অনুভব করিয়া ছিলেন, পাণ্ডবেরা মরিয়াছেন. কিন্তু সয়ম্বর কালে অর্জুন ও ভীমের বিক্রম দেখিয়া তাঁহাদিগের বিলক্ষণ বোধ হইল, পাণ্ডবেরা জীবিত আছেন, অতএব রাজ্যে আসিলে তাঁহারা পাণ্ডবদিগকে ও দ্রৌপদিকে অতি সমাদরে গ্রহণ করিলেন। যুধিষ্ঠির তদবধি কিয়ৎকাল অর্দ্ধ রাজ্য ইন্দ্রপস্থে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে যুধিষ্ঠির মহা সমারোহ পূর্ব্বক রাজসূয় যজ্ঞ করিলেন, তাহাতে পাণ্ডবদিগের অপরিমিত সৌভাগ্য দেখিয়া দুর্য্যোধনের হিংসা জন্মিল, তিনি পাণ্ডবদিগের নাশার্থ ষড়যন্ত্র করিয়া পাশক ক্রীড়া পাণ্ডবদিগের নাশ সাধক স্থির করিলেন এবং কলে কৌশলে যুধিষ্ঠিরকে পাশায় পরাস্ত করিয়া তাঁহার সমস্ত রাজ্য হস্তগত করণানন্তর সভা মধ্যে দ্রৌপদির অপমান করিয়া পাণ্ডবদিগকে বনে পাঠাইলেন। পাণ্ডবেরা ইতস্ততঃ বনে বনে দ্বাদশ বর্ষ কালযাপন করিয়া এক বৎসর বিরাট রাজ্যেশ্বরের

রাজবাটীতে কালহরণ করিলেন। বিরাট রাজের সহিত কুরুদিগের বিগ্রহ হয়, তাহাতে ভীমার্জ্জুন কুরুদিগের সকলকে একে একে পরাজয় করেন। বিরাট রাজ্যে পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতরূপে সম্বৎসর কাল বাস করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে দূত দ্বারা তাঁহাদিগকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে অবগতি করিলেন, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র অস্বীকৃত হইলে, তাঁহারা যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। কুরুক্ষেত্র রণক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট হইল, তথায় পাণ্ডব ও কুরু উভয়ে আপন আপন শিবির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক যুদ্ধ সজ্জা করিতে লাগিলেন। কুরুদিগের একাদশ অক্ষৌহিণী প্রস্তুত হইল, পাণ্ডবেরা সাত অক্ষৌহিণী প্রস্তুত করিলেন*। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, ভগদত্ত, দুর্যোধনের প্রধান সহকারী হইলেন, এবং শল্য প্রভৃতি আনুপূর্ব্বিক সেনানীর কর্ম্ম স্বীকার করিলেন। পাণ্ডবদিগের পক্ষে দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও কৃষ্ণ রহিলেন। প্রথমে ভীষ্ম কৌরবদিগের সেনানী হইয়া যুদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুন তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম অসামান্য ধনুর্দ্ধর ছিলেন,—অর্জ্জুন তাঁহাকে পরাজয় করিতে বিলক্ষণ উপায় করিলেন, সমুদয় নিষ্ফল হইল। অর্জ্জুন অল্প অমনোযোগী হইলে, ভীষ্ম একেবারে দশ সহস্র প্রাণী নাশ করিতে লাগিলেন, তাহাতে দশ দিনের মধ্যে পাণ্ডবদিগের এক লক্ষ সৈন্য ক্ষয় হইল। অর্জ্জুন ভীষ্ম নাশে অসমর্থ হইয়া তাঁহার নিকটে স্বয়ং গিয়া তাঁহার পতন বান প্রার্থনা করিলেন। আমরা পূর্ব্বেই কহিয়াছি, ভীষ্ম অমঙ্গল দর্শনে ধনুর্ব্বান ত্যাগ করিতেন, অর্জ্জুন তাঁহার পতন বান প্রার্থনা করিলে, তিনি দ্রুপদ পুত্র অমঙ্গলজনক শিখণ্ডীকে যুদ্ধ কালীন সম্মুখে রাখিতে বলিলেন। যুদ্ধ কালীন অর্জ্জুন ভীষ্ম সম্মুখে শিখণ্ডীকে রাখিলে, তিনি ধনুর্ব্বান পরিত্যাগ করিলেন। অর্জ্জুন এই সুযোগে বান দ্বারা তাঁহাকে ভূমিস্যাৎ করিলেন।

ভীষ্মের পরে দ্রোণ কুরু সেনানী হইয়া অর্জ্জুনের সহিত ঘোর যুদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুন তাঁহাকে কোন প্রকারে নষ্ট করিতে পারিলেন না। অনন্তর কৃষ্ণ চাতরী করিয়া "দ্রোণ পুত্র অশ্বথামা মরি-

* এক অক্ষৌহিণীতে " এক বিংশতি সহস্র, অষ্ট শত সপ্ততি রথ এবং উক্ত সংখ্যক হস্তী থাকে। অপর তন্মধ্যস্থ পদাতির সংখ্যা এক লক্ষ নয় হাজার তিন শত পঞ্চাশ, আর তাহাতে পঁয়ষট্টি সহস্র, ছয় শত দশটী অশ্ব থাকে" :— সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র—২ সংখ্যা।

য়াছেন” দ্রোণের প্রত্যক্ষে প্রকাশ করিতে বলিলেন. কিন্তু ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাহাতে সম্মত হইলেন না। তৎকালে কুরুদিগের অশ্বথামা নামে এক করী মরিয়াছিল। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে “অশ্বথামা হতঃ গজ ইতি” কহিতে আদেশ করিলেন। যুধিষ্ঠির তদনুরূপ করিবাতে দ্রোণ ভ্রম ক্রমে আত্ম পুত্রের মরণ-সংবাদ শ্রবণ করিয়া শোকে বিহ্বল হইলেন। এমত সময়ে দ্রুপদ পত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন খড়্গ দ্বারা তাঁহার শিরোচ্ছেদ করিলেন। তৎ পরে কর্ণ কুরু পক্ষের সেনাপতি হইয়া অর্জ্জুনের সহিত মহা যুদ্ধ করিলেন এবং অর্জুন হস্তে পতিত হইলেন। তদনন্তর শল্য সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করেন এবং যুধিষ্ঠিরের দ্বারা সংহারিত হয়েন। এ দিগে ভীম কুরু কুল, কুরু সৈন্য ক্ষয় করেন। দুর্যোধনাদি শত ভ্রাতা তাঁহার হস্তে নিপাতিত হয়েন। এ যুদ্ধে পাণ্ডবদিগের পক্ষে অভিমন্যু, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডাদির নাশ হয়। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হিন্দু সৈন্য ইউরোপীয়দিগের ন্যায় ব্যুহ রচনা করিতে পারিত, অর্জুন পুত্র অভিমন্যু এই ব্যুহে প্রবেশ করিয়া আত্ম প্রাণ নাশ করিয়াছিলেন। অভিমন্যুকে দ্রোণ, কর্ণ, প্রভৃতি সপ্ত মহা বীর বেষ্টন করিয়া নষ্ট করেন। যুদ্ধ শেষ হইলে অশ্বথামা পাণ্ডবদিগের শিবিরে প্রবেশ করিয়া দ্রৌপদির পঞ্চ পুত্রকে পঞ্চ পাণ্ডব জ্ঞানে হনন করেন, তাহাতে অর্জ্জুন কুপিত হইয়া তাঁহার শীরাগ্র ভাগ ছেদন করিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর মধ্যে কেবল নয় ব্যক্তি জীবিত ছিল, পঞ্চ পাণ্ডব, সাত্যকি, অশ্বথামা, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, ইত্যাদি। উক্ত অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর মধ্যে দুর্য্যোধনের ১২০২৮৫০ পদাতিক, ৭২০৭১০ তুরগ, ২৪০৫৭০ রথ, এবং ২৪০৫৭০ হস্তী ছিল। ৭৬৫৪৫০ পদাতিক, ৪৫৯২৭০ তুরগ, ১৫৩০৯০ রথ, এবং ১৫৩০৯০ হস্তী, যুধিষ্ঠিরের সপ্ত অক্ষৌহিণীর সংখ্যা। কিন্তু এতাদৃশী অগণনীয় ব্যক্তির মধ্যে কয়েক ব্যক্তি মাত্র পরিত্রাণ পায়। কি আশ্চর্য্য! মনুষ্যদিগের কি অবিবেকতা! কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অষ্টাদশ দিবস মাত্র হয়, কি আশ্চর্য্য এত অল্প দিনের মধ্যে এত লোক কাল কবলে পতিত হয়! সে যাহা হউক, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে, যুধিষ্ঠির সমস্ত রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহাকে অধিক কাল রাজ্য ভোগ করিতে হইল না, তিনি জ্ঞাতি, বন্ধু, পরিজনের মরণে শোকাকুল হইলেন, এবং সেই সুহৃদ কৃষ্ণের মৃত্যুতে তাঁহার শোক আগুনের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইল। বৃষ্ণি, অথবা যদুবংশ আত্ম বিচ্ছেদে সমূলে নির্ম্মূল হইলে যুধিষ্ঠির

সংবাদ পাইয়া চারি ভ্রাতা ও দ্রৌপদি সহ রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক 'মহা প্রস্থান' করিলেন, অর্থাৎ তাঁহারা সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মচারী-দিগের সদৃশী পারত্রিক কার্য্যে নিরত হইয়া হিমালয় শৃঙ্গাভিমুখে চলিলেন। ব্যাস কহিয়াছেন, যুধিষ্ঠির নিজ পুণ্যবলে সশরীরে স্বর্গারোহণ করেন। তিনি কাল করতলে পতিত হউন, সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করুন, আমরা এতদ্বিষয় মিমাংসা করিতে সমর্থ নাহি। যুধিষ্ঠির আশ্চর্য্যরূপে ধর্ম্মশীল ছিলেন, ব্যাস তাঁহার চরিত্র উপযুক্ত বর্ণন করিয়াছেন; কিন্তু যুধিষ্ঠির যেরূপ ধর্ম্মিষ্ঠ ছিলেন তদ্রূপ হওয়া অসীম কঠিনকর। ব্যাস পুত্র শুকদেবের চরিত্র অসম্ভব বোধ হয়, শুকদেব ভূমিষ্ঠ না হইতেই সংসারে তাঁহার বিরক্তি জন্মিল, ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র (অর্থাৎ বাল্যকালেই) তিনি মায়া, মোহ পরাজয় করিয়া পরব্রহ্মে মন সংলগ্ন করিলেন। তাঁহার চরিত্রের দ্বারা বিশেষ প্রতীয়মান হয় তিনি প্রকৃত ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি সনাতন ধর্ম্ম বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, এবং ষড় রিপু পরাজয় করিয়া ইন্দ্রিয় সমস্তকে কুপথে ধাবমান হইতে নিবারণ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্ম বিষয়ক চরিত্র সামান্য নহে। তাঁহার চরিত্র যদিও অসম্ভব অনুভব হয়, তথাপি যিশু-খ্রীষ্টের ন্যায় অসম্ভব নয়। খ্রীষ্টিয়ানেরা দূরে থাকুক অস্মদ্দেশীয় নব্য দলগুলি সসাহসে কহেন, খ্রীষ্টের চরিত্রের ন্যায় সাধু চরিত্র কোন ধর্ম্মে পরিদৃষ্ট হয় না, বাইবেলের ন্যায় নীতি শাস্ত্র নাই। অজ্ঞানেরা শুকদেব ও যুধিষ্ঠিরের চরিত্র পর্য্যালোচনা করুক, তখন বলুক, ভারতবর্ষের কবিগণ সচ্চরিত্র বর্ণন করিতে পারেন নাই; অথবা খ্রীষ্টের চরিত্রের ন্যায় সাধু চরিত্র কোন ধর্ম্মে পরিদৃষ্ট হয় না। অজ্ঞানেরা সংস্কৃত ভাষার সমস্ত নীতি শাস্ত্র পাঠ করুক, তখন দেখিবে বাই-বেলের ন্যায় নীতি শাস্ত্র আছে কি না। যদিও আমাদিগের সংস্কৃত নীতিশাস্ত্র পৌত্তলিক ধর্ম্মে মিশ্রিত আছে, যদিও যুধিষ্ঠিরের সশরীরে স্বর্গারোহণ, তাঁহার চারি ভ্রাতার মরণ ও পুনঃ জীবন প্রাপ্তি, তাঁহার প্রতি ধর্ম্মের চারি প্রশ্ন, কল্পিত গল্প স্বরূপ বোধ হয়, তথাপি খ্রীষ্টের চরিত্রে, তদপেক্ষা সহস্রাধিক কল্পিত গল্প পাওয়া যায়। মায়াকারের মায়াবিদ্যা স্বরূপ তাঁহার অলৌকিক কার্য্য, তাঁহার ভবিষ্যৎ বচন, তাঁহার মরণান্তে নবম দিবসে পুনরুত্থান কোন্ বুদ্ধিমান্ বিশ্বাস করিবেন? মনুষ্য কি নিমিত্ত খ্রীষ্টকে দেব বলিয়া মানিবে? শুকদেব ও যুধিষ্ঠির কি অপরাধ করিয়াছেন, যে তাঁহারা পাপাত্মা মনুষ্যের মধ্যে গণ্য হইবেন? যদি বল খ্রীষ্ট অতি ধার্ম্মিক মনুষ্য ছিলেন, তিনি ষড় রিপু

অধীন করিয়াছিলেন। শুকদেব তাহাতে অপটু কই? কিন্তু শুকদেবের বিশেষ ধর্ম্ম ছিল, তিনি আপনাকে দেব-স্বরূপ জ্ঞান করিতেন না, আমি ভবিষ্যৎবক্তা তাহাও বলিতেন না, বাক্য, অথবা গাত্রে হস্তার্পণ দ্বারা কাহার অমুক্তনীয় রোগ উপশম করেন নাই। খ্রীষ্টের সে ধর্ম্ম কোথায়? খ্রীস্ট ষড় রিপু সম্পূর্ণ অধীন করিতে পারেন নাই, উক্ত রূপ আচরণে প্রতীত হইল। যে ব্যক্তি ভবিষ্যৎ বচন বলিত, আপনাকে ভবিষ্যৎবক্তা জ্ঞান করিত, তাহার নির্ব্বোধতা, তাহার গর্ব্বতা কি লুপ্ত হইয়াছে? ঈশ্বর যদি তোমাকে সৃষ্টি করিলেন, তবে তুমি ঈশ্বরকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্চ্চনা কি নিমিত্তই বা না কর? কেমন হিন্দু জাতি 'ছুট' এখন হিন্দু জাতীয়েব গৌরব দেখ! অন্য কথায় আবশ্যক নাই। শুকদেব ও যুধিষ্ঠির যে তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন তাহার সন্দেহ কি? তবে যে সশরীরে যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ এবং তাঁহার সময়ে যে অবৈধ ধর্ম্মের আচার দেখা যায় তাহা কেবল স্বভাবের গুণে হইয়াছে। ব্যাস স্থলে স্থলে আপনার সমকালীক মনুষ্যদিগের চরিত্রানুযায়িক যুধিষ্ঠিরের অবৈধ ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির পৌত্তলিক ছিলেন না, তাঁহার রাজত্ব কালীন পৌত্তলিক ধর্ম্ম প্রকাশ ছিল না, বরঞ্চ রামচন্দ্রের রাজত্ব কালীন পৌত্তলিক ধর্ম্ম প্রকাশমান দেখা যায়। রাবণের সহিত যখন যুদ্ধ হইয়াছিল, রামচন্দ্র তৎকালে দুর্গার প্রতিমা পূজা করিয়া ছিলেন। রাবণও করিয়াছিল। বর্ত্তমানে হিন্দুরা রামকে ও কৃষ্ণকে দেব জ্ঞানে অর্চ্চনা করে। যুধিষ্ঠির তদ্রূপ করেন নাই। বরঞ্চ স্থলে স্থলে এরূপ লিখিত আছে, যে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করিয়াছেন, অর্চ্চনাও করিয়াছিলেন। আমরা এক সময়ে কহিয়াছি যে, বীরেরা মরণান্তে দেব স্বরূপ হইত এবং ব্যক্তিরা তাহাদিগকে পূজা করিত, তাহা এস্থলে প্রমাণ্য হইল। কিন্তু যুধিষ্ঠির অতিরিক্ত ধর্ম্ম বশতঃ রাজার পক্ষে অনুপযুক্ত হইয়াছিলেন। গ্রীশ দেশীয় বিচারপতি ড্রেকো অশৎ ছিলেন না, যে সময়ে তিনি গ্রীশের ব্যবস্থাপক ছিলেন তৎকালে কেহই তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক ছিল না, কিন্তু তিনি ধর্ম্মেতে প্রমত্ত হইয়া অতি অনুপযুক্ত ও কঠিন ব্যবস্থা প্রস্তুত করেন, এবং দেশের সুখ স্বচ্ছন্দ না করিয়া দুঃখানল বৃদ্ধি করেন। যুধিষ্ঠির যে তদ্রূপ ছিলেন তাহা আমরা কি প্রকারে বলিব, যাবৎ হিন্দু ভূপালদিগের মধ্যে তিনি সুনিয়মে রাজ্য শাসন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কার্য্য বিশেষে অনুমান হয়, তিনি রাজ্য শাসনে সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন না।

যখন দুঃশাসন দ্রৌপদিকে সভা মধ্যে উলঙ্গ করিল, তদ্দণ্ডে তিনি দুষ্টকে প্রতিফল দিতে অপারগ হইলেন। যখন ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে জতুগৃহে পাঠাইলেন, তৎকালে তিনি ঐ গৃহ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া দ্বাদশ বর্ষ বন-পরিভ্রমণ করিলেন। তিনি তৎকালে কি নিমিত্ত রাজ্যে প্রত্যাগমন না করিলেন? কি নিমিত্ত রাজ্য উদ্ধারে সযত্নবান না হইলেন? যখন কীচক, বিরাট রাজের বাটীতে দ্রৌপদির প্রতি যৎপরোনাস্তি অন্যায় আচরণ করে, তৎকালে ভীমকে দুষ্ট দমনার্থ কি হেতু ইঙ্গিত না করিলেন? এরূপ কঠিন ধর্ম্মাচরণে কোন ব্যক্তি রাজ্যের পক্ষে উপযুক্ত হইতে পারেন না। পরন্তু রাজা পশ্চাতে রাখিয়া যদি এক সামান্য ব্যক্তির ধর্ম্ম গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরের অসামান্য সহিষ্ণুতা প্রকাশ হইবে। খ্রীস্ট মানবের হিতার্থ আত্ম দেহ নাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু পাঠকেরা জানিবেন, তাঁহাকে অপারগে দেহ নাশ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার কোন ক্ষমতা ছিল না, একারণ তিনি অন্যের হস্তে জীবন সমর্পণে বাধ্য হইয়াছিলেন, নতুবা তাহা স্বেচ্ছামত নয়। যুধিষ্ঠিরের এরূপ সহিষ্ণুতা যে, তিনি জাতি মান, পরিবারের মান, নাশ করিয়াছেন, পাশক ক্রীড়া করিলে রাজ্য হারাবেন জানিয়াও শ্রেষ্ঠ জনের আজ্ঞা উল্লংঘনে অসমর্থ হইয়া আত্ম ক্ষতি স্বীকারে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দুর্য্যোধন তাঁহার কি না অনিষ্ট করিয়াছেন এবং তিনি অবলীলাক্রমে কি না সহিয়াছেন*? যুধিষ্ঠিরের এ প্রকার সহিষ্ণুতা ছিল। এলফিনিষ্টন্ প্রভৃতি কতকগুলি ইতিহাসবেত্তা ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ (১৭০০ কল্যাব্দা) যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব কাল নিরূপণ করেন। তাঁহারা আরো কহেন, রামায়ণের যুদ্ধাপেক্ষা ভারত যুদ্ধ অনেক সম্ভব যোগ্য। ফলে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বিশ্বাস-যোগ্য বটে; এতদ্বিষয়ে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় এবং ভারতবর্ষের স্থলে স্থলে ইহার অনেক চিহ্ন দেখা যায়। যুধিষ্ঠির যে ভারতবর্ষের যথার্থ রাজা ছিলেন তাহার সম্পূর্ণ প্রমাণ আছে। এক প্রধান প্রমাণ এই, যে তাঁহার দ্বারা বিখ্যাত অব্দ নিদ্দিষ্ট হয়, অতএব ব্যাসের কাব্য, অথবা কাব্য সম্বলিত ইতিহাস বাল্মীকির কাব্যাপেক্ষা অধিকাংশে সত্য। মহাভারত অতি চমৎকাররূপে লিখিত হইয়াছে, ইহাতে অনির্ব্বচনীয় বুদ্ধি কৌশল প্রকাশ পাইয়াছে। আরব্য উপন্যাসের সমস্ত উপন্যাস যেমত এক সূত্র হইতে অনুক্রমে উৎপন্ন হই-

* গ্রীশ দেশীয় মহা পণ্ডিত সক্রেতিজের চরিত্র অজমীঢ়ের ন্যায় অপরূপ।

য়াছে, মহাভারতের তাবৎ ঘটনা, ইতিহাস, যুদ্ধাদি, তদ্রূপ এক সূত্র হইতে সমুদ্ভূত পরিদৃষ্ট হয়। মহাভারতের অপর এক বিশেষ গুণ এই যে সমগ্র গ্রন্থ ও সহস্র সহস্র ঘটনা কেবল দুই ব্যক্তির দ্বারায় সমাপ্ত হইয়াছে;—জনমেজয় প্রশ্ন করিতেছেন এবং বৈসম্পায়ন তাহার উত্তর দিতেছেন। মহাভারতের সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে আমরা যে স্থান পাঠ করি না, অত্যল্প ব্যতীত প্রায় সমস্ত স্থলেই দেখিব, জনমেজয় ও বৈসম্পায়নে বাদানুবাদ হইতেছে। আরব্য উপন্যাস এ বিষয়ে তাদৃশী কৌশলবদ্ধ হয় নাই। আমরা ঐ গ্রন্থের কিয়ৎ উপন্যাসে বক্তা সিংবজদকে দেখিতে পাই এবং গ্রন্থের অবসানে এক বার তাঁহাকে দৃষ্টি গোচর করি, নতুবা অন্য সমস্ত স্থলে কে বক্তা, কে শ্রোতা, আমরা নির্ধারণ করিতে হতঃবুদ্ধি হই। সে যাহা হউক, দুই গ্রন্থই শৃঙ্খলারূপে অলঙ্কৃত; কিন্তু আরব্য উপন্যাস কেবল এক বিষয়ই, অর্থাৎ মনোরম্য উপন্যাস বিষয়েই উত্তীর্ণ হইয়াছে, মহাভারতের আরো প্রশংসা এই, যে ইহাতে তাবৎ বিষয়ই, কি প্রেম রস, কি প্রণয় রস, কি নীতি রস, কি বিগ্রহের রক্তিম রস, সকলই পাওয়া যায়। মহাভারতের নানা ঘটনা সন্দর্শনে বোধ হয়, মহাভারত শুদ্ধ ব্যাসের দ্বারা লিখিত হয় নাই, অনেক বুধগণ উক্ত গ্রন্থ লিখিয়াছেন, ব্যাস তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান হইয়া তাঁহাদিগের হইতে সাহায্য পাইয়াছেন। অনেক ব্যক্তি মহাভারত রচনা করিলে শুদ্ধ ব্যাসের নাম কি নিমিত্ত জাজ্বল্যমান হইল? অপর সমস্তের নাম লুপ্ত হইলই বা কেন? ইহার কারণ এই, যে ব্যাস তাঁহাদিগের সকলের মধ্যে প্রধান ছিলেন এবং অসীম জ্ঞানসম্পন্ন প্রযুক্ত সকলের নাম আপনার নামের দ্বারা পরিক্ষীণ করিয়াছেন। পরন্তু ব্যাস মহা কাব্য মহাভারত যদি একক রচনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে স্থিরীকৃত হইবে, তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান, বহুদর্শী ও বিচক্ষণ ভূমণ্ডলে জন্ম পরিগ্রহ করেন নাই। মহাভারতে শঠ, অশঠ, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, বুদ্ধিমান, নির্বুদ্ধি; সকল প্রকার চরিত্র পাওয়া যায়। বিশেষতঃ কাব্যের প্রধান ব্যক্তিদিগের চরিত্র অতি মনোহর। যুধিষ্ঠিরাদির দুঃখ রামচন্দ্রের দুঃখাপেক্ষা সুন্দর বর্ণন হইয়াছে। অর্জুনের ধীশক্তি, ও ধনুর্দ্ধরত্ব, রামের অপেক্ষা সুন্দর। যদিও কুম্ভকর্ণের শরীর ভীষণ, তথাপি তাহার বীরত্ব তদনুযায়িক প্রকাশ হয় নাই। ভীমের বীরত্ব উপযুক্ত হইয়াছে। বরঞ্চ বাল্মীকি রাবণের বীরত্ব চারু বর্ণন করিয়াছেন। দ্রৌপদির চরিত্র যদিও উত্তম, তথাপি সীতার চরিত্র তাঁহার অপেক্ষা সরল।

সরলতা যোষাগণের অলঙ্কার। স্থলে স্থলে দ্রৌপদির অহঙ্কার দেখা যায়। দ্রৌপদি হরণার্থ জয়দ্রথকে প্রেরণ, দুর্য্যোধনের এই কদাচার এবং দ্রৌপদির প্রতি দুঃশাসনের অসৎ ব্যবহার, সীতার প্রতি রাবণের অসদাচার অপেক্ষা গুরুতর। রাবণ সীতাকে যদিও হরণ করিয়া তাঁহাকে নানা যন্ত্রণা দিয়াছিল, তথাপি সে তৎ গাত্র স্পর্শ করে নাই এবং সীতার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও জয়দ্রথ, আত্মজন হইয়া দ্রৌপদির প্রতি কদাচার করিবাতে তাহাদিগের অসদাচার গুরুতর প্রকাশ হইয়াছে। গান্ধারীর সতীত্ব চমৎকার। ব্যাস, ভিন্ন প্রকার চরিত্র এবম্প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন। অনেকেই কহেন, ব্যাস যুধিষ্ঠিরের সমকালবর্ত্তী; ইহা স্থির করা কিঞ্চিৎ কঠিন বোধ হয়, কারণ মহর্ষি বিশ্বামিত্র যোগবাশিষ্ঠে রামচন্দ্রের নিকটে যৎকালে ব্যাস পুত্র শুকের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তৎকালে, বিশেষ প্রতীত হইতেছে, ব্যাস যুধিষ্ঠিরের সমকালবর্ত্তী না হইয়া রামের সমকালবর্ত্তী ছিলেন, তাহা না হইলে যোগবাশিষ্ঠে কদাচ এরূপ লিখিত হইত না! অপর, ইহার এক প্রতিবন্ধক এই, যে ব্যাস যদি যুধিষ্ঠিরের সমকালবর্ত্তী না হইলেন, তবে তিনি কুরুক্ষেত্রের রণ কি প্রকারে বর্ণন করিতে পারিলেন। এতদ্দ্বারা ব্যাসের অবস্থানের কাল স্থির করা কঠিন হইয়াছে। ইহার দুই মিমাংসা পাঠকবর্গের গোচরার্থ প্রদর্শন করিতেছি; এক মিমাংসা এই, যে ভারতবর্ষে দুই ব্যাস ছিলেন, এক ব্যক্তি রামচন্দ্রের সমকালবর্ত্তী, অপর ব্যক্তি যুধিষ্ঠিরের সমকালবর্ত্তী। কিন্তু এক রূপ নাম হওয়াতে দুই ভিন্ন ব্যক্তি একত্রিত হইয়াছেন। অপর মিমাংসা এই, যে রামচন্দ্র যুধিষ্ঠিরের অধিক কাল পুর্ব্বে রাজত্ব করেন নাই, ব্যাস তাঁহার রাজত্ব কালীন অবস্থিত থাকিবেন, এবং রামের কিয়ৎকাল পরে যুধিষ্ঠির রাজা হইবাতে তিনি তাঁহার সমকালীন হইয়া ছিলেন। ব্যাস দীর্ঘায়ু হইবেন সন্দেহ নাই, এবং পুর্ব্বকালের মনুষ্যেরা প্রায় সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিত আমরা কহিয়াছি, অতএব উভয়ের সমকালবর্ত্তী হইবেন আশ্চার্য্য কি? আমরা এ স্থলে চন্দ্রবংশের প্রধান শাখার বৃত্তান্ত শেষ করি। যুধিষ্ঠির মহা প্রস্থান কালীন অর্জুন পৌত্র পরিক্ষিতকে রাজ্যার্পণ করেন। পরিক্ষিত কিয়ৎকাল উৎকৃষ্টরূপে রাজ্য শাসন করিলেন, কিন্তু দৈবাযৎ সর্প দংশনে তাঁহার প্রাণ নাশ হইল। পরিক্ষিতের পুত্র জনমেজয় পরিক্ষিতের উত্তরাধিকারী হইলেন।

জনমেজয়ের দুই পুত্র হয়. শতানীক ও শঙ্কু, ইহারা অনুক্রমে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা হয়েন। শতানীকের মেধদত্ত নামে পুত্র হয়।

কিন্তু জনমেজয়ের পরে পাণ্ডুবংশে কেহ বিখ্যাত নরপতি হয়েন নাই। কিয়ৎকাল অন্তরে চন্দ্রবংশে পুরু নামা এক রাজা হস্তীনার অনতী পশ্চিমস্থ পাঞ্চালে রাজ্য শাসন করেন। ইংলণ্ডীয় ইতিহাসবেত্তারা তাঁহাকে "পোরস" বলিয়া উল্লেখ করেন, তাঁহারা আরো কহেন যে, তিনি পাণ্ডবদিগের এক উত্তরাধিকারী ছিলেন। তাহা যে রূপ হউক, পুরু তৎকালে ভারতবর্ষের মধ্যে মহা বিক্রমশালী নরপতি ছিলেন, সন্দেহ নাই। এই পুরু জগদ্বিখ্যাত যোদ্ধা আলেকজান্দ্রের সহিত সমর করেন, অতএব তাঁহার কিরূপ অসাধারণ শূরত্ব ছিল সকলেই অনুভব করিতে পারেন। ২৭৭৩ কল্যাব্দে (৩২৭ খ্রীষ্টাব্দ) আলেকজান্দ্র ভারতবর্ষ আক্রমণ পূর্ব্বক সিন্ধু নদীতে উত্তীর্ণ হইলে, পুরু তাঁহার মহৎ প্রতিবন্ধক হইলেন। তিনি আলেকজান্দ্রকে দেশ প্রবেশ হইতে নিবারণার্থ সিন্ধু নদী কূলে আপন সৈন্য দল স্থাপন করিলেন। তাহাতে আলেকজান্দ্র পথ না পাইয়া অন্য দিক্ দিয়া প্রবেশেচ্ছুক হইয়া এই যুক্তি স্থির করিলেন—তিনি খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ করিব প্রচার করিলেন, এবং শত্রুদিগের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য নিজ সৈন্যদিগকে কোলাহল করিতে ও অস্ত্র শস্ত্রে প্রস্তুত হইতে কহিলেন। ঈদৃশী আদেশে তাঁহার তৎক্ষণে যুদ্ধ করিবার কোন অভিলাষ ছিল না। তবে তিনি কি নিমিত্ত এমত আদেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অভিপ্রায় ছিল, যে সৈন্যদিগকে প্রত্যহ উক্তরূপ আচরণ করিতে বলিলে শত্রুরা যুদ্ধার্থ অবশ্য অগ্রসর হইবে, কিন্তু তিনি তাহাদিগের সহিত পুঃন পুঃন যুদ্ধ না করিলে তাহারা আর সতর্ক থাকিবে না, অপিচ তাহাদিগের বিশ্বাস জন্মিবে যে, বিপক্ষেরা যুদ্ধ করিবে না? এ যুক্তি ফলবতী হইয়াছিল। আলেকজান্দ্রের সৈন্যেরা সুসজ্জিত হইয়া কেবল কোলাহল করিলে, পুরু সৈন্যেরা অনুমান করিল, বিপক্ষেরা যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়াছে, অতএব তাহারা সতর্ক রহিল না। এদিকে আলেকজান্দ্র তাহাদিগকে অসাবধানী দেখিয়া অর্দ্ধ সৈন্য ক্রেটিরস নামা সৈন্যাধ্যক্ষের নিকটে রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্য সমভিব্যাহারে অনতী দুরস্থ এক দ্বীপে উত্তীর্ণ হইলেন। ভারতীয় নৃপতি তাহার সংবাদ পাইয়া তদীয় পুত্রকে যুদ্ধার্থ পাঠাইলেন। উভয় পক্ষে বিজাতীয় সংগ্রাম হইল এবং পুরুর পুত্র যুদ্ধে হত হইবাতে ভারতবর্ষীয়েরা পরাজিত হইলেন। পুরু এই দুর্ঘটনা কর্ণগোচর

করিয়া রাজ্য রক্ষার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অশ্ব, গজ, রথী, পদাতিক শৃঙ্খলারূপে উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করিলেন। তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে পুরু বলপূর্ব্বক সবেগে আক্রমণে নিযুক্ত হইলেন। দীর্ঘ কাল সমর হইল, দীর্ঘ কাল কেহ কাহাকে পরাজয় করিতে পারিলেন না।

অনন্তর স্বপক্ষ সৈন্য, বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিবাতে পুরু পরাজিত হইলেন। আলেকজান্দ্র বিজয়ী হইয়া দূত দ্বারা পুরুকে অধীন হইতে বলিলেন। পুরু আপনাকে অক্ষম জানিয়া এবং যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত প্রযুক্ত পরিতাপিত হওয়াতে স্বীকৃত হইলেন। আলেকজান্দ্রের সমীপে তাঁহাকে উপস্থিত করিলে আলেকজান্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তিনি কি রূপ ব্যবহৃত হইতে বাঞ্ছা করেন?' পুরু অলৌকিক সাহস অবলম্বন পূর্ব্বক উত্তর দিলেন, "নৃপতির ন্যায়।" তিনি অন্য কিছু প্রার্থনা করেন পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করাতে—ঐ শব্দেতে সকলই আছে, পুরু এই প্রত্যুত্তর করিলেন। আলেকজান্দ্র পুরুকে আত্ম সদৃশী সাহসী দেখিয়া তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে অর্পণ করিলেন, এবং ঐ রাজ্য বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। তৎকালে ভারতবর্ষীয়েরা এবম্প্রকার শৌর্য্যসম্পন্ন ছিল। পরন্তু হে বিশ্বপতে! সেই পুরু কি পুনঃ ভারত ভূমে জন্ম পরিগ্রহ করিবেন? আর কি তিনি পৃথ্বীজয়ী আলেকজান্দ্রকে নিঃশঙ্কায় আক্রমণ করিবেন?

আলেকজান্দ্র জয়ী হইয়া হৈপেসিস নদী তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। এই স্থলে তাঁহার সৈন্যেরা অসন্তুষ্ট হইয়া বিদ্রোহী হইল এবং আর অধিক গমন করিতে অসম্মতি প্রদান করিল। আলেকজান্দ্র উপায় বিনা তাহাদিগের মতের বশবর্ত্তী হইলেন এবং হৈদসপেস নদীতে আসিলেন। তথায় বহু বৃহৎ কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে গমনাশয়ে জাহাজ প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। এই স্থলে মুলতান্ দেশীয়দিগের সহিত তাঁহার সংগ্রাম হইল। মুলতন্ দেশীয়েরা দুর্ব্বলী ছিল না, তাহারা সবলে রণে প্রবর্ত্ত হইল।

অবশেষে আলেকজান্দ্র তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া বেবিলন রাজ্যে গমন করেন। ৩২৩ খ্রীষ্টাগ্রে তথায় তাঁহার প্রাণ ত্যাগ হয়। আলেক্জান্দ্র এক বিখ্যাত যোদ্ধা, বিখ্যাত রাজা, বিখ্যাত পৃথিবীজয়ী ছিলেন। তিনি অত্যাচারী ছিলেন না এমত নহে, তাঁহার দ্বারায় অনেক প্রদেশ অসীম লোক ধ্বংস হইয়াছিল। পরন্তু তাঁহার দ্বারায় অনেক প্রদেশ ও অসীম লোক শ্রীমন্ত ও ভাগ্যবন্ত হয়। তদীয় দ্বারা অনেক নব

রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। কৃষী কর্ম্ম, বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য তিনি সমধিক উৎসাহী ছিলেন। গ্রীশ ও ভারতবর্ষ, এতদুভয় প্রদেশ বাণিজ্য সহকারে সংযোগ এবং উভয় দেশীয়দিগের পরস্পর অপর দেশে গমনাগমনের উপায় করিতে তিনি বিবিধ চেষ্টা ও যত্ন করিয়া ছিলেন। আলেকজান্দ্র হিন্দুস্থান হইতে প্রস্থান করিবার অগ্রে নিয়ারকস নামক প্রিয় সেনানীকে সিন্ধু নদীর অন্তর্ভাগ হইতে পারস্য অখাত পর্য্যন্ত জাহাজে করিয়া অনুসন্ধান করিতে পাঠাইয়া ছিলেন। এই অনুসন্ধানের হেতু সুদ্ধ বাণিজ্য বৃদ্ধি করণ। তিনি অর্ণবপোত অবলম্বন পূর্ব্বক সামুদ্রিক গমনাগমন বিধি প্রচলিত করিবার নিমিত্ত স্থানে, বিশেষতঃ সিন্ধু নদীর নিকটস্থ স্থানে জাহাজীয় অড্ডা নিদৃষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি নাবিক বিদ্যা উন্নতি করণ হেতু সাতিশয় প্রযত্ন প্রকাশ করিতেন। এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইল, তাঁহার চরিত্র দোষ গুণে সমভাবে মিশ্রিত ছিল।

এস্থলে চন্দ্রবংশ পুরু হইতে শেষ হইল। চন্দ্রবংশ লুপ্ত হইলে হস্তিনার রাজ্য ধ্বংস হইল, কিন্তু তথাপি ভারত রাজ্য মগধ দেশে বৃদ্ধিশীল হইতে লাগিল।

বার্হদ্রথবংশ।

বার্হদ্রথ বংশ মগধেশ্বর বৃহদ্রথ হইতে উৎপন্ন হয়। মহারাজ জরাসন্ধ তাঁহার তনয়। জরাসন্ধ যুধিষ্ঠিরের সমকালবর্ত্তী ছিলেন, ভারতবর্ষে তৎকালে তৎ তুল্য বীর্য্যবান নরপতি প্রায় ছিল না। তিনি নিজ বাহু বলে প্রায় সমস্ত নৃপচয়কে অধীন করিয়াছিলেন। জরাসন্ধের কিয়ৎ পরে নন্দ নামে এক নরপাল হয়েন। তিনি শূদ্রাণী গর্ব্ভজাত ছিলেন, কিন্তু তদর্থ সিংহাসন গ্রহণে ও রাজ্য শাসনে পরাংমুখ হন নাই। অসীম প্রতাপ হেতু তাঁহার সমকালজ ভারতবর্ষীয় রাজারা তাঁহাকে সমধিক মান্য করিতেন। যে সময়ে আলেকজান্দ্র পুরুকে পরাজয় করেন তৎকালে নন্দ ২০০০০ অশ্ব ২০০০০০ পদাতিক লইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। পরন্তু আলেকজান্দ্রের সৈন্যের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইবাতে আলেকজান্দ্র ভারতবর্ষ পরিহার করণে বাধ্য হইলে, নন্দের সহিত যুদ্ধের প্রত্যাশা রহিল না। এতদ্দ্বারায় সম্পূর্ণ অনুভূত হইতেছে, নন্দ বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন। নন্দ কিয়ৎকাল সুখৈশ্বর্য্য সম্ভোগ করিয়া ২৭৭২ কল্যাব্দে প্রাণ ত্যাগ করেন। নন্দের নবম পুত্র ছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বিম্বসার নরপাল হইলেন। চন্দ্রগুপ্ত বিম্বসারের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন। বিম্বসার তাঁহাকে কোন রাজ্যের অধিকার দিলেন না এবং

অপর সপ্ত ভ্রাতৃগণ সহ পিতৃ রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন,* অপর চন্দ্রগুপ্তকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে অসম্মত হইলে বিম্বসার তাঁহাকে নষ্ট করিতে উদ্যত হন, তাহাতে চন্দ্রগুপ্ত সশংক হইয়া পঞ্চালে পলায়ন করেন।

আলেকজান্দ্র ঐ সময়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত ভ্রাতৃ বিপক্ষে তন্নিকটে সাহায্যের প্রত্যাশায় আবেদন করেন, কিন্তু আলেকজান্দ্র তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য করিলেন না।

চন্দ্রগুপ্ত তৎপরে হিমালয় পর্ব্বতীয় পার্ব্বতক নরপতির সহিত সন্ধি করিয়া তৎ সমভিব্যাহারে ভ্রাতৃ সহ যুদ্ধার্থে মগধে উপস্থিত হইলেন, এবং নিজ বাহু বলে ও চাণক্য নামক রাজ পণ্ডিতের সহায়তায় ভ্রাতাষ্টকে নষ্ট করাইয়া ২৭৭৫ কল্যাব্দে রাজ্য উদ্ধারান্তে পাটলিপুত্র নগরে রাজপাট স্থাপন করিলেন।

এই সময়ে সিলুকস নামক আলেকজান্দ্রের এক সৈন্যাধ্যক্ষ চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য আক্রমণ করেন। আলেকজান্দ্রের পরলোক প্রাপ্তি হইলে তাঁহার সমস্ত রাজ্য তাঁহার সেনাপতিদিগের মধ্যে বিভাগ হয়, তন্মধ্যে সিলুকস সিরিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হন, এবং ঐ রাজ্য অধিকরণ কালে ভারতবর্ষে আগমন করেন। কিন্তু সিলুকস ভারতবর্ষ অধীন করিতে পারেন নাই। কথিত হইয়াছে যে, তিনি চন্দ্রগুপ্ত নৃপতির সহিত সন্ধি করিয়া তাঁহাকে আপন তনয়া সম্প্রদান করেন এবং ৫০০ করী বিনিময়ে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন। তদবধি দীর্ঘকাল সিলুকসের বংশের সঙ্গে মৌরী বংশের সখ্য নিবন্ধিত থাকে। চন্দ্রগুপ্ত চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য সম্পদ সম্ভোগ করিয়া ২৮০৮ কল্যাব্দে† প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র বিন্দুসার রাজ্যেশ্বর হন, কিন্তু আমরা তদীয় ইতিহাস জ্ঞাত হই না, অতএব তৎ লিপি নিবন্ধনে ক্ষান্ত হইলাম, এক্ষণে চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক রাজার ইতিহাস বর্ণনা আরম্ভ করি।

* "কোন কোন গ্রন্থে এমত উক্তি আছে যে, চন্দ্রগুপ্ত দাসী সন্তান, নাপিত কন্যা গর্ভজাত। অপর এই বাদ আছে যে, তিনি নাপিত পুত্র, নন্দ বংশজ নহেন। কিন্তু এ বিষয়ের যথার্থ নিরূপণ করা এই সময়ে অসাধ্য। বোধ হয় যে, প্রথম পক্ষীয়দিগের উক্তি প্রামাণিক, কারণ নন্দের সহিত চন্দ্রগুপ্তের নৈকট্য সম্বন্ধ না থাকিলে তিনি যে হঠাৎ রাজ্য প্রাপ্তির চেষ্টায় ব্যগ্র হইবেন, এবং রাজ-পণ্ডিত চাণক্য রাজপুত্রদিগকে বধ করিয়া এক নাপিত পুত্রকে রাজসিংহাসনে বসাইতে চেষ্টা করিবেন, ইহা সম্ভব যোগ্য হয় না। চন্দ্রগুপ্তের মাতার নাম মুরা, এবং তদ্ধেতুক তাঁহার বংশের নাম মৌরীয় বংশ হইয়াছে।"—বিবিধার্থ সংগ্রহের টীকা।

† ২৯২ খ্রীষ্টাগ্র।

অশোক রাজা।

অশোক বিন্দুসারের পুত্র ছিলেন। তিনি পিতৃ মরণান্তে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া কিয়ৎকাল সদ্বিচার অবলম্বনে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। প্রথমে হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার মহতি অনুরাগ ছিল. কথিত আছে যে, তিনি প্রত্যহ ষষ্টি সহস্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতেন। কালক্রমে তাঁহার সে অনুরাগ বিরাগ হইল এবং তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হইলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি অশোকের যে রূপ অত্যাশ্চর্য্য অনুরাগ হইয়াছিল, আমরা ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে অদ্যাবধি তদ্রূপ অনুরাগ দৃষ্টি করি না—প্রাচীন রাজাদিগের মধ্যেও বিরল দেখি। মহাত্মা রামমোহন রায়ের অপেক্ষা অশোক স্বধর্ম্ম বিস্তীর্ণ করণার্থ বিলক্ষণ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া ছিলেন। তাঁহার সযত্নে অদ্যাপি আসিয়া খণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ বাসীরা বৌদ্ধধর্ম্ম মার্গের পথিক হইয়াছে। ধর্ম্ম উন্নতির জন্য ইদানীন্তন ইংলণ্ডীয়দিগকে যদ্রূপ যত্নশীল দেখি, তদ্রূপ কাহাকেও সম্ভবে না, সে গুণ কেবল অশোকেতে দেখিতে পাই। অশোক নিজ ধর্ম্ম বিস্তার করিবার জন্য আসিয়া খণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন দেশে ধর্ম্ম-দূত প্রেরণ করিতেন। ঐ দূতেরা তাঁহার দ্বারায় যথা বিহিতরূপে পুরস্কৃত হইতেন। তাঁহারা বিদেশীয় জনগণকে সরলভাবে নানা উপদেশ দিয়া কলে কৌশলে তাহাদিগের মন হরণ করিয়া তাহাদিগকে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী করিতেন। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রে ধর্ম্মদূতেরা প্রেরিত হইত। কথিত আছে, মহাধর্ম্মরক্ষিত নামে এক জন ধর্ম্ম-দূত মহারাষ্ট্রে যাইয়া এক লক্ষ সপ্ততি সহস্র ব্যক্তিকে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী করিয়া ছিলেন, এবং তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদানার্থ দশম সহস্র ধর্ম্মশিক্ষক নিযুক্ত হয়। নরপতি বৌদ্ধ সম্প্রদায়দিগের মতের অনৈক্যতা দেখিয়া এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত পণ্ডিত মণ্ডলী আহ্বান করেন। ঐ বৌদ্ধেরা পরস্পর তর্ক করিয়া পরস্পরের অনৈক্যতা নিষ্পত্তি করেন, এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের গ্রন্থ সমস্ত শোধন করেন*। অশোক ধর্ম্ম উন্নতির জন্য গ্রীশ ও মিশর প্রভৃতি যবন রাজ্যে ধর্ম্ম-দূত প্রেরণ করেন, এতদ্রূপও কথিত হয় এবং তাহা অসম্ভব নয়; কারণ ভারতবর্ষে সিলুকসের আগমনাবধি ইউরোপীয়দিগের সহিত মৌর্য্য বংশীয় রাজাদিগের দীর্ঘ কাল প্রণয় নিবদ্ধ থাকে এবং পরস্পরে অপর দেশে দূত প্রেরণ করেন। সিলুকসের দূত মেগস্থিনেস পাটলিপুত্রে বহুকাল অবস্থিতি করেন, অপর রোমীয়দিগের সহিত ভারতবর্ষীয়দিগের মিলন থাকে। বিক্রমাদিত্যের এক জন উত্তরাধিকারী

---

* এই গ্রন্থসকল প্রাচীন পালি ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। তৎকালে ঐ ভাষা বিশেষ প্রচলিত ছিল।

রোমীয় সম্রাট অগস্তসের নিকটে দূতের দ্বারায় এক লিপি প্রেরণ করেন। অপিচ বৈশ্যেরা* অর্ণবপোতারোহণে আরব ও মিশর দেশে বাণিজ্যার্থ গমন করিত, ইহার প্রমাণ নানা ইতিহাসে পাওয়া যায়। তথা মিশর, আরব ও রোমীয়দিগের সহিত কালিকট রাজ্যের বাণিজ্য উপলক্ষে সংশ্রব ছিল। সে যেরূপ হউক, মহারাজ অশোক নানা উপায়ের দ্বারা নানা স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বীজ রোপণ করিয়া রাজ্য মধ্যে অসংখ্য কির্ত্তী স্থাপন করিতে লাগিলেন। তিনি তৃষ্ণাতুরদিগের তৃষ্ণা নিবারণার্থ স্থানে স্থানে কূপ, পুষ্করণ্যাদি জলাশয় খনন করান, এবং পুষ্করণ্যাদির চতুষ্পার্শ্বে বৃক্ষ সমুহ রোপণ করাইয়া পরিশ্রান্ত ব্যক্তিদিগের সুরম্য বিশ্রামের স্থান করিয়া দেন। বৌদ্ধদিগের "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" অতএব অশোক "পশু পক্ষি প্রভৃতি সকল জীবের রক্ষার্থে ধর্ম্মশালা স্থাপন করিয়াছিলেন।" বদান্যতা তাঁহার এক প্রধান গুণ ছিল। তিনি ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, দুঃখীকে, বিপুল অর্থ দানে বিশেষরূপে সন্তুষ্ট করিতেন। তিনি প্রতিহিংসায় সম্যক প্রকারে বিরত ছিলেন। মহা পাপাচারী, হত্যাকারীও তাঁহা হইতে প্রাণ দান পাইত, কিন্তু তাহা বিচার মতে রাজার পক্ষে উপযুক্ত নয়। "প্রাণ লইলে, প্রাণ লইবে" এই বাক্য সার—এই সদ্বিচার। অশোক ধর্ম্মেতে অবিরত রত হইয়াও যুদ্ধে অপণ্ডিত ছিলেন না। তিনি কাশ্মীর প্রভৃতি অনেক দেশ জয় করেন।

"অশোক এই রূপে সুখে রাজ্য ভোগ করিয়া তাঁহার রাজাব্দের ৩৭ বৎসরে পরলোকগামী হন। তিন বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী প্রধনা স্ত্রী অসংমিত্রার মৃত্যু হয়। অতপর তিনি ঐ রাজমহিষীর এক সহোদরাকে পরিগ্রহণ করেন। অশোকের পরলোকানন্তর তাঁহার পুত্রেরা ভারতরাজ্য বিভাগ করিয়া লন। কুনাল নামক তাঁহার পুত্র পঞ্জাবের রাজা হন; দ্বিতীয় রাজকুমার জলোক কাশ্মীরের রাজ্য গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম পরিবর্ত্তে শিবপূজা প্রচার করেন, এবং তৃতীয় পুত্র পাটলিপুত্রের রাজা হন।" আমরা তাহার সবিশেষ জ্ঞাত নহি, অতএব এক্ষণে মৌর্য্য বংশের ইতিহাস মুদিত করিলাম।

বিক্রমাদিত্য।

ধার নগরে ধাররাজা† নামে এক নরপাল ছিলেন। তাঁহার এক সর্ব্ব গুণান্বিতা পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল গন্ধর্ব্ব প্রধান গন্ধর্ব্বসেন ঐ

---

* ইংরাজীতে Banians.

† ধাররাজ প্রমারীর বংশোদ্ভব। পুরাণে লিখিত আছে যে, পরশুরাম

কন্যার পাণি পরিগ্রহণ করেন। বিক্রমাদিত্য তাঁহাদিগের আত্মজ। গন্ধর্বসেনের ভর্তৃহরি নামে অপর এক পুত্র ছিল এবং তিনি ঐ পুত্রকে পত্নীর এক সহচরীর ক্ষেত্রে উৎপাদন করেন। ধাররাজ বিক্রমাদিত্যকে বহু আগ্রহে বিদ্যোপার্জ্জন করাইয়া ছিলেন এবং তাঁহার সাধারণ গুণ ও বুদ্ধি, কৌশল, নিরীক্ষণে তাঁহাকে মালুয়া দেশের অধিপতি করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু বিক্রমাদিত্য জ্যেষ্ঠ ভর্তৃহরি বর্ত্তমানে সিংহাসন পরিগ্রহণ অবিধেয় জ্ঞানে তদ্বিষয় হইতে ক্ষান্ত হইলেন। কালক্রমে ধাররাজ পরলোক গমন করিলেন এবং ভর্তৃহরি উজ্জয়িনী, মালুয়া, প্রভৃতির নরপতি হইলেন, বিক্রমাদিত্য তদীয় মন্ত্রী স্বরূপে রাজকীয় কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। ভর্তৃহরি অতিরিক্ত স্ত্রী-পরায়ণ প্রযুক্ত রাজ্য শাসনে নিতান্ত পরাংমুখ হইয়াছিলেন, অতএব বিক্রমাদিত্য রাজ কার্য্যে মনোনিবেশে বাধ্য হইলেন। তথাপি শাসন বিষয়ে রাজার অমনোযোগে রাজ্য সুশৃঙ্খলে ও নিরাপদে শাসিত হইতে পারে না; বিক্রমাদিত্য ইহা সম্যক্ প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভ্রাতাকে স্ত্রৈণতা হইতে বিরত করিবার জন্য তাঁহাকে নানা উপদেশ দিলেন। কিন্তু মূঢ়, দুষ্ট প্রকৃতি নরপতি, তাঁহার উপদেশ অবজ্ঞা করতঃ তাঁহাকে দেশান্তর করিলেন। বিক্রমাদিত্য অবমানিত হইয়া গুজ্জররাষ্ট্রে আসিয়া তথায় কিয়ৎ সময় বাস করিলেন। ইতিমধ্যে ভর্তৃহরি প্রেমাস্পদা মহিষীর কপট প্রেম অবগত হইয়া সংসারে জলাঞ্জলি দিয়া রাজ্য পরিহার করিলেন। উজ্জয়নীর রাজধানী অল্প কাল রাজহীনা রহিল, পরে বিক্রমাদিত্য এতদ্বিবরণ অবগত হইবামাত্র রাজ্যে আসিয়া সিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন।

এক বিংশতি বার ধরণী নিক্ষত্রা করিলে চারিদিক হাহাকারে পরিপূর্ণ হইল, অসুরেরা প্রবল হইয়া দেব বিপক্ষে যুদ্ধারম্ভ করিল, তাহাতে দেবতারা মহান্ সশঙ্ক হইলেন। ইতিমধ্যে মহর্ষী বিশ্বামিত্র আবু নামক পর্ব্বতে যজ্ঞারম্ভ করিলেন। ক্ষত্রোৎপাদন ঐ যজ্ঞের মূল কারণ ছিল। দেবতারা ঐ যজ্ঞে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্র হোতা হইয়াছিলেন। তিনি দূর্ব্বার সহকারে একটী কৃত্রিম পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিয়া অগ্নি কুণ্ডে প্রদান করিলেন এবং সঞ্জীবনী মন্ত্র পাঠে তাহা সজীব করিলেন। মন্ত্র পাঠ মাত্র অগ্নি কুণ্ড হইতে খড়্গধারী এক বীর ভীষণ শব্দ করতঃ বহির্গত হইল এবং তাহার [illegible] হইল। তিনি ধার আবু এবং উজ্জয়িনী রাজ্য সমূহ প্রাপ্ত হইয়া [illegible] বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্রের ন্যায় অবিকল আচরণ করাতে ঐ যজ্ঞ হইতে অপর বীরত্রয় উৎপন্ন হয়েন।

"তৎকালে শক নামে বিখ্যাত সিদিয়ানেরা ভারতবর্ষ পশ্চিমাংশে জয় করতঃ অতিশয় উৎপাত করিয়াছিল, বিক্রমাদিত্য তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া শকারি নাম প্রাপ্ত হইলেন।

"ঐ সময়ে যুধিষ্ঠিরের পূর্ব্বতন রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ শকাদিত্যের শাসনে ছিল, বিক্রমাদিত্য নানা দেশ জয় করণানন্তর শকাদিত্যকে যুদ্ধে বধ করিয়া ভারতভূমি একচ্ছত্রা করিলেন।"

রাজা বিক্রমাদিত্য, ভারতবর্ষ বাহু বলে আত্মাধীন করিয়া সদ্বিচার অবলম্বনে প্রজাপুঞ্জ শাসন ও পালন করিতে লাগিলেন এবং বিদ্যার প্রতি সাতিশয় অনুরাগ প্রকাশে তাহাদিগকে তদ্বিষয়ে উৎসাহ করিলেন। আমাদিগের পূর্ব্বতন ভূপালেরা বিশেষরূপে বিদ্যোন্নতি করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির বিশেষরূপে বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। পরন্তু বিক্রমাদিত্য এতদ্বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, তাঁহার তুল্য বিদ্যোৎসাহী ভারত সিংহাসনে আরূঢ় হয়েন নাই। তিনি আপনিও শাস্ত্র, শস্ত্র, শিল্প, প্রভৃতি নানা বিদ্যায় দক্ষ ছিলেন, এবং রোমীয় সম্রাট্ অগস্তসের ন্যায় পণ্ডিত মণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত থাকিতেন। 'নব রত্ন' নামে তাঁহার এক প্রসিদ্ধ সভা ছিল এবং ধন্বন্তরি, বররুচি, বরাহ মিহির, বেতাল ভট্ট, কালিদাস, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্ক, প্রভৃতি বুধগণ তাহার সভ্য ছিলেন। এই সভ্যেরা সতত উজ্জয়িনীশ্বরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া শাস্ত্রালাপ ও শাস্ত্র বিষয়ে তর্ক করিতেন। ইহাঁদিগের মধ্যে কালিদাস কবিত্ব শক্তিতে প্রধান হইয়াছিলেন, রঘু, শকুন্তলা, কুমারসম্ভব, প্রভৃতি কাব্যের দ্বারায় তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু কালিদাস বাল্যাবস্থায় বিদ্যোপার্জ্জন করেন নাই, তিনি বাল্যাবস্থায় কবিতা দেবীর (সরস্বতী) দ্বারায় উৎসাহিত হইয়াছিলেন। অস্মদ্দেশে—প্রত্যুত ইংলণ্ড ব্যতীত পৃথিবীস্থ কোন দেশে কেহই তাঁহার তুল্য নাটক রচনা করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ তাঁহাকে সেক্স্পিয়ারের সমতুল্য করেন। নব রত্নের অপর সভ্য বররুচিও এক কবি ছিলেন, কথিত আছে যে, তিনি "বিদ্যাসুন্দর গল্পের রচক ছিলেন।" অমর সিংহ এক বিস্তীর্ণ অভিধান প্রণয়ন করেন এবং তিনি এক ঈশ্বরবাদী ছিলেন। বরাহ মিহির এক প্রসিদ্ধ জ্যোতিষবেত্তা ছিলেন এবং জগৎ-মান্যা খনা তাঁহার পুত্রবধূ ছিলেন। বেতাল ভট্ট, বেতাল পঞ্চবিংশতি রচনা করেন। নব রত্নের অবশিষ্ট সভ্যদিগের বিবরণ আমরা বিশেষ অবগত নহি, অতএব তাহাদিগের বিবরণ লিখিতে পারিলাম না।

বিক্রমাদিত্যের শাসনে প্রজাগণ বর্ণনাতীত সুখ লব্ধ করিয়াছিল, রাজ্যে অবিচার ছিল না। বিক্রমাদিত্য, আরবেশ্বর কালিফ হারুণ আল্‌রশেদের ন্যায় প্রজাগণের দোষ, গুণ, পরিস্কার নিমিত্ত ছদ্ম বেশ ধারণ পুরঃসর রাজ্য মধ্যে সময়ে সময়ে পরিভ্রমণ করিতেন, কাহার অন্যায় দেখিলে তাহাকে যথোপযুক্ত প্রতিফল দিতেন, গুণজ্ঞকে পুরস্কার করিতেন। বিক্রমাদিত্য ইংলণ্ডীয় আলফ্রেড ভূপতির ন্যায় নীতি-পরায়ণ, সত্যশীল ও ধার্ম্মিক ছিলেন, কিন্তু ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার কথঞ্চিৎ কাপট্য ছিল। তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্ম বিশ্বাস করিতেন না এবং আকবর সম্রাটের ন্যায় বাহ্যিকে তাবৎ ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ প্রকটন করিতেন, কিন্তু আন্তরিকে এক ঈশ্বর ব্যতীত কিছুই মানিতেন না। বিক্রমাদিত্য, ভারতবর্ষে একচ্ছত্রা করিয়া সংবৎ নামে অব্দ প্রচলিত করিলেন, পরে প্রায় এক শত বর্ষ পরম সুখে যাপন করিয়া প্রতিষ্ঠান পুরীর শালিবাহন নৃপতির দ্বারায় হত হইলেন।

বিক্রমাদিত্য ভূপতি রোমীয় জুলিয়স সিজরের সমকালবর্ত্তী ছিলেন। কাহার মতে তিনি অগস্তসের, কাহার মতে পারস্যাধিপতি সাপুরের* সমকালীন। তাহা যথার্থ ধার্য্য নাই। তিনি যে অগস্তসের সমকালীন ছিলেন না, তাহার প্রমাণ এই, যে বিক্রমাদিত্যের সংবৎ অব্দের ৫৬ বর্ষ পরে যীশু খ্রীষ্টের জন্ম হয় এবং তদাব্দ আরম্ভ হয়। যদিও ঐ সময়ে অগস্তস রোমীয় সম্রাট ছিলেন, তথাপি বিক্রমাদিত্য তদীয় সমকালীন হইতে পারেন না, কারণ বিক্রমাদিত্য ৫৬ বর্ষ রাজত্ব করেন নাই, তিনি ৩২ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইতিহাসবেত্তারা কহেন যে, বিক্রমাদিত্যের ৫৬ বর্ষ পরে পুরু নামে তাঁহার এক উত্তরাধিকারী উজ্জয়নী হইতে অগস্তসকে এক লিপি লেখেন।†

* Marshman.

† Dow.—মেং মিলের মতে বিক্রমাদিত্য পারস্যাধিপতি ছিলেন, এবং ব্রাহ্মণেরা তাঁহার গুণ মর্য্যাদা দর্শনে তাঁহাকে ভারতবর্ষের সম্রাট বলিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহনের উপর কাপ্তেন উইল্‌ফোর্ডের প্রবন্ধ হইতে এক স্থল উদ্ধার করিয়াছেন, যাহাতে প্রামাণ্য হইয়াছে, বিক্রমাদিত্য পারস্যাধিপ সাপুর নামে বিখ্যাত ছিলেন এবং বিক্রমাদিত্যের জন্ম বিষয়ে তাঁহাতে হিন্দুদিগের ন্যায় এক অসম্ভব গল্পও লিখিত হইয়াছে। বিক্রমাদিত্য যে সাপুরের সমকালীক অথবা স্বয়ং সাপুর ছিলেন না তাহার প্রমাণ এই, যে সাপুর ২৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পারস্যাধিপতি হন, যথা বিক্রমাদিত্য খ্রীষ্টের অনেক অগ্রে ভারতবর্ষের অধিপতি ছিলেন।

বিক্রমসেন।

বিক্রমাদিত্যের পুত্র বিক্রমসেন পিতার পরলোকে উজ্জয়িনীর অধীশ্বর হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। আমরা এই ভূপতির বিবরণ সম্যক অবগত নহি, এই মাত্র শ্রুত আছি, তিনি প্রতাপশীল ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন।

ভোজ রাজা।

ভোজ রাজা প্রমারীয় বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সিন্ধুলা ধারা রাজধানী শাসন করিতেন। কিয়ৎকাল শাসনের পর সিন্ধুলার মৃত্যু হয়। ঐ সিন্ধুলার মুঞ্জ নামে এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল, মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তিনি নিজ পুত্রকে অল্প বয়স্ক ও অবিজ্ঞ জানি। তাহাকে রাজ্য ভারার্পণ নিষেধ স্থির করিলেন, এবং মুঞ্জকে সন্নিকটে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে রাজ্যের তত্ত্বাবধারণের সমস্ত ভার দিয়া ভোজকে তাঁহার অধীনে সমর্পণ করিলেন।

অনন্তর বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু হইলে মুঞ্জ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ভোজ বুদ্ধিসাগর নামক রাজ মন্ত্রিকে অপদস্থ করিবাতে মুঞ্জ বিবেচনা করিলেন যে, এ বালক যৎকালে রাজ মন্ত্রিকে পদচ্যুত করিল, তৎকালে আমাকে আক্রমণ না করিবে এমত সম্ভবে না। এখন কি করা যায়, কি প্রকারে শঙ্কা হইতে উদ্ধার হই! ইত্যাদি ভাবিয়া রাজা বঙ্গ দেশের বৎসরাজ নামক রাজাকে আনয়ন করাইলেন এবং ভোজের অসঙ্গত কর্ম্ম তাঁহাকে জ্ঞাত করিয়া তাঁহাকে ভোজ বিনাশের আজ্ঞা দিলেন। বৎসরাজ তৎ শ্রবণমাত্র মুঞ্জকে ভীষণ জ্ঞাতি বধ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে বিবিধ উপদেশ দিলেন ও বিবিধ ধর্ম্মনীতি প্রদান করিলেন। মুঞ্জ তাহা হৃদয়ঙ্গম না করিয়া ক্রোধ-প্রজ্বলিত হইয়া ভোজ বিনাশার্থে বৎসরাজকে বারম্বার অনুরোধ করিলেন। বৎসরাজ তদাজ্ঞা উল্লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া দূতের দ্বারা ভোজকে নিকটে আসিতে কহিলেন।

---

১ ইহাতে সম্বৎসরের কত অনৈক্যতা পাঠকেরা বিচার করুন। মিলের অদ্ভুত রচনায় আরো দৃষ্ট হয়, বিক্রমাদিত্য ১১৪৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যারম্ভ করেন। অপর বিক্রমাদিত্য নামবাচক শব্দ-মাত্র যাহা স্বেচ্ছামতে সকলের উপর ব্যবহৃত হইতে পারে।

ভোজ দূতের বাক্য মনোযোগ করিলেন না। বৎসরাজ ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে বল পূর্ব্বক গৃহ হইতে আনয়ন করিলেন এবং তাঁহাকে দেবীর নিকটে বলি প্রদানার্থ রাজ্যের অদূরস্থ ভদ্রকালীর মন্দিরের সন্নিধি লইয়া গেলেন। রাজ্য আহ্লাদ-শূন্য হইল, কারণ প্রজাগণ সকলেই ভোজের বশীভূত ছিল। বৎসরাজ ভোজকে লইয়া গিয়া তদীয় শিরচ্ছেদের সংকল্প করিতেছেন, এমন সময়ে তদীয় কনিষ্ঠ ভোজের নীতিপরতা ও নির্দোষতা দর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া অগ্রজকে শাস্ত্র সমন্বিত ও যুক্তি সমন্বিত উপদেশ প্রদর্শন করিলেন। কহিলেন, ভোজকে নষ্ট করিয়া তোমার কিছু মাত্র মঙ্গল হইবে না, কেবল দুরাত্মা মুঞ্জ রাজার সন্তোষার্থে মানব-ঘাতী হওয়া যুক্তিসিদ্ধ হয় না। বৎসরাজ এ উপদেশ ন্যায্য জ্ঞান করিয়া ভোজকে হনন করিলেন না, এবং তাঁহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অপিচ রাজার তুষ্টির জন্য শিল্পির নৈপুণ্যের প্রযত্নে ভোজের ন্যায় অবিকল এক কৃত্রিম মুণ্ড নির্ম্মাণ করাইয়া রাজাকে দেখাইলেন এবং ভোজকে গুপ্ত ভাবে রাখিলেন। মুণ্ড দর্শন কালে মুঞ্জ রাজা প্রশ্ন করিলেন, "খড়্গোত্তোলন সময়ে ভোজ কি কোন প্রকার মিনতি বা কোন বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল?" বৎসরাজ কহিলেন, "ভোজ তৎকালে বট পত্রে কেবল একটা কবিতা লিখিয়াছিল, এবং তাহা আপনাকে প্রদান করিতে আদেশ করে।" মুঞ্জ জিজ্ঞাসিলেন, সে কবিতা কৈ? বৎসরাজ "গ্রহণ করুণ" বলিয়া প্রদান করিলেন। রাজা ঐ কবিতা পাঠ করিলেন, যথা;—

> "মান্ধাতা চ মহীপতিঃ কৃতযুগে লঙ্কার ভূতো গতঃ
> সেতুর্যেন মহোদধৌ বিরচিত কাসৌ দশাস্যান্তকঃ।
> অন্যেচাপি যুধিষ্ঠির প্রভৃতয়োঃ যে চাভবন্ ভূভূতো
> নৈকেনাপি সমঙ্গতা বসুমতির্মন্যে ত্বয়া যাস্যতি" ॥

অস্যার্থ। "পূর্ব্বে সত্যযুগে এই পৃথিবীতে অতি প্রতাপী মান্ধাতা প্রভৃতি মহান্ রাজা সকল হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা সকলে একাকী পরলোকে গমন করেন; ত্রেতাযুগে অপার বারিধিতে প্রস্তরময়-সেতুবন্ধন, রাবণাদি বধ, ইত্যাদি অদ্ভুত কার্য্য করণে সমর্থ শ্রীরামচন্দ্রও স্বধামে একাকী প্রস্থান করিয়াছিলেন; এতদ্ভিন্ন অপর যুধিষ্ঠিরাদি ভূরি ভূরি মহারাজাও একাকী লোকান্তর হইয়াছেন। এই পৃথিবী কাহারও সঙ্গে যায় নাই; কিন্তু বোধ করি ইহা তোমার সঙ্গে যাইতে পারিবে"।

এই কবিতার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া মুঞ্জ রাজা সাতিশয় শোকাকুল হইলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রের অকাল, অন্যায় মৃত্যু সাধন অতি অন্যায় কর্ম্ম স্থির করিলেন এবং পাপ হইতে মুক্ত হইতে কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা জানিতে আকাঙ্ক্ষী হইয়া পণ্ডিতদিগকে আনয়ন করাইয়া তাঁহাদিগকে এতদ্বিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জিজ্ঞাসিলেন। পণ্ডিতেরা কহিলেন, অগ্নি প্রবেশ ইহার যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত। মুঞ্জ রাজা এই ব্যবস্থা সদ্ব্যবস্থা জ্ঞান করতঃ পণ্ডিতদিগকে কহিলেন, অপরাধী আত্মীয় ঘাতকের প্রতি অগ্নি প্রবেশ করাই যুক্তিসিদ্ধ। রাজা এই বিষয়ের তর্ক করিতেছেন, ইত্যবসরে কমণ্ডলুধারী এক যোগী আসিয়া রাজ সভায় অধিষ্ঠান্ করিলেন। মুঞ্জ রাজা যথোপযুক্ত সৎকার করিয়া তাঁহাকে অধ্যাসীন্ করাইলেন এবং যোগী অধ্যাসীন্ হইলে তাঁহাকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসিলেন, "মহাশয়! নরাধম আত্মীয় বিনাশকের বাটীতে কি অভিপ্রায়ে আগমন করিলেন?" যোগী কহিলেন, "রাজন! ভোজের জন্য আপনাকে শোকবিহ্বল হইতে হইবে না, কল্য প্রাতঃকালে ভোজ আপনার সন্নিধানে আগমন করিবেন। আপনি বুদ্ধিসাগর মন্ত্রিকে হোমীয় দ্রব্যাদি লইয়া রজনী যোগে শ্মশানে যাইতে আদেশ করুন। অনন্তর আমি উক্ত স্থলে উপস্থিত হইয়া বিশেষ দেবোদ্দেশে হোম করিব, তাহাতে ভোজ পুনর্জীবিত হইবেন। মুঞ্জরাজা যোগীর প্রার্থনানুযায়িক বুদ্ধিসাগরকে আজ্ঞা দিলেন। পরদিবস প্রত্যূষে, বুদ্ধিসাগর রাজ্যে ঘোষণা করিলেন, "যোগীর আনুকূল্যে ভোজ পুনর্জীবিত হইয়াছেন।" ইহা শুনিয়া তাবৎ জনগণ চমৎকৃত হইল। সকলেই ভোজ সন্দর্শনে আনন্দপূর্ণ হইয়া অগ্রসর হইল। বুদ্ধিসাগর ও যোগী ভোজকে মুঞ্জ রাজের নিকটে নীত করিলে, মুঞ্জ রাজার আনন্দাশ্রু পতিত হইতে লাগিল, তিনি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া যোগীকে মহা সম্মান করিলেন এবং তন্নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন। পরন্তু ঐ যোগী কেবল কৃত্রিম যোগী মাত্র, বুদ্ধিসাগরের বুদ্ধি-কৌশলে তিনি "নকল" যোগী হইয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, মুঞ্জ রাজা ভোজকে পাইয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন এবং তাঁহাকে সিংহাসনে অধ্যাসীন্ করাইয়া, তদীয় হস্তে রাজ্যার্পণ করিয়া, পত্নী সহ বন পয়ান করতঃ তপশ্চারণ আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ কহেন,* তিনি সৈন্য দল সমভিব্যাহারে দক্ষিণ দেশে যাত্রা করেন,

---

* Marshman.

কিন্তু তিনি দক্ষিণ দেশ লইতে পারেন নাই, তিনি তথায় পরাজিত হইয়া বহুতর কষ্টে যাপন করেন।

ভোজ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া পিতার ন্যায় স্নেহ প্রকাশে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। বিদ্যার প্রতি তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ হইল, তিনি অহর্নিশি পণ্ডিত মণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত হইয়া বিদ্যা বিষয়ে বাদানুবাদ করিতেন। তিনি পণ্ডিতদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার দিতেন। তত্তুল্য বিদ্যোৎসাহী ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। কাব্য শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল; কবিতায় তিনি অধিক প্রিয় ছিলেন। কেহ নূতন কবিতা রচনা করিয়া শুনাইলে তিনি তাঁহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিতেন। লোকপ্রসিদ্ধ আছে, ভোজ রাজা ক্ষত্র কুলের যথার্থ শেষ রাজা ছিলেন।

এ স্থানে আমরা হিন্দু রাজাদিগের ইতিহাস শেষ করিলাম।

হিন্দুদিগের রাজত্ব কালীন যদিও ভারতবর্ষে সময়ে সময়ে যুদ্ধ হইত এবং যদিও তদ্দ্বারা সাধারণের নানা বিপদ ঘটিত, তথাপি এতদ্দ্বারা হিন্দু ধর্ম্ম নাশ হয় নাই। কালক্রমে এক সময় উপস্থিত হইল, যখন হিন্দুস্থান রক্তে প্লাবিত হইবে, নগর, পল্লি ধ্বংস হইবে, তীর্থসকল নানা অত্যাচারে সমাকীর্ণ হইবে, দেব মন্দির সকল মূর্ত্তি-কাস্যাৎ হইয়া যাইবে, হিন্দু জাতিরা দাসত্ব শৃঙ্খল বহন করিবে এবং মোসলমানেরা তাহাদিগের নৃপতি ও প্রভু হইবে। মোসল-মানেরা কি প্রকারে ভারতবর্ষ পরাজয় করে এক্ষণে আমরা বলিতে আরম্ভ করিলাম। ভারতবর্ষের অনতি পশ্চিম ভাগে গাজনি নামা এক রাজধানী ছিল, তথায় এবিস্তেজি নামে এক নরপাল ছিলেন। এবিস্তেজি ঐ গাজনি রাজ্য কিয়ৎকাল শাসন করিয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। এবিস্তেজির মৃত্যু হইলে আইজেক নামক তদীয় পুত্র গাজনির রাজা হইলেন। আইজেক অধিক কাল রাজ্য ভোগ করেন নাই, দুই বর্ষ পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। পূর্ব্বোক্ত এবিস্তেজির সুবক্তাজি নামক এক সেনানী ছিল, আইজেকের মৃত্যু হইলে তিনি গাজনির সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি ৩৮৪ সালে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তৎকালে লাহোরে জয় পাল নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি মোসল-মানদিগের আক্রমণ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যুদ্ধার্থ সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। সুবক্তাজি জয়পালের যুদ্ধ সজ্জার সংবাদ পাইয়া লাহোরে উপনীত হইলেন। ইতিহাসবেত্তারা কহেন যে, এই সময়ে এক ব্যক্তি সুব-ক্তাজিকে কহিল যে, জয়পালের শিবির মধ্যে এক জলাশয় আছে,

ঐ জলাশয়ে কেস্থরত নামক ঔষধ নিক্ষেপ করিলে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করিয়া প্রবল ঝড় উত্থিত হইয়া শীলাবৃষ্টি হইবে। সুবক্তাজি তদনুরূপ করাতে চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, শীলা বৃষ্টি হইতে লাগিল, চঞ্চলা সৌদামিনী প্রকাশ হইল, কুলিশের ঘোর নিনাদ আরম্ভ করিল। সর্ব্ব স্থল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিল, সকলকে ভীত করিল। তাহাতে উভয় দলের সহস্র প্রাণী শমন ভবনের অতিথি হইল। কিন্তু গাজনী সৈন্যেরা অধিক শক্তিবান হইবাতে তাহারা সমধিক ক্লেশ পায় নাই, জয়পাল প্রাতঃকালে আপন সৈন্যদিগকে ঝড়ে (যাহা স্বাভাবিক হইয়াছিল মায়া বিদ্যার দ্বারা নয়) অতিশয় দুর্ব্বল দেখিয়া পাছে সুবক্তাজি তাঁহার দুরবস্থায় সুসময় পায়, ইত্যাশঙ্কায় তাঁহার সহিত সন্ধির প্রার্থনায় এক দূতকে পাঠাইয়া দিলেন এবং তাঁহাকে স্বর্ণ ও হস্তীর ভেট এবং কর প্রদান করিতে সম্মত হইলেন।* সুবক্তাজি ইহাতে অসন্তুষ্ট হইলেন না, কিন্তু তাঁহার পুত্র মহম্মদ আপন পিতাকে তাহা গ্রহণ করিতে বারণ করিলেন। কিন্তু সুবক্তাজি অবশেষে জয়পালের অভিমত বাৎসরিক কর গ্রহণে সম্মত হইলেন, জয়পাল তাঁহাকে তাহার কিয়দংশ প্রদান করিলেন, তিনি সমস্ত অর্থ একেবারে প্রদানে অপারগ হইয়া সুবক্তাজিকে লাহোরে দূত পাঠাইয়া অবশিষ্ট লইতে কহিলেন। সুবক্তাজি তাহাতে সম্মত হন। জয়পাল আপন রাজ্যে আসিয়া সুবক্তাজির দেশ গমন সংবাদ অবগত হইয়া নির্দ্দিষ্ট কর প্রদানে পরাংমুখ হইলেন এবং মহম্মদের প্রেরিত দূতকে বন্দী করিলেন। সুবক্তাজি লাহোর নৃপের বিশ্বাসঘাতকতা শ্রবণ মাত্র সৈন্য সমেত জয়পালের রাজ্যে সবেগে উপস্থিত হইলেন। জয়পাল সৈন্য সামন্তের সহিত প্রস্তুত হইলেন। দিল্লী, আজমির, কলিঙ্গ এবং কান্যকুব্জের রাজারা তাঁহাকে সাহায্য করিলেন। জয়পাল এক লক্ষ অশ্বারূঢ় সৈন্য এবং দুই লক্ষ পদাতিক লইয়া রণে প্রবিষ্ট হইলেন। তুমুল যুদ্ধ হইল। সুবক্তাজি অসাধারণ পরাক্রম প্রকাশ করিলেন এবং হিন্দুদিগের অসংখ্য সৈন্যকে নষ্ট করিলেন। হিন্দুরা নীল নদী পর্য্যন্ত তাড়িত হইলেন এবং অনেকে জলে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। সুবক্তাজি জয়ী হইয়া, অতুল সম্পত্তি লাভ করিয়া, পেসওয়ার দেশ

* Colonel Dow's Hindostan.

আত্ম রাজ্যে ভুক্ত করিলেন। অনন্তর সুবক্তাজির পরলোক প্রাপ্তি হইলে তৎ পুত্র মহমদ, গাজনির সিংহাসন অধিকার করিলেন। তাঁহাকে গাজনী মহমদ, অথবা মহমদ গাজনী কহা যায়। তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণে অভিলাষী হইয়া, দশ সহস্র অশ্ব লইয়া, পেসাওয়ারে উত্তীর্ণ হন।* পূর্ব্বোক্ত লাহোরেশ্বর জয়পাল, দ্বাদশ সহস্র অশ্বারূঢ়, ত্রিদশ সহস্র পদাতিক এবং তিন শত হস্তী লইয়া যুদ্ধ করেন। মহমদ তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করিলেন এবং অতুল সমৃদ্ধিশালী হইলেন। মহমদ তৎপরে গাজনিতে প্রত্যাগমন করিলেন। জয়পাল মোসলমানদিগের নিকটে দুই বার পরাস্ত হইলে, আপনাকে অক্ষম জানিলেন এবং রাজাসন বিবর্জ্জন করিয়া নিজ পুত্রা আনন্দপালকে তাহাতে স্থাপন করিলেন, অপিচ চিতারোহণ পূর্ব্বক দেহ নাশ করিলেন।

মহমদ তৎপরে হিন্দুস্থানে দুই বার আসিয়া যুদ্ধ করেন, কিন্তু তাহা অধিক বিখ্যাত নয় বলিয়া আমরা তদ্বিবরণ লিখিলাম না। ৪১৫ সালে† মহমদ এতদ্দেশ পুনরাক্রমণ করিলেন, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত জয়পালের পুত্র আনন্দপাল গোয়ালিয়র, উজ্জয়িনী, কান্যকুব্জ, দিল্লী প্রভৃতির নৃপচয়কে আহ্বান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কথিত আছে, যে হিন্দুরা ধর্ম্ম নাশ-ভয়ে এতদ্রূপ উৎসাহশীল হইয়াছিলেন, যে অন্তঃপুরের মহিলারা স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরকাদির অঙ্গাভরণ বিক্রয় দ্বারা যুদ্ধ সাহায্য করিয়াছিলেন। হিন্দুরা বিপক্ষদিগকে সতেজে আক্রমণ করিলেন তাহাতে নিমেশ মধ্যে মহমদের ৪০০০ সৈন্য ধরাশায়ী হইল। ইতিমধ্যে হিন্দুদিগের করীব্যূহ বাণাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া পলায়ন পরায়ণ হইলে, তাঁহাদিগের দল মধ্যে ঘোর গোলযোগ উপস্থিত হইল, তাহাতে মহমদ সুযোগ পাইয়া তাঁহাদিগকে পরাভব করিলেন। হিন্দুরা পরাস্ত হইয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলে মহমদ পঞ্চাল দেশস্থ নাগরকোট নামে দেবমন্দির উৎপাটন করিতে অগ্রসর হইলেন। মহানহীম এল্‌ফিন্‌ষ্টন্ লেখেন যে, ভূমি হইতে শিখা উত্থিত হইবাতে ঐ মন্দির পবিত্র হইয়াছিল এবং ফেরিস্তার মতে উহাতে স্বর্ণ, রৌপ্য, জহর ইত্যাদি এতাদৃশ অধিক ছিল যে, পৃথিবীস্থ কোন রাজ ভাণ্ডারে কোন কালে তাদৃশ সংগৃহীত হয় নাই। মহমদ মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক ঐ সমস্ত ঐশ্বর্য্য লইয়া স্ব দেশে প্রস্থান করিলেন। তাহার

* ৪০৭ সাল। খ্রীষ্টাব্দ ১০০০।

† ১০০৮ খ্রীষ্টাব্দ।

তিন বৎসর অন্তে ৪১৮ সালে* তিনি ভারতবর্ষে পুনশ্চ আসিয়া দিল্লীর পশ্চিমে স্থানেশ্বরা নগর সমূলে নির্ম্মূল করিয়া দিল্লী ধ্বংস করেন। তাহার সাত বৎসর পরে মহমদ কান্যকুব্জ অধীন করিয়া মথুরার দেবমন্দির নষ্ট করিলেন। মহমদের শেষ যুদ্ধ ৪৩১ সালে‡ ঘটিয়াছিল, যৎকালে গুজ্জরাষ্টের সোমনাথের মন্দির নষ্ট হইয়া থাকে।

সোমনাথের মন্দির অতি খ্যাতাপন্ন ছিল, দেব সেবার জন্য ২০০০ গ্রামের কর নিযুক্ত হইয়াছিল, ২০০০ পাণ্ডা দেব সেবা করিত, গায়িকা উক্ত সংখ্যা নৃত্য গীত করিত। মহমদ তথায় উপস্থিত হইলে, পাণ্ডারা তাঁহাকে মন্দির আক্রমণ করিতে দূত দ্বারা বারণ করিয়া পাঠাইলেন, যে এতদ্রূপ আচরণ করিলে দেবতা ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে বিনষ্ট করিবেন। মহমদ তাহাতে ভ্রুক্ষেপও না করিয়া নিঃশঙ্কায় মন্দির আক্রমণ করিলে, পাণ্ডারা তদ্দর্শনে অস্ত্রধারী হইয়া এরূপ যুদ্ধ করিলেন যে, বিপক্ষদিগকে পরাস্ত হইতে হইল। কিন্তু তথাপি তাহারা পলায়ন করিল না, পুনরাক্রমণারম্ভ করিল। অনন্তর কিয়দ্দিবস তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে মহমদের ভাগ্য বল প্রবল হইল এবং তিনি স্বীয় সৈন্যকে উৎসাহ করণার্থ অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া সবেগে ধাবমান হইলেন, তাহাতে সৈন্যপুঞ্জ উৎসাহান্বিত হইয়া হিন্দুদিগের দল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেবমন্দির হস্তগত করিল। মন্দির হস্তগত হইলে মহমদ তন্মধ্যে প্রবেশ পুরঃসর দেবমূর্ত্তিসমূহ বিধ্বংস করিতে উদ্যত হইলেন। মূর্ত্তি নাশে উদ্যত হইলে ব্রাহ্মণেরা নিরুপায় হইয়া অষ্ট কোটী মুদ্রার দ্বারায় তাঁহাকে ক্ষান্ত হইতে কহিলেন। তিনি তাহা না শুনিয়া প্রতিমূর্ত্তি চূর্ণ করতঃ তন্মধ্য হইতে বিস্তর বহু মূল্য রত্ন পাইলেন। দুরাচারী মহমদ এরূপে ভারতবর্ষে দ্বাদশ বার আসিয়া ভীরু অত্যাচার করেন। হিন্দুস্থান জয়েচ্ছা অপেক্ষা হিন্দু ধর্ম্ম নির্ম্মূলেচ্ছা তাঁহার প্রবল ছিল। কিন্তু পাঠক বৃন্দ মহমদের উল্লেখিত কদাচার দর্শনে জ্ঞান করিবেন না তাঁহার ন্যায় নির্দ্দয় মনুষ্য দুষ্প্রাপ্য। তিনি হিন্দুদিগের পক্ষে সাতিশয় নির্দ্দয় ছিলেন সন্দেহ নাই, তথাপি তিনি নানা ক্রিয়া কলাপ করিয়াছিলেন, ইতিহাসবেত্তারা বলেন, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিদ্বানদিগের প্রতি মাসিক বৃত্তি

* ১০১১ খ্রীষ্টাব্দ।

† পুরাকালে কুরুক্ষেত্র বলিয়া প্রচার ছিল।

‡ ১০২৪ খ্রীষ্টাব্দ।

নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। বিশেষতঃ তাঁহার বিচার চমৎকার ছিল। তদ্বিবরণ এরূপ বর্ণিত আছে, যে, একদা এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের নামে এই অভিযোগ করিল, "হে ধর্ম্মাবতার! আপনার কোন সেনানী প্রেমাশক্ত বশতঃ আমার পত্নীর নিকটে প্রত্যহ গমন করে এবং বলপূর্ব্বক আমাকে অন্তঃপুর হইতে বাহির করিয়া দেয়।" মহমদ তৎ শ্রবণে উত্তর করিলেন, সে তোমার ভবনে যখন আগমন করিবে, তখন আমাকে সংবাদ দিও। তদনুসারে ঐ ব্যক্তি কিয়দ্দিনান্তে তাঁহার সমীপে দণ্ডায়মান হইলে মহমদ করবাল লইয়া তাহার বাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া আদৌ দীপ নির্ব্বাণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ পাপাত্মা আত্মীয়কে সংহার করিলেন, এবং আলোক আনিয়া শব নিরীক্ষণ করিয়া ঈশ্বরকে পরমাহ্লাদে ধন্যবাদ দিলেন। এতাবৎ ব্যবহারে ঐ ব্যক্তি অতীব আশ্চর্য্য হইয়াছিল, মহমদ তাহার সে ভাব দূর করণার্থ তাহাকে কহিলেন, এই মৃত ব্যক্তিকে আত্মীয় জ্ঞানে আমি দীপ নির্ব্বাণ করিয়াছিলাম। কেন না, তাহা না হইলে স্নেহ বশতঃ আমি ইহার প্রাণ হত্যা করণে বিরত হইতাম।

যাহা হউক, মহমদ এতদ্দেশে একাধিপত্য করণে অপারগ হইয়াতে হিন্দু ভূপালদিগের নিকটে কেবল কর গ্রহণ করিতেন। কিন্তু তিনি হিন্দুস্থানের মধ্যে আজমির পর্য্যন্ত করিতে অপারগ হইয়াছিলেন, অতএব সে দেশের কর পাইতেন না। মহমদের মৃত্যুর পরে মোসাউদ, মোদাদ, ইব্রাহিম, মোসাউদ দ্বিতীয়, বেরাম, কসরু প্রভৃতি তদীয় উত্তরাধিকারী গাজনির অধিপতি হন এবং হিন্দুস্থান শাসনে রাখেন, কিন্তু গৌর-বংশীয়েরা তাঁহাদিগের রাজ্য উৎপাটন পূর্ব্বক হিন্দুস্থান ও গাজনির রাজা হইলেন। ৬০৩ সালে* গৌরী মহমদ হিন্দুস্থানে উপনীত হইয়া বারাণসী পর্য্যন্ত ছিন্ন ভিন্ন করিয়া বহু জীব হত্যা করিয়াছিলেন—তিনি গাজনীর মহমদের অপেক্ষা হিন্দু ধর্ম্মে বিরক্ত ছিলেন। তৎ কর্তৃক আজমির ও কান্যকুব্জ পরাভূত এবং গোয়ালিয়র গড় অধিকৃত হয়। মহমদ নানা স্থান বিলুণ্ঠন করিয়া কুটব উদ্দীন নামে তদীয় অনুচরকে ভারত রাজ্য অর্পণ দিয়া গাজনিতে প্রস্থান করেন।

* ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দ।

লেন। মহম্মদের অপর অত্যাচার এই, যে তিনি এক সময়ে উন্মত্ত হইয়া নির্দোষী কান্যকুব্জ দেশীদিগকে নষ্ট করেন।

পূর্ব্বতন হিন্দু ভূপালেরা মৃগয়া করিতেন, অদ্যাবধি ইংলণ্ডীয়েরা বন্য পশু শিকার করেন, কিন্তু মহম্মদ মানব জাতি শিকার করিতেন। তিনি পশ্বাদির বিনিময়ে মনুষ্য শিকার করিতে সভ্যদিগকে অনুমতি দিয়াছিলেন। মহম্মদ এবম্প্রকারে রাজ্য শোকপূর্ণ করিয়া ৭৫৮ সালে* প্রাণ ত্যাগ করেন। কথিত আছে যে, মহম্মদ বিদ্যোন্নতি ও ধর্ম্মোন্নতির জন্য যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন, সে ভণ্ড তপস্বীর চিহ্ন মাত্র।

ফেরোজ।

টোকলাকের ভ্রাতষ্পুত্র ফেরোজ সম্প্রতি দিল্লীর রাজাসন অধিকার করিলেন। ফেরোজ সৎপ্রকৃতি ছিলেন, তিনি প্রজাদিগের সৌভাগ্যের জন্য বিবিধ উপায় করিয়াছিলেন। তিনি "ফেরোজাবাদ" নামে সহর এবং "ফেরোজ পুর" নামে দুর্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার দ্বারায় অনেক খাল্ অসংখ্য জলাশয়, এক শত সেতু, ত্রিশটী বিদ্যালয়, এক শত চিকিৎসালয় এবং আর অনেক কীর্ত্তি স্থাপিত হয়। বিদ্যোন্নতির বিষয়ে তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল, নাগরকোট জয় করিলে তথাকার মন্দিরের অভ্যন্তরে এক পুস্তকাগার ছিল এবং তন্মধ্যে এক সহস্র, তিন শত সংস্কৃত গ্রন্থ দেখা গেল, ফেরোজ বিবিধ উৎকট শাস্ত্র সমন্বিত একখানি পুস্তক লইয়া পারস্য ভাষায় অনুবাদ করান। ফেরোজ ৩৮ বর্ষ, নয় মাস, রাজত্ব করিয়া ৭৯৫ সালে† পরলোক প্রাপ্ত হয়েন।

টোকলাক দ্বিতীয়।

টোকলাক দ্বিতীয় তাঁহার পিতামহ ফেরোজের উত্তরাধিকারী হন। তিনি কুক্রীড়ানুষ্ঠান ও আমোদে কাল হরণ করাতে রুক্ন নামক এক ব্যক্তি তদীয় উজীরের সহকারে তাঁহাকে হত্যা করে।

আবুবেকর।

ফেরোজের অপর এক পৌত্র আবুবেকর টোকলাকের পরলোকে তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন। এক বর্ষ ছয় মাসের পরেই মহম্মদ চতুর্থ তাঁহার রাজ্য বলপূর্ব্বক হস্তগত করতঃ তাঁহাকে মন্ত্রী করেন।

* খ্রী ১৩৫১।
† খ্রী ১৩৮৮।

মহম্মদ চতুর্থ—হিমাউন।

মহম্মদ চতুর্থ ছয় বর্ষ, সাত মাস, রাজ্য ভোগ করিয়া কায়া ত্যাগ করেন এবং তাঁহার পুত্র হিমাউন রাজা হয়েন। পঞ্চবিংশতি দিবসের পরেই হিমাউনের মৃত্যু হয়।

মহমদ তৃতীয়—তৈমুরবেগ—সৈয়দ বংশের নৃপচয়।

হিমাউনের মরণান্তে মহম্মদের অপর এক পুত্র মহমদ তৃতীয় ভারতবর্ষাধিপতি হইলেন। তাঁহার সময়ে রাজ্য মধ্যে আত্ম বিবাদ হয় এবং অনেক অধীন হিন্দু ভূপালেরা স্বাধীন হন। রাজ্য সোপদ্রবে আকীর্ণ থাকে। তাঁহার সময়ে পাঠান বংশ লোপ হয় এবং তৈমুর বেগ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।

৮০৫ সালে* তৈমুর বেগ নামা এক জন টাটরি দেশীয় হিন্দুস্থান আক্রমণ করিল। তাহাকে পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া, বরফের উপর দিয়া আসিতে হইয়াছিল, অতএব সে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পায় এবং ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া এক লক্ষ প্রাণী বধ করে। ভারতবর্ষ তদীয় দ্বারায় রুধির-সাগর হইয়াছিল, সর্ব্বদা হা হা হু হু! ইত্যাদি কাতরোক্তি ব্যতীত কিছুই কর্ণগোচর হইত না। তৈমুর দিল্লী পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিল। মহমদ ৪০০০০ পদাতিক ও ১০০০০ অশ্বারূঢ় লইয়া দিল্লীতে লুকাইয়াছিলেন, তৈমুর তাঁহার শঙ্কা দূরীকরণ ও তাঁহাকে যুদ্ধে নিরত করণার্থ কতকগুলি সৈন্যকে অগ্রে রাখিলেন এবং তাহাদিগকে ভয়ের চিহ্ন প্রকাশ করিতে কহিলেন। তাহারা তদনুরূপ করিলে মহমদ তাহাদিগকে অক্ষম জানিয়া রণে নিবিষ্ট হইলেন। তৈমুর তাঁহাকে পরাভব করিয়া দিল্লী অধিকার করিলেন। মহমদ গুজরাটে পলায়ন পরায়ণ হইলেন। মহমদ রাজ্যোদ্ধারার্থ উপায়ানুসন্ধান করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইল এবং মোসলমানের প্রতিনিধি কিসর সিংহাসন আক্রমণ করিয়া তৈমুরের প্রতিনিধির স্বরূপ হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। কিসর সৈয়দ বংশ স্থাপক অথবা তৎ বংশের আদি পুরুষ ছিলেন। কিসরের পরে মবারিক, মহমদ পঞ্চম, আলা দ্বিতীয়, বিলিয়ল, সেকন্দর প্রথম এবং ইব্রাহিম দ্বিতীয় প্রভৃতি দিল্লীর রাজা হয়েন। ইব্রাহিমের সময়ে তৈমুরের অতিবৃদ্ধি প্রপৌত্র বাবর হিন্দুস্থানে আসিয়া দিল্লী অধি-

* খ্রী ১৩৯৮।

কার করিলে কিসরের বংশ লুপ্ত হয়। সুলতান বাবর দিল্লী আক্রমণ করিলে ইব্রাহিম সন্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। ঘোর যুদ্ধ হইল এবং ইব্রাহিম যুদ্ধে পতিত হইবাতে বাবর ৯৩২ সালে* দিল্লীর সম্রাট হইয়া মঙ্গল বংশ স্থাপন করিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

মংগল বংশ।

বাবর।

বাবর রাজ্য অপহরণ করিলে ইব্রাহিমের ভ্রাতা মহম্মদ এক লক্ষ পাঠান সৈন্য সঙ্গে করিয়া তাঁহার সহিত সমরে নিযুক্ত হইলেন। বাবরের অত্যল্প মাত্র স্বদেশীয় সৈন্য ছিল, কিন্তু যাহারা ছিল তাহারা সকলেই পাঠানদিগের অপেক্ষা রণবিশারদ। বাবর সৈন্যদিগকে উপযুক্ত স্থানে শৃঙ্খলায় স্থাপন করিয়া যুদ্ধ করিলেন, কঠিন যুদ্ধ হইল। বাবর রণজয়ী হইলেন। কিন্তু বাবর দীর্ঘকাল রাজ্য ভোগ করিতে পারিলেন না এবং ৯৩৭ সালে † তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল। বাবর অসামান্য গুণসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার চরিত্র অতি সৎ ছিল এবং তিনি কাব্যশাস্ত্রে বিলক্ষণ বিচক্ষণ ছিলেন। কিন্তু তিনি অতিরিক্ত মদ্যপান করিতেন।

হিমাউন।

বাবর জ্যেষ্ঠ পুত্র হিমাউনকে উত্তরাধিকারী করিয়া যান। কিন্তু হিমাউন রাজা হইলে, তাঁহার ভ্রাতাদ্বয় কমরণ ও হিন্দাল তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে চেষ্টা করেন, তাহাতে ভ্রাতাদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। এই সুযোগে সেয়র খাঁ নামে এক পাঠান সেনা-

* খ্রী ১৫২৫
† খ্রী ১৫৩০।

পতি দিল্লী আক্রমণ করে। হিমাউন যুদ্ধে অপারগ হইয়া পারস্য দেশে পলায়ন করিলেন। এই পলায়নে তিনি অনির্ব্বচনীয় যন্ত্রণা পাইয়া ছিলেন, ক্রমশঃ বন মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে কণ্টকে তাঁহার শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল, পিপাসায় জিহ্বা বিদীর্ণ হইতে ছিল। তিনি এরূপ দুরবস্থায় শুনিলেন তাঁহার বিখ্যাত পুত্র আকবর জন্মিয়াছেন। হিমাউন আত্ম প্রাণ রক্ষার্থ পুত্রের রক্ষার উপায় করিতে পারিলেন না,—পলায়নে বাধ্য হইলেন। তিনি পারস্য রাজবাটীতে সমাগত হইলে পারস্যরাজ তৎ প্রতি বিহিত সম্ভ্রম প্রদর্শন করিলেন, এবং সাহায্যের নিমিত্ত তাঁহাকে দশ সহস্র সৈন্য দিয়া কাবেল আক্রমণ করিতে বলিলেন। কাবেল সে সময়ে তদীয় ভ্রাতা কমরণের অধিকার ছিল, সে হিমাউনের আক্রমণে ভয় প্রদর্শনার্থ তৎপুত্র আকবরকে প্রাচীরে এক চিতায় বান্ধিয়া এই ভয় প্রদর্শন করিল, যে হিমাউন্ আক্রমণ করিলে তৎক্ষণাৎ তদীয় পুত্রকে নষ্ট করিব। হিমাউন্ তাহা গ্রাহ্য করিলেন না এবং পাছে আকবরকে নষ্ট করে, এজন্য ভ্রাতাকে গম্ভীর ভাবে বারণ করিতে উপায় করিলেন। কমরণ রণে পরাংমুখ হইল এবং হিমাউন রাজ্যাধিকারী হইলেন। হিমাউন নয় বর্ষ কাল কাবেল শাসন করেন।

এদিকে সেয়র খাঁ দিল্লীর নরপতি হইয়া সুবিচারে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন, তাঁহার অধিকারে প্রজাপুঞ্জ সুখী হইয়াছিল। তিনি পথিকদিগের সুখে গমনের জন্য ভাগীরথী হইতে সিন্ধু নদ পর্য্যন্ত এক বৃহৎ রাজপথ নির্ম্মাণ করিলেন এবং পথিকদিগের বিশ্রাম জন্য তাহার দুই পার্শ্বে বৃক্ষসমূহ রোপণ করাইলেন, তথা এক এক ক্রোশ অন্তরে এক এক কূপ নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। অপর যাত্রীদিগের আশ্রম জন্য প্রত্যেক আড্ডায় এক এক 'সরাই' স্থাপন করিলেন। কিন্তু দুরাদৃষ্ট বশতঃ পঞ্চ বর্ষান্তে তাঁহার পরোলোক প্রাপ্তি হইল এবং তৎপুত্র সেলিম রাজ্যাধিকারী হইলেন। কিয়ৎপরে তাঁহার পুত্র না হইবাতে মহম্মদ আদিল সুর ও ইব্রাহিম অনুক্রমে রাজ্যশাসন করিলেন। এই দুই ব্যক্তির সময়ে রাজ পরিবারের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয় এবং রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারীরা পরস্পর বিবাদ করেন। হিমাউন এই সুযোগে ১৫০০ অশ্বারূঢ় সৈন্য সঙ্গে করিয়া দিল্লী আক্রমণ করিলেন। সেয়র সার ভ্রাতষ্পুত্র সেকন্দর দিল্লীর রাজা ছিলেন, দিল্লী আক্রান্ত হইলে তিনি ৮০০০০ সৈন্য লইয়া হিমাউনের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। এই যুদ্ধে আকবর অসাধারণ বিক্রম প্রকাশ করিয়া ছিলেন।

তখন তাঁহার বয়ক্রম ত্রয়দশ বর্ষ মাত্র ছিল, সৈন্যেরা তাঁহার সাহস দেখিয়া উৎসাহান্বিত হইল এবং ক্ষণ বিলম্বে শত্রুদিগকে নিরস্ত করিল। সেকন্দর পরাজিত হইয়া পঞ্জাবের নিকটস্থ পর্ব্বতে পলায়ন করিলেন। হিমাউন জয়ী হইয়া দিল্লীশ্বর হইলেন। কিন্তু অল্পবৎসর মধ্যে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল। হিমাউন সচ্চরিত্র, সাহসী ও বিদ্যাবান ভূপতি ছিলেন। বিদ্যা বিষয়ে তাঁহার একরূপ উৎসাহ ছিল, যে তিনি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অভ্যর্থনার নিমিত্ত সাতটী প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করিয়া তাহা সপ্ত গ্রহের নামে প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন। বিশেষ পদবিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিশেষ প্রকোষ্ঠে অভর্থিত হইতেন।

মহম্মদ আকবর।

৯৬৩ সালে* মহম্মদ আকবর, তদীয় পিতা হিমাউনের পরলোকে দিল্লীশ্বর হইলেন। তখন তাঁহার চতুর্দশ বর্ষ মাত্র বয়ক্রম ছিল, রাজ্যও সোপদ্রবে আবিষ্ট ছিল, পাঠানেরা রাজ্য হস্তগত করিবার উপক্রম করিতেছিল। আকবর যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ করেন সে দিকে কেবল বিপদ দেখেন। কিন্তু তথাপি তিনি শঙ্কুচিত হইলেন না এবং গঙ্গা পার হইয়া অকস্মাৎ বিদ্রোহীদিগের শিবিরের সম্মুখীন হইলেন। তথায় উপনীত হইয়া বিদ্রোহীদিগের সেনানীকে সংহার করিলেন। বিদ্রোহীরা শিবির ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। হিমাউনের পরলোকে আগ্রা, কাবেল, পঞ্জাব অধিকন্তু দিল্লী, পর্য্যন্ত সোপদ্রবময় ছিল এবং শত্রুরা স্থান বিশেষ অধিকার করিয়াছিল। আকবর সে সমস্ত উদ্ধার করিতে তৎপর হইলেন। তিনি মহম্মদ আদিলের মন্ত্রী হেমকে পরাজয় করণানন্তর দিল্লী ও আগ্রা সম্পূর্ণ দখল করিলেন। এই সময়ে সেকন্দর সুর পঞ্জাব অধিকার করিয়া ছিলেন, আকবর তাঁহাকে পরাজয় করিয়া পঞ্জাব স্বরাজ্য ভূক্ত করিলেন। পরে আজমির ও গোয়ালিয়রের গড় অধীন করিয়া মালুয়া অধীন করিতে গেলেন। তখন মালুয়া রাজবাহাদুর নামক পাঠানের অধিকার ছিল, আকবর তাহাকে জয় করতঃ তাহা গ্রহণ করিলেন ৯৬৮†। আকবর তদন্তর চিটোর লব্ধ করণার্থ যাত্রা করেন। উদয় সিংহ তখন চিটোরের অধিপতি ছিলেন, তিনি আকবরের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে পলায়ন

* খ্রী ১৫৫৬।
† খ্রী ১৫৬১।

করেন, কিন্তু তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ জয় মল, দুর্গ রক্ষা করিবাতে আকবরের সহিত তাঁহার সমর হয় এবং আকবর তাঁহাকে নষ্ট করিয়া চিটোর প্রাপ্ত হন। আকবর তদনন্তরে গুজরাষ্ট্র বঙ্গ কাশ্মীর সিন্ধু প্রভৃতি লব্ধ করিয়া ভারতবর্ষে একচ্ছত্রা করেন। আকবর অতঃপর স্বচ্ছন্দে রাজ্য ভোগ করিতে পারিলেন না, কতকগুলি মঙ্গল সেনানী গুজরাটের রাজধানী 'আমেদাবাদ' আক্রমণ করিবাতে তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে গমন করিলেন। ঐ মঙ্গল সেনানীরা তাঁহার নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হইল।

আকবর কিয়ৎকাল রাজত্ব করেন ইতিমধ্যে ইংলণ্ডীয় কতকগুলি ধর্ম্ম-দূত রাজসভায় উপনীত হইলেন। রাজা তাঁহাদিগকে সম্ভ্রমে গ্রহণ করিলেন এবং স্বয়ং খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইবেন তাঁহাদিগকে এরূপ আশ্বাস দিলেন। ধর্ম্মদূতেরা কিয়ৎকাল সেই আশয়ে দিল্লীতে রহিলেন, কিন্তু আকবর তাঁহাদিগের ধর্ম্মাবলম্বন না করিলে তাঁহারা স্বদেশে যাত্রা করিলেন। আকবরের ধর্ম্ম বিষয়ে চমৎকার ব্যবহার ছিল, তিনি হিন্দুদিগের সমক্ষে হিন্দু ধর্ম্মের অনুরাগ, মোসলমানদিগের সমক্ষে কোরাণীয় ধর্ম্মের চর্চ্চা এবং খ্রীষ্টীয়ানদিগের সমক্ষে খ্রীষ্টের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিতেন। ফলতঃ তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম ভিন্ন কোন ধর্ম্ম মানিতেন না। আকবর ৫১ বর্ষ মহা সুখে রাজ্যৈশ্বর্য্য সম্ভোগ করিয়া ১০১২ সালে* নিশ্বাস বায়ু সম্বরণ করেন।

আকবর দিল্লীর সকল নরপতির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং সর্ব্ব গুণে অলঙ্কৃত হইয়া প্রজার মনোরঞ্জন করিতেন। প্রজাবৎসল নরনাথের নম্রতারূপে রাজ্য শাসনে প্রজাপুঞ্জ বহুবিধ সুখ লব্ধ করিয়াছিল, আকবরের রাজ্যে কোন বিপদের আশঙ্কা ছিল না। আকবর সাধারণ জনগণের উপকার উপলব্ধির নিমিত্ত "আইন আকবরি" প্রণয়ন করান। এই গ্রন্থে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কৃষীকর্ম্ম, বাণিজ্য, রাজকরাদি বিবিধ বিষয়ের নির্ণয় আছে। কোন দেশে কি কি প্রকার শস্যোৎপত্তি হয়, করের সংখ্যাই বা কোন্ দেশে কত, তাহা এতৎ গ্রন্থে জানা যায়। তাঁহার অধিকারের পূর্ব্বে প্রজাদিগকে না না বিষয়ের কর দিতে হইত, প্রত্যেক বৃক্ষে কর নির্ধারিত ছিল এবং যাত্রীদিগকে ও ধীবরদিগকে কর দিতে হইত। আকবরের সুশাসনে এবম্প্রকার অন্যায় কর লোপ হইল। আকবরের সময়ে হিন্দু যোষাগণ অত্যাচার হইতে সুরক্ষিত হইত, রাজপথে কেহ তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিতে

---

* খ্রী ১৬০৫।

সমর্থ হইত না। তাঁহার কালে হিন্দুরা প্রধান প্রধান পদে নিযুক্ত হন।

মহম্মদ আকবরের শাসন সময়ে সর্ব্ব প্রকার বিদ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল এবং কতিপয় ব্যক্তি বিদ্যায় প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। আবুল ফাজেল "আইন আকবরি" প্রণয়ন করেন। ফেজি সংস্কৃত ভাষায় বিচক্ষণ ছিলেন এবং মহাভারতের "নল দময়ন্তী" লিলাবতী ও বীজ গণিত শাস্ত্র পারস্য ভাষায় অনুবাদ করেন। এই সময়ে বিখ্যাত গায়ক তানসান জন্মিয়া ছিলেন।

জিহঙ্গির।

যুবরাজ সেলিম আকবরের মরণান্তে যৌবরাজ্য অধিকার করিয়া গর্ব্বিতা পূর্ব্বক "জিহঙ্গির" অথবা 'পৃথ্বীজয়ী' নাম গ্রহণ করিলেন। আকবর যেরূপ জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন, জিহঙ্গিরের চরিত্র তাদৃশ ছিল না। আকবরের জীবদ্দশায় দিল্লীতে মরাল-নিশা, (অথবা যোষাবৃন্দের সূর্য্য স্বরূপা) নামে এক নিরুপমা, মনোরমা ছিলেন, সেয়র নামে এক জন পারস্যের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। জিহঙ্গির ঐ রমণীর রূপমাধুরী সন্দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহার পাণি গ্রহণের নিমিত্ত সমধিক আয়াস করিয়া সেয়রকে বঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পিতার শাসনে আত্ম মানস সম্পূর্ণ করিতে পারিলেন না। সময় ক্রমে যখন তিনি আপনি সম্রাট হইলেন, তখন সেয়রকে নিগ্রহ করিতে উপায় পাইলেন, কিন্তু সেয়রকে সহজে নিগ্রহ দেওয়া কঠিন ছিল, কারণ সেয়র নিজ গুণে সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন। জিহঙ্গির প্রথমে তাঁহাকে হস্তী এবং ব্যাঘ্রের সহিত মল্লযুদ্ধ করিতে বাধ্য করেন, সেয়র ঈশ্বর প্রসাদাৎ নিজ বাহুবলে এমত ভীষণ বিপদ হইতে মুক্ত হইলেন। জিহঙ্গির সেয়রকে নষ্ট করিবার জন্য বঙ্গদেশের 'সুভ' কুটবকে প্রেরণ করেন। কুটব ৪০ জন লোকের সহিত সেয়রকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। সেয়র ঐ ৪০ ব্যক্তিকে সংহার করিলেন। কুটবের প্রথম উপায় নিরর্থক হইলে তিনি এক ক্ষুদ্র সৈন্যদল লইয়া পুনশ্চ সেয়রের নিকটে গেলেন। সেয়রের কি চমৎকার বীরত্ব! তিনি বিনা আশ্রয়ে কুটবের কতকগুলি সৈন্য সমেত কুটবকে ভূমিশায়ী করিলেন। পরন্তু তিনি ক্ষণ বিলম্বে শরাঘাতে পঞ্চত্ব পাইলেন। সেয়রের উত্তরকালে মরালনিশা জিহঙ্গিরের পত্নী হইলে 'নুরজিহান' নামে উক্ত হইলেন।

১০১৫* সালে মেং উইলিয়ম হকিন্স ইংলণ্ডীয়দিগের ভারতবর্ষে

---

* খ্রী ১৬০৮।

বাণিজ্য করিবার অনুমতি লইবার প্রত্যাশায় জিহঙ্গিরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগরায় উত্তীর্ণ হন। জিহঙ্গির তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন। হকিন্স প্রত্যহ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন তাহাতে রাজার সহিত তাঁহার প্রণয় হয়. রাজা এক আরমানী রমণীর সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। হকিন্সের সৌভাগ্য দেখিয়া রাজমন্ত্রীরা হিংসা বশতঃ রাজার নিকটে তাঁহাকে কৌশলে দোষী করিতে উদ্যোগী হইল। রাজা তাহাদিগের কল্পিত বাক্য প্রত্যয় করতঃ "ইংলণ্ডীয়েরা যেন আর না আইসে" এরূপ অন্যায় বচন প্রয়োগ করিলেন। হকিন্স অন্য উপায় না দেখিয়া এবং বাণিজ্যার্থ রাজানুমতি না পাইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন। হকিন্স নিরাশা প্রাপ্ত হইলে পরে দিল্লীর সম্রাটের নিকট ইংলণ্ডীয় এক সম্ভ্রান্ত রাজদূত প্রেরিত হইল। সার টমশ্ রো রাজদূত হইয়া হিন্দুস্থানে আগমন করিয়া ১০২৩ সালে* জিহঙ্গিরের রাজবাটীতে উপনীত হইলেন। জিহঙ্গির যথা সম্ভ্রমে তাঁহাকে অভর্থনা করিলেন। হিংস্রকের বিদ্বেষ কোন প্রকারে নিবারিত হয় না; রাজমন্ত্রীরা রোর শত্রু হইল, কিন্তু সম্রাটের আনুকূল্যে তাহাদিগের বিদ্বেষ অধিক প্রবল হইল না। জিহঙ্গির রোকে ইংলণ্ডীয়দিগের নিরাপদে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। রো চারি বর্ষ ভারতবর্ষে থাকিয়া স্বদেশে গমন করিলেন। জিহঙ্গির কিছু কাল স্বচ্ছন্দে কাল হরণ করিতেছেন, এমত কালে তাঁহার প্রিয় ভার্য্যা নুরজিহান্ তদীয় স্বচ্ছন্দ উচ্ছেদ করিলেন। তিনি আপন জামাতা এবং জিহঙ্গিরের চতুর্থ পুত্র সারিয়রকে রাজাসনে স্থাপন করিতে এবং স্বপত্নীপুত্রদিগকে রাজাসনে বঞ্চিত করণাভিলাষিণী হইয়া ভর্ত্তাকে কুমন্ত্রণা দিয়া তাঁহার মন বিকৃত করিলেন। সম্রাটের মহাবত খাঁ নামে এক বিশ্বাসী, পরাক্রমী সেনাপতি ছিল, যুবরাজ সা জিহান বারম্বার রাজ্য মধ্যে দৌরাত্ম্য ও বিদ্রহিতাচরণ করিলে, মহাবত তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া রাজ্যের কুশল রক্ষা করেন। তিনি এবম্প্রকার মহৎ কর্ম্ম করিয়া পুরস্কারের প্রত্যাশায় রাজ সভায় গমন করিলেন। পরন্তু রাজা নুরজিহানের কুমন্ত্রণায় এরূপ হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন, যে তিনি মহাবতকে সমাদর পর্য্যন্ত করিলেন না। নুরজিহান্ রাজার বিশ্বাস জন্মান, যে মহাবত খাঁ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিতে মন্ত্রণা করিতেছে। মহাবত ইহার তত্ত্ব পাইয়া তদবধি আর রাজ সভায় যাইতে ক্ষান্ত হইলেন, কিন্তু রাজাজ্ঞা হেলন করিতে না পারিয়া আত্ম রক্ষার জন্য ৫০০০০

* খ্রী ১৬১৭।

অশ্বারূঢ় রাজপুত সমভিব্যাহারে অবশেষে তথায় গমন করিলেন। রাজা তখন লাহোরের সন্নিকটে ছিলেন, মহাবত তাঁহার শিবিরে প্রবেশ করিলে তিনি তাঁহাকে অমান্য করিলেন, এবং রাজকর ও লুণ্ঠিত ধনের হিসাব চাহিলেন। এতদ্দ্বারা মহাবতের মহা ক্রোধ জন্মিল, তিনি এক দল সৈন্য নদীকূলে রাখিয়া, অন্য দলের সহিত জিহঙ্গিরের শিবির আক্রমণ করিলেন এবং সবেগে জিহঙ্গিরের সম্মুখে গেলেন। জিহঙ্গির ত্রস্ত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "মহাবত খাঁ অভিপ্রায় কি?" মহাবত প্রত্যুত্তর করিলেন, 'আমার শত্রুরা আমার প্রাণ নাশের মন্ত্রণা করিতেছে তাহাদিগের মন্ত্রণায় তাড়িত হইয়া, আমি প্রভুর নিকটে রক্ষার প্রার্থনায় উপস্থিত হইয়াছি।" অনুধাবী মনুষ্যেরা "কি নিমিত্ত পশ্চাতে রহিয়াছ" জিজ্ঞাসা করাতে তিনি উত্তর দিলেন, "তাহারা আমার এবং আমার পরিবারের রক্ষা প্রার্থনা করে এবং ইহা ব্যতীত তাহারা গমন করিবে না।" জিহঙ্গির তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, তোমার প্রাণ নাশ করিবার আমার কোন অভিপ্রায় নাই।

জিহঙ্গির এক্ষণে মহাবতের অধীনে রহিলেন। নুর জিহান মহারাজের দুর্দশা শ্রবণ করিয়া মহাবতের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলেন, মহাবত তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। নুর জিহান্ রণে পরাভূতা হইয়া লাহোরে পলায়ন করিলেন, তাহাতে জিহঙ্গির পত্রের দ্বারা তাঁহাকে আপনার শিবিরে আসিতে বলিলেন। নুরজিহান শিবিরে আসিয়া পতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে মহাবতের নিকটে অনুমতি প্রার্থনা করিলে, মহাবত এই অনুমতি দিলেন, যে আমার সমক্ষে তোমাদিগের পরস্পর সন্দর্শন হইবে। নুরজিহান পতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি পতিকে বিলোকন করিয়া স্নেহার্দ্রা হইলেন, তাঁহার নয়নাশ্রু ভূতলে পতিত হইল। প্রেয়সীকে এবম্প্রকার খিদ্যমানা দেখিয়া জিহঙ্গিরের দুঃখানল উদ্দীপ্ত হইল, তিনি সকরুণ বচনে মহাবত খাঁকে মিনতি করিয়া প্রেয়সীর স্বতন্ত্রতা প্রার্থনা করিলেন। মহাবত প্রভুর কাতরোক্তিতে দয়ার্দ্র হইয়া তাঁহার প্রেয়সীকে বিমুক্ত করিলেন এবং তাঁহাকে যথা বিহিত সমাদরে কাবেলে লইয়া গেলেন। তথায় লইয়া গিয়া মহাবত কিয়ৎ কালের পরে আপন সোপার্জ্জিত অধিকার পরিত্যাগপূর্ব্বক নৃপতিকে স্বাধীন করিয়া সামান্য অবস্থায় কালহরণ করিতে লাগিলেন। মহাবত রাজত্ব ত্যাগ করিলে কুচক্রী নুরজিহান প্রতিহিংসা সাধনে নিরতা হইয়া তাঁহার প্রাণ নাশের মন্ত্রণা করিলেন। ক্ষীণান্তঃকরণ জিহ-

স্বভাব-জাত ভ্রাতৃ বিবাদ সম্বরণে অসমর্থ হইয়া ভ্রাতাদিগের লিপি রাজ্যে আনয়নে রহিত করিলেন এবং তাঁহাদিগের কুশলাকাঙ্ক্ষী মহৎ মহৎ সামাজিকদিগকে পদচ্যুত ও নিরাকৃত করিলেন। ইতিমধ্যে সাজিহান আরোগী হইলেন, কিন্তু যুবরাজেরা দারার নিগ্রহে নিপীড়িত হইয়া তৎ প্রতি প্রতিফল দিতে উদ্যোগ করিলেন। সাজিহান আরোগ্য প্রাপ্তানন্তর পুনঃরাজ্য শাসন আরম্ভ করিলেন। সুজা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। দারার পুত্র শোলেমানের সহিত বঙ্গ দেশে যুদ্ধ হইল, তাহাতে শোলেমান রণজয়ী হইলেন। এ দিকে মোরাদ ও ওরাংজেব ঐকৈক্য হইয়া নর্ম্মদার তীরে রাজ সেনানী যশমন্ত সিংহের সহিত সমরে নিযুক্ত হইলেন এবং অবিলম্বে জয় লব্ধ করিলেন।

অনন্তর দারা তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হন, আগ্রাতে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয় এবং দারা পরাস্ত হয়েন। দারা পরাস্ত হইলে ওরাংজেব বলের দ্বারা রাজ্য প্রাপ্তীচ্ছা করিলেন এবং কৌশলে পিতাকে আত্ম দুরবস্থা ও তৎ প্রতি বশীভূততা জানাইলেন। সাজিহান তাঁহার বাক্য সহসা প্রত্যয় না করিয়া পুত্রের স্বভাব পরীক্ষার্থ জাঁহানারা নাম্নী তদীয় তনয়াকে তাঁহার নিকটে পাঠাইলেন। জাঁহানারা প্রথমে মোরাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, কিন্তু মোরাদ তাঁহাকে দারার ইষ্টাভিলাষিনী জানিয়া তৎ প্রতি সম্ভ্রম প্রকাশ করিলেন না। জাঁহানারা তাহাতে বৈরক্তা হইয়া তাঁহার শিবির পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতে ছিলেন, এক কালে ওরাংজেবের সহিত তাঁহার সন্দর্শন হইল, তিনি ভগিনীকে সসমাদরে নিজ শিবিরে লইয়া গেলেন এবং অতি সৌজন্য ভাবে আত্ম অবস্থা অবগতি করিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিলেন। জাঁহানারা তাঁহাকে সদভিলাষী অবধারিত করিয়া দারার কৌশল ও সৈন্যাধ্যক্ষদিগের বিষয় তাঁহাকে বিদিত করিয়া পিতার সমক্ষে উপস্থিতা হইলেন। তিনি পিতার নিকটে ভ্রাতার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন। ওরাংজেব সাক্ষাৎ করিবে শ্রবণ করিয়া চতুর-বুদ্ধি নরপতি তাঁহাকে বিশ্বাস করিলেন না, এবং আত্ম দেহ বিধি মতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলেন। ওরাংজেব পিতার অপেক্ষা চাতুর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক পিতাকে দূতের দ্বারায় জ্ঞাত করিলেন, যে দোষী ব্যক্তি শতত ভীত থাকে, যে তিনি যেরূপ দোষ করিয়াছেন তদুপযুক্ত প্রতিফল প্রাপ্ত হইবেন জানেন না, তাঁহার পুত্র মহম্মদ আগামী ক্ষুদ্র রক্ষক দল লইয়া রাজবাটীতে থাকিবেন। সাজিহান ইহাতে ওরাংজেবের সারল্য অনুভব করিয়া মহম্মদকে রক্ষক-

দিগের সহিত রাজবাটীতে অবস্থিতি করিতে অনুমতি দিলেন। মহমদ রাজবাটীতে প্রবেশ করিয়া পিতামহকে আলিঙ্গন করিলেন, কিন্তু কোন স্থানে অসংখ্য সৈন্যকে থাকিতে দেখিয়া তাঁহার সংশয় জন্মিল এবং সংশয় নাশার্থ পিতামহকে ঐ সৈন্যদিগকে অন্যত্রে গমন করিতে আদেশ করিতে বলিলেন। আরো বলিলেন, যে সৈন্যেরা যদি রাজবাটীর অন্তর না হয়, তবে আমি পিতাকে এ স্থানে আসিতে নিবারণ করিব। সাজিহান বালকের বাক্যে হতবুদ্ধি হইয়া সৈন্যদিগকে অন্তরে যাইতে অনুমতি দিলেন। ইতিমধ্যে সংবাদ হইল, ওরাংজেব অশ্বারোহণে আসিতেছেন, কিন্তু ওরাংজেব নৃপতির সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া আকবরের কবর দর্শনার্থ গমন করিলেন। সাজিহান পুত্রের এবম্প্রকার ব্যবহার অবগত হইয়া মহমদকে জিজ্ঞাসিলেন, ওরাংজেবের এবম্প্রকার আচরণের কি অভিপ্রায়? মহমদ উত্তর প্রদান করিলেন, "সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার আমার পিতার কোন অভিলাষ নাই"?— "তবে তুমি এ স্থলে কি নিমিত্ত?"—"দুর্গ দখল করিবার জন্য।" সাজিহান তখন ওরাংজেবের মুল অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিয়া আপনাকে যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং ওরাংজেবকে কটুকাটব্য কহিলেন। কিন্তু এক্ষণে উদ্ধারের আর উপায় নাই। ওরাংজেব এক্ষণে সিংহাসনাধিকার করিতে উপায় পাইলেন, কিন্তু মোরাদ বর্ত্তমানে নিশ্চিন্তরূপে রাজ্য ভোগ করা কঠিন অনুভব করিয়া তদীয় প্রাণ বিনাশের যুক্তি করিতে লাগিলেন। মোরাদ তাহা পরম্পরায় বিদিত হইয়া ভ্রাতৃ নাশার্থ ভ্রাতাকে আমন্ত্রণ করিলেন। ওরাংজেব আমন্ত্রণ রক্ষার্থ ভ্রাতার নিকটে গমন করিলেন, কিন্তু কোন বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ জন্মিল, তিনি পীড়ার ছলে ভ্রাতার নিকট বিদায় লইলেন, পরে আত্মাভিলাষ সাধনের নিমিত্ত ভ্রাতাকে এক দিবস নিমন্ত্রণ করিলেন। তদনুযায়ী মোরাদ তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইলেন। ওরাংজেব ভ্রাতার মনাপহরণার্থ মোহিনী নর্ত্তকীগণ রাখিয়া ছিলেন, লম্পট মোরাদ তাহাদিগের প্রেম পাশে বদ্ধ হইয়া জ্ঞানশূন্য হইলেন এবং প্রমোদে রজনী বঞ্চন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে আত্ম রক্ষায় এরূপ বিস্মৃত দেখিয়া ওরাংজেবের ইঙ্গিতে তদীয় অনুচরেরা তাঁহাকে সহজে বন্দী করিল. ওরাংজেব তৎপরে রাজবাটী প্রবেশ করিয়া পিতাকে বন্দী করিলেন, কিন্তু যথাবিহিত মান্য করিতে লাগিলেন। পুত্র বলপূর্ব্বক সিংহাসনারূঢ় হইলে সাজিহান তাঁহাকে অশেষ ভর্ৎসনা করিলেন, কিন্তু

ওরাংজেব অবাধ্য হইলেন না এবং তাঁহাকে সযত্নে সেবা করিতে তৎপর হইলেন।

সাজিহান রাজ্যচ্যুত, কারাবদ্ধ, হইয়া অষ্টম বর্ষ জীবিত ছিলেন, পরে ১০৭৩ সালে* তাঁহার আয়ু ত্যাগ হয়। সাজিহানের সময়ে রাজ্য অতি কুশলে ছিল, কেবল তাঁহার পুত্রদিগের আত্ম বিচ্ছেদে সোপদ্রবপূর্ণ হইয়াছিল। সাজিহান সকল সম্রাটের অপেক্ষা জাঁক-জমকী ছিলেন, তাঁহার এক ময়ুরাসন ছিল, তাহা কেবল হীরক প্রবালাদি বহুমূল্য প্রস্তরে ময়ুরাকৃতিতে, নির্ম্মিত ও শোভিত হইয়াছিল। তাহা প্রস্তুত করিতে সার্দ্ধ ষষ্ঠ কোটি মুদ্রা ব্যয় হয়। জগদ্বিখ্যাত 'কোহেনুর' ঐ রাজাসনের মধ্য ভাগে স্থাপিত হইয়াছিল। সাজিহান বড় ধনলোভী ছিলেন, তৎ প্রমাণ এই—এক দিবস এক ব্যক্তি তাঁহার নিকটে অভিযোগ করিল, যে আমার মাতার ২০০০০ টাকা আছে, কিন্তু দুশ্চরিত্রের জন্য আমাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। রাজা শুনিয়া তাহার মাতাকে আপন সমীপে আনাইলেন এবং কহিলেন তোমার পুত্রকে ৫০০০০ টাকা দেহ এবং আমাকে ১০০০০ প্রদান কর। ঐ স্ত্রী ইহা শুনিয়া উত্তর করিলেক, আমার পুত্র আমার বিষয়ের অধিকারী হইতে পারে, কিন্তু মহারাজের সহিত আমার মৃত পতির কি সম্বন্ধ ছিল, যে আপনি তাঁহার উত্তরাধিকারী হইতেছেন? সম্রাট ইহা শুনিয়া লজ্জিত হইলেন এবং তাহাকে অবাধে প্রস্থান করিতে বলিলেন।

ওরাংজেব।

১০৬৫ সালে† ওরাংজেব পিতৃ সিংহাসন আক্রমণ করিয়া রাজ্যেশ্বর হইলেন। কিন্তু সুজা ও দারা ভ্রাতাদ্বয় জীবৎমানে তাঁহার স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করা দুরূহ হইল, অতএব তিনি তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া দারার পুত্র শোলেমানকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। পরে দিগ্বিজয় করিয়া ভারতবর্ষে একচ্ছত্রা করিলেন। এই সময়ে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়া ছিল। নাড়য়া প্রদেশে বৈষ্ণবী নাম্নী এক সন্ন্যাসিনী অবস্থিতি করিতেন, তিনি কতকগুলি ফকির একত্র করিয়া নাড়য়া রাজকে পরাজয় করেন। অনন্তর ২০০০০ উদাসীন একত্র হইলে তিনি রাজ্যাধিকারিণী হইতে অভিলাষিনী হইয়া দিল্লীর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ওরাংজেব অতীব ধর্ম্মাশক্ত বশতঃ তাঁহার সমাগম বিবরণ জ্ঞাত হইয়া সাতিশয় ভীত হইলেন, বিবেচনা করিলেন, যে

* খ্রী ১৬৬৬।
† খ্রী ১৬৫৮।

উদাসীনদিগের সহিত যুদ্ধ করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। অনন্তর তিনি কাগজে কতিপয় পবিত্র নীতি লিখিয়া তাহা সৈন্যদিগের বড়ষাগ্রে সংযোজন করিলেন, সৈন্যেরা এ প্রকারে সাহসী হইয়া অনায়াসে উদাসীনদিগকে খণ্ড খণ্ড করিল। ওরংজেব তৎপরে সমস্ত দক্ষিণ রাজ্য অধীন করিয়া বিজয়পুর ও গোলকন্দা পরাজয় করেন। ওরাংজেবের রাজত্ব কালীন মহারাষ্ট্রদিগের বৃদ্ধি হয়।

বিখ্যাত শিব জি মহারাষ্ট্র বংশের স্থাপক ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম সাজি ছিল। ১৭ বর্ষ বয়ক্রমে তিনি কতকগুলি সঙ্গী একত্র করিয়া গ্রাম সমস্ত লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে ক্রমে বিজয়পুরস্থ তরনা নামক দুর্গ অধিকার করিলেন। তাহাতে বিজয় রাজের শঙ্কা হইল, তিনি পুত্রকে নিবারণ করিবার জন্য সাজিকে পুনঃ পুনঃ জ্ঞাত করিলেন, কিন্তু তথাপি শিব জি নিবারিত না হইলে তিনি সাজিকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। পিতা বন্দী হইলে শিব জি সাতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং তদুদ্ধার হেতু অতি নম্রালাপপূর্ব্বক অধীনতা স্বীকার করতঃ দিল্লীশ্বর সাজিহানকে আবেদন করিলেন। তাহাতে সাজিহানের আনুকূল্যে তাঁহার পিতার মুক্তি হইল। শিব জি পিতাকে এবম্প্রকারে মুক্ত করিয়া, যখন দেখিলেন, দিল্লী ও বিজয়পুর ঘোর বিবাদে পূর্ণ হইয়াছে, তখন তিনি পুনশ্চ পূর্ব্বের ন্যায় লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। বিজয় রাজ ইহাতে অতীব পরিরক্ত হইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিবার অভিপ্রায়ে সেনানী আবদুল খাকে প্রেরণ করিলেন। আবদুল সৈন্যগণ সহ উপস্থিত হইলে শিব জি স্বয়ং সক্ষম জানিয়া তাঁহার অধীনত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে চাহিলেন। শান্তিস্থল বিজয়পুরের সন্নিধানে নির্ধারিত হইয়া শিব জি ও আবদুলের মধ্যে এই নিষ্পত্তি হইল, যে তাঁহারা সৈন্য সামন্ত ব্যতীত সুদ্ধ এক এক অনুচর লইয়া তথায় উপস্থিত হইবেন। অনন্তর নির্ধারিত দিবসে শিব জি আপন দুর্গ সমীপবর্ত্তী বিপিনে ভূরী সৈন্য লুক্কায়িত রাখিয়া লৌহ নির্ম্মিত অঙ্গরাখা পরিয়া এবং মস্তকে লৌহের টুপি দিয়া তদুপরি কার্পাসের অঙ্গরাখাদি পরিধান করণানন্তর তথায় উপস্থিত হইলেন। এদিকে আবদুল শিবজির চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া তথায় স্বাভাবিক বেশে অবস্থিতি করিতে ছিলেন, শিবজি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রথমে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন, পরে এক খানি লুকাইত অস্ত্র বাহির করিয়া তাঁহার গাত্রে আঘাত করিলেন। আবদুল আঘাত পাইয়া শিবজির মস্তকে প্রত্যাঘাত করিলেন, কিন্তু লৌহে

ঠেকিয়া সে আঘাত নিষ্ফল হইল। অনন্তর শিবজি অপঘাতে আবদুলের প্রাণ সংহার করিলেন। শিবজি তৎপরে বিজয়পুরের রাজধানী পর্য্যন্ত ছিন্ন ভিন্ন করিয়া কোন কোন স্থল অধিকার করতঃ পানাল্লা নামে তথাকার দুর্গের অধিকারী হইলেন। বিজয়পুর অধিপতি তাঁহাকে নিরস্ত করণে পরাঙ্মুখ হইয়া তাঁহার সহিত কুশল করিলেন। মঙ্গলাধিপ ওরাংজেব মহারাষ্ট্রীয় বীরের বিক্রম সহনে অক্ষম হইয়া তদীয় নাশের কারণ সেনাপতি শিস্তে খাঁকে পাঠাইলেন। শিস্তে খাঁ শিবজির প্রায় সমস্ত অধিকার বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে নিরাশ্রয়ী করিলেন। শিবজি নিরাশ্রয় হইয়া আত্মাধিকার উদ্ধারের নিমিত্ত কতিপয় সঙ্গী সহ শিস্তে খাঁর বাটীতে প্রবেশ করিয়া সবেগে একেবারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। শিস্তে খাঁ তাঁহাকে আগত দেখিয়া আস্তে ব্যস্তে বাতায়ন হইতে ঝম্ফ দিয়া পলায়ন করিলেন, তাহাতে তাঁহার এক অঙ্গুলি ছেদিত হইল। শিবজি তদনন্তরে সৌরাষ্ট্র প্রদেশ লুণ্ঠন করেন। সৌরাষ্ট্র পৃথিবীর মধ্যে ধনবতী ছিল শিবজি তথায় তিন দিবস ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিয়া কোন স্থানে কি কি দ্রব্য আছে অন্বেষণ করিলেন, পরে সুযোগ পাইয়া একদা সহসা সৈন্যগণ সঙ্গে করিয়া লণ্ঠন করিলেন। সৌরাষ্ট্র লুণ্ঠনে তিনি প্রায় ২,০০০০০০ মুদ্রা পাইলেন। ওরাংজেব শিবজির দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ অবশেষে মহারাজা নামক এক সাহসী সৈন্যাধ্যক্ষকে পাঠাইয়া দেন। শিবজি মহারাজার সহিত সমরে সমর্থ হইলেন না, মহারাজা ক্রমেতে তাঁহার সর্ব্বাধিকার দখল করিয়া পুরন্দর নামক তাঁহার প্রধান অধিকার বেষ্টন করিলেন। এই পুরন্দরে শিবজির পরিবারাদি ও তাবৎ ঐশ্বর্য্য ছিল, মহারাজা তাহা বেষ্টন ও আক্রমণ করিলে শিবজি তদুদ্ধারের আর কোন উপায় পাইলেন না, এবং অধীনত্ব স্বীকারে দিল্লীতে গমন করিলে তিনি সম্ভ্রমপূর্ব্বক ব্যবহৃত হইবেন, মহারাজা তাঁহার নিকটে অঙ্গিকার করাতে তিনি দিল্লীশ্বরের অধীন হইলেন। সম্রাটের সমীপে তাঁহাকে আনিত হইলে সম্রাট তাঁহাকে ভৎসনা করিলেন, তাহাতে তিনি ভগ্নান্তর হইলেন এবং ওরাংজেব তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। শিবজি কারারুদ্ধ হইয়া পলায়নোপায় করিতে তৎপর হইয়া কপট ক্ষিপ্ত হইলেন এবং তদ্দ্বারায় প্রহরীদিগের বিশ্বাস জন্মাইলেন। অনন্তর এক দিবস কৌশলে কারাগার হইতে নগরে আসিয়া পলায়ন করিলেন। শিবজি তদনন্তর মথুরা বারাণসী এবং জগন্নাথক্ষেত্র, প্রভৃতি তীর্থ পরিভ্রমণ করণানন্তর স্বদেশে আসিলেন, এবং ক্রমে

ক্রমে নানা দেশ অধীন করিয়া 'রাজ' নাম ধারণ করিলেন। শিবজি রাজা হইয়া আপন নামে মুদ্রা খোদিত করাইলেন এবং পুনশ্চয় দিগ্বি-জয় করিতে আরম্ভ করিলেন।

তিনি প্রথমে গোলকন্দা আক্রমণ করেন তৎপরে কর্ণাট জয় করেন। জিঞ্জি, ভেলোর, বোম্বাই, প্রভৃতি* স্থান তাঁহার অধীন হয়। শিবজি এবম্প্রকার দ্বিগ্বিজয় ও অসীম পরাক্রম প্রকাশ করিয়া ১০৮৭ সালে† মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। এই অশুভ সম্বাদ ওরাংজেবের কর্ণ-গোচর হইলে তিনি সাতিশয় কুতুহলাক্রান্ত হইলেন এবং চিরশত্রু হইতে মুক্ত হইলাম অনুভব করিলেন। শিবজির অপরূপ চরিত্র ছিল, তিনি এক প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের মধ্যে গণ্য ছিলেন, রাজ-পদের ও অনুপযোগ্য ছিলেন না, দস্যুর অগ্রগণ্য ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ব্যবহার পরিমিত ছিল এবং তিনি হিন্দু ধর্ম্মের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। শিবজির লোকান্তর গমনে তদীয় পুত্র শম্ভুজি মহারাষ্ট্রীয়-দিগের সেনানী হইয়া আপন পিতার ন্যায় দিগ্বিজয় আরম্ভ করিলেন, কিন্তু দুরাদৃষ্ট বশতঃ ওরাংজেবের দ্বারায় হত হইলেন। ওরাংজেব শম্ভুজিকে নষ্ট করিয়া কিয়ৎকাল ভারতবর্ষে একছত্রা করিলেন, কিন্তু স্বীয় ধর্ম্মে দৃঢ়ানুরক্তি প্রযুক্ত হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি অনির্ব্বচনীয় বৈরক্তি ও বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি হিন্দু ধর্ম্ম উৎ-পাটনে প্রবৃত্ত হইয়া বারাণসী ও মথুরার দেব মন্দির সমভূমি করিয়া তৎসন্নিকটে মসিদ নির্ম্মাণ করিলেন, অপর আমেদাবাদের বিখ্যাত মন্দিরাভ্যন্তরে গো হত্যা করিয়া দেবালয়ের পবিত্রতা অপবিত্র করি-লেন। এই সকল অসদাচার দর্শনে প্রজারা তাঁহাকে ঘৃণা করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি অধিক কাল বর্ত্তমান রহিলেন না, এবং ১১১৪ সালে‡ ইহলোক হইতে অন্তর্দ্ধান হইলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে পুত্রদিগকে পশ্চাৎ প্রকাশিত পত্র লিখিয়াছিলেন;—"বৃদ্ধ দশা উপ-স্থিত; ক্ষীণতা আমাকে পরাজয় করিতেছে এবং সর্ব্বাঙ্গের সামর্থ বি-গত হইয়াছে। আমি পৃথ্বীমণ্ডলে অপরিচিত হইয়া আসিয়াছিলাম,

---

* শিবজির মৃত্যু কালে তাঁহার রাজ্য ভারতবর্ষের পশ্চিম ভাগে ২৩০ ক্রোশ দীর্ঘে ৩০ ক্রোশ প্রস্থে বিস্তীর্ণ ছিল।—Mill. vol. ii.

† খ্রী ১৬৮০।

‡ খ্রী ১৭০৭।

এবং অপরিচিত হইয়া প্রস্থান করি। আমি কে এবং আমার অদৃষ্টে কি অপেক্ষিত আছে আমি ইহার কিছুই জানি না। যে কাল পর্য্যা-ক্রমে বিগত হইয়াছে, তাহা পশ্চাতে কেবল দুঃখ রাখিয়া গিয়াছে।

"আমি সাম্রাজ্যের তত্ত্বাবধারক ও রক্ষক ছিলাম না। আমার বহু-মূল্য সময় অনর্থ নষ্ট হইয়াছে। আমার আগার মধ্যে এক উপকা-রক ছিল (জ্ঞান), কিন্তু তাঁহার উজ্জ্বল জ্যোতি আমার অপরিষ্কৃত নয়নে পরিদৃষ্ট হয় নাই। আমি পৃথ্বীতলে কিছুই আনি নাই এবং মানবের সমস্ত ক্ষীণতা ব্যতীত, কিছু লইয়া গমন করিব না। আমি মুক্তিপদ এবং আমার দণ্ড-যন্ত্রণা শঙ্কা করি। আমি যদিও ঈশ্বরের দয়া ও বদান্যের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করি, তথাপি আমার সমস্ত কর্ম্মোপ-লক্ষের ভয় আমাকে অনাশ্রয় করিবে না, পরন্তু আমি গত হইলে আর চিন্তা থাকিবেক না।—আমার পৃষ্ঠ দুর্ব্বলতায় অবনত হইয়াছে এবং আমার পদদ্বয় গতিশক্তিবিহীন হইয়াছে। নিশ্বাস বদ্ধ হইয়াছে এবং আশা পর্য্যন্ত পশ্চাৎ অপেক্ষিত নাই। আমি অসংখ্য দোষানুষ্ঠান করিয়াছি এবং কি প্রতিফলের দ্বারা আক্রান্ত হইব জানি না।—ঈশ্বর আমার পুত্রদিগকে ব্যক্তিদিগের তত্ত্বাবধারকত্বের ভার দিয়াছেন। —আমি তোমাদিগকে, তোমাদিগের মাতাকে এবং সন্তানকে ঈশ্বরের নিকটে সমর্পণ করিয়া তাঁহার নিকটে গমন করিতেছি। আমার মৃত্যুর পীড়া শীঘ্র উপস্থিত। তোমাদিগের মাতা, উদয়পুরী, আমার পীড়ার অংশিনী ছিলেন এবং সহগমন করিতে বাঞ্ছা করেন, কিন্তু প্রত্যেক বিষ-য়ের নিদ্দিষ্ট কাল আছে।—আমি বিগত হইতেছি। আমি কেবল তোমা-দিগের নিমিত্তই ইষ্টানিষ্ট সমস্ত কর্ম্মাচরণ করিয়াছি।—কেহ আত্ম আত্মাকে অন্তর্হিত হইতে দেখে নাই, কিন্তু আমি আপন আত্মাকে অন্তর্হিত হইতে দেখিতেছি।"

ওরাংজেবের লিপির দ্বারায় প্রতীত হইতেছে তিনি সজ্ঞানে কাল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তৎ কালে তাঁহার নির্ম্মল জ্ঞান উদয় হইয়া-ছিল। ওরাংজেব অন্যান্য সম্রাটের ন্যায় প্রমত্ত ছিলেন না, তিনি ধার্ম্মিক ও দানশীল ছিলেন এবং সুবিচারে প্রজা পালন করিতেন। তিনি যুদ্ধ-বিষারদও ছিলেন, তাঁহার বাহু বলে সমস্ত ভারতবর্ষ এবং নিকটস্থ অন্যান্য প্রদেশ অধীন হইয়াছিল। কিন্তু তিনি মহা দুঃসাহসী, ঘৃণাবহ, কুকর্ম্ম করিয়াছিলেন। রাজ্য লব্ধ কালিক কদাচার পুনঃ বর্ণ-নের প্রয়োজন নাই, হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষের বিষয়ও কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি ওরাংজেবের অতি সুখের রাজত্ব

ছিল, এবং তিনি ৪৯ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরন্তু তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তানন্তর মঙ্গল রাজ্য ক্রমে ক্রমে বিধ্বংস হইতে লাগিল। তৈমুরের নাম ভারতবর্ষ হইতে লোপ হইবার উপক্রম হইল। এমত জগৎমনোলোভা দিল্লী বন্যপশুর অবস্থানের স্থান হইল।

সাহ আলম।

ওরাংজেবের পুত্র সাহ আলম, পিতৃসিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন এবং রাজ্যে কুশল বিস্তীর্ণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া রাজপুতদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। আমরা মহারাষ্ট্রীয়দিগের উৎপাতের বিষয় পূর্ব্বে বলিয়াছি; সাহ আলম তাহাদিগকে নিরস্ত করা দুরূহ জানিয়া তাহাদিগের সোপদ্রবের অধীন প্রদেশ সকলের রাজকরের চতুর্থাংশ তাহাদিগকে প্রদান করিয়া কুশল করিলেন। সাহ আলমের রাজত্ব কালীন কোন খ্যাতাপন্ন ঘটনা ঘটে নাই, কেবল সিকেরা তাঁহার রাজত্বে উৎপাত করে। আমরা সংক্ষেপে সিক জাতির উৎপত্তির বিবরণ বলিতেছি।

সকলেই বিদিত আছেন, অস্মদ্দেশ মোসলমানদিগের দ্বারায় অধিকৃত হওনাবধি তাহাদিগের সহিত হিন্দুদিগের ধর্ম্ম সম্বলিত ভীরু ভীরু বিবাদ হইয়া থাকে, এবং মোসলমানেরা হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি বিবিধ অত্যাচার করে। উভয় ধর্ম্মের পরস্পর অনৈকতা দেখিয়া নানক নামক লাহোরস্থ জনেক ক্ষত্রিয়, উভয়ের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সার মর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া এক নব-ধর্ম্ম প্রস্তুত করিলেন। "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই ধর্ম্মের অভিপ্রায়। ইহার মধ্যে মদ্যপান করিতে বারণ নাই। নানক নবধর্ম্ম প্রস্তুত করণানন্তর ক্রমে ক্রমে অনেক ভক্ত পাইয়া তাহাদিগকে আত্ম উপাসনায় দিক্ষিত করিলেন। নানকের মরণান্তে অর্থাৎ বাবরের সময় হইতে জিহঙ্গিরের সময় পর্য্যন্ত সিকেরা কেবল ধর্ম্মার্চনায় সময় যাপন করিত।

ওরাংজেব সিকদিগের ধর্ম্মের প্রতি বিজাতীয় বিরক্ত ছিলেন এবং সময় ক্রমে তৈক্ষক বাহাদুর নামে তাহাদিগের পুরহিতকে নির্দয়ে হত্যা করিলেন। ঐ পুরহিতের অন্যায় মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া তৎপুত্র গুরুগোবিন্দ অগ্নি-প্রজ্বলিত হইলেন এবং সম্রাটের নাশার্থ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। কিন্তু ওরাংজেব তাঁহাকে পরাজয় করতঃ তাঁহার পুত্র দ্বয়কে নষ্ট করিবাতে তিনি নিরাশ্রয়ী হইয়া দুঃখেতে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। সেই অবধি সিকদিগের সৌর্য্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং

তাহারা ওরাংজেবের ধ্বংস সাধনে তৎপর হইল, কিন্তু কোন প্রকারেই তদ্বিষয়ে উত্তীর্ণ হইতে পারিল না। অনন্তর ওরাংজেবের মৃত্যু হইলে তাহারা গুরুগোবিন্দ নামে পূর্ব্বোক্ত গুরুগোবিন্দের এক জন শিষ্যকে সেনাপতি করিয়া লুণ্ঠন আরম্ভ করিল। সাহ্ আলম তাহাদিগকে রণে নিরস্ত করিলেন, তাহাতে তাহারা ভয়ে হিমালয়ে পলায়ন করিল। সাহ্ আলম ন্যূনাধিক পঞ্চ বর্ষ রাজত্ব করিয়া ১১১৯ সালে* ইহ সংসার হইতে লোকান্তরে গমন করিলেন। সাহ্ আলম ধীর প্রকৃতি ও বদান্য ছিলেন এবং সুশৃঙ্খলে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

জিহান্দার সা—ফেরক সের।

সাহ্ আলমের চারি পুত্র ছিল। তাঁহারা পিতার পরলোকান্তে পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিলেন। আমি সম্রাট হইব প্রত্যেকের অভিলাষ হইল। পরন্তু জলফেকর খাঁ জ্যেষ্ঠ ময়েশ উদ্দীনকে সাহায্য করিবাতে অপর ভ্রাতাত্রয় রণে পরাজিত ও নিহত হইলেন। ময়েশ উদ্দীন সম্রাট হইলেন এবং "জিহান্দর সা" নাম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু জিহান্দর কামপ্রিয় হইয়া, অবিশ্রান্ত কামিনীদিগকে লইয়া, কদাচারে কালহরণ করিতে লাগিলেন। সাম্রাজ্য বিশৃঙ্খল হইতে লাগিল।† এমত কালে আবদুল ও হোসেন, নামক দুই জন সইয়দ জিহান্দরকে পদচ্যুত করিতে চেষ্টা করিয়া ফেরক সেরকে সম্রাট করিতে মনন করিল। ফেরক সের, সাহ্ আলমের পৌত্র এবং আজিম হোসেনের পুত্র ছিলেন, আবদুল ও হোসেন তাঁহাকে মনোনীত করিলে জিহান্দর সার সহিত তাহাদিগের সমর হইল, তাহাতে জিহান্দর ও জলফিকর খাঁ পতিত হইলেন। এক্ষণে সইয়দেরা ফেরককে নাম মাত্র সম্রাট করিয়া বিজাতীয় প্রতাপ প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং নিজকৃত সম্রাটকে তাচ্ছল্য করিতে আরম্ভ করিল। মন্ত্রীরা সম্রাটকে প্রবল হইতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সইয়দেরা ফেরোক সেরকে বধ করিয়া মহম্মদ সাকে সম্রাট করিল।

মহম্মদ সা—নাদর সার ভারতবর্ষ আক্রমণ।

মহম্মদ সিংহাসনে অধিষ্ঠান করিয়া প্রথমে সইদদিগের বশীভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু কালক্রমে তাহাদিগের অসামান্য বুদ্ধি দেখিয়া তাহা-

* খ্রী ১৭১২।

† লালকুঁরা নাম্নী তাঁহার এক উপপত্নী ছিল। তিনি তাহার সঙ্গে পথে পথে রসরঙ্গে ভ্রমণ করিতেন।—Mill. vol. ii.

দিগকে নষ্ট করিতে যুক্তি করিলেন। এই সময়ে মালুয়ার শাসনকর্ত্তা নৈজাম উল মল্কের সহিত আবদুল ও হোসেনের বিবাদ হয়, মহম্মদ তাহা নিবারণ ও নৈজামকে জয় করণার্থ হোসেনকে লইয়া যাত্রা করিলেন। এমত সময়ে হাইদর নামক এক জন যুক্তিকারক আবেদন পত্র প্রদানের ছলে হোসেনকে অস্ত্রাঘাতে নষ্ট করিল। হোসেনের পতন হইলে মহম্মদ হৃষ্ট মনে রাজ্যে আসিলেন এবং আবদুলকে বন্দী করিয়া রাখিলেন।

কিন্তু মহম্মদ সা বিশ্বাস পাত্র মন্ত্রীদ্বয় নৈজাম উল মল্ক এবং সাদত খাঁকে অনাদর করতঃ নবীন যুবকদিগের সহিত প্রণয় করিয়া তাহাদিগের পরামর্শের বশবর্ত্তী হইয়া রাজ্যের দুরবস্থা আনয়ন করিলেন। নৈজাম ও সাদত যদিও সম্রাটের নিকটে অনাদর প্রাপ্ত হইলেন, তথাপি তাঁহাদিগের তৎপ্রতি অনুরাগ একেবারে দূরীকৃত হইল না। মহম্মদের কুশাসনে মহারাষ্ট্রীয়েরা সুযোগ পাইয়া রাজধানী আক্রমণ করিলে সাদত খাঁ তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভব করিলেন। মহম্মদ তাঁহাকে ক্ষান্ত হইতে বলিয়া মন্ত্রীর সাহায্য প্রতিজ্ঞা করিলে সাদত খাঁ অবমানিত হইয়া ক্ষান্ত হইলেন, এদিকে মহারাষ্ট্রীয়েরা সুসময় পাইয়া দিল্লী লুণ্ঠন করিল।*

মহম্মদ সার সময়ে পশ্চাৎ ঘটনা ঘটিয়াছিল। ১১৪৫ সালে† পারস্য দেশাধিপ নাদর সা ভারতবর্ষ অক্রমণ করেন। যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং সাদত খাঁ দিল্লীশ্বরকে সাহায্য করেন। কিন্তু সাদত খাঁ পরাজয় প্রাপ্ত হইলেন এবং নাদর সা তাঁহাকে বন্দী করিলেন। কথিত হইয়াছে, সাদত পরাজিত ও বন্দী হইলে, মহম্মদ সা ও নৈজাম নাদরের সহিত কুশলের প্রত্যাশায় সন্দর্শন করেন, তাহাতে তিনি তাঁহাদিগকেও রুদ্ধ করেন। নাদর সা সম্রাটকে অধীন করিয়া দিল্লী অধিকার করিলেন।

অনন্তর দিল্লী বাসীদিগের মধ্যে ধান্যের মূল্য সংঘোটিত বিবাদ উৎপন্ন হয়, নাদর তাহা নিবারণের উপায় করিতেছিলেন, ইত্যবসরে

* এই কালে বিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় বীর বাজি রাও দিল্লীশ্বরের বিপক্ষে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত প্রচুর যুদ্ধ করেন এবং রাজ মন্ত্রী আসফজাকে পরাভব করিয়া গুজরাষ্ট্র, মালুয়া, ইত্যাদি রাজ্য সম্রাট হইতে প্রাপ্ত হন। তিনি মহম্মদ হইতে চৌত অথবা রাজকরের চতুর্থাংশ লব্ধ করেন।

† খ্রী ১৭৩৮।

এক ব্যক্তি তাঁহাকে গুলিকরিল এবং তাঁহার মৃত্যু প্রচার করিয়া তাঁহার অনেক সৈন্যকে নষ্ট করিল। নাদর সা এতদ্দারা সাতিশয় ক্রোধ-উন্মত্ত হইয়া দিল্লীস্থ তাবৎ ব্যক্তিদিগের প্রাণ নাশ করিতে আপন সৈন্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন, তাহাতে তাহারা প্রায় ১৫০০০০* প্রাণী নষ্ট করিল। কিন্তু নাদর দিল্লীশ্বর হইয়া রহিলেন না, তিনি বিবেচনা করিলেন, যে পারস্য রাজ্য এবং ভারতবর্ষ একত্রে শাসন করা দুঃসাধ্য, অতএব রাজ কোষ হইতে প্রায় ৩২০০০০০০০ কোটি ধন লইয়া এবং ওরাংজেবের প্রোত্রীর সহিত আপন পুত্রের বিবাহ দিয়া স্ব দেশে গমন করিলেন। নাদর সা স্বরাজ্যে যাত্রা কালীন মহম্মদ সাকে রাজ্যে পুনঃ স্থাপন করিয়াছিলেন।† নাদর সাহ্ স্ব রাজ্যে প্রত্যাগত হইলে দেশীয় কতিপয় ষড়যন্ত্রকারকদিগের হস্তে পতিত হয়েন। ইতিমধ্যে আমদ আবদুল নামে তাঁহার এক জন কর্ম্মচারী কান্দাহার অধিকার করিয়া ভারতবর্ষেয় উত্তর-পশ্চিম ভাগ আক্রমণ করিলেন, এবং সিন্ধু নদ পার হইয়া শ্রীহন্দ হস্তগত করিলেন। মহম্মদ সা যুবরাজ আমদ সাকে যুদ্ধার্থ পাঠাইয়া ছিলেন, কিন্তু আমদ পরাজয় লব্ধ করিলেন এবং রাজ উজীর ধরাশায়ী হইলেন। আমদ আবদুল এই যুদ্ধে রাজ পক্ষের কয়েকটা কামান প্রাপ্ত হন। এই যুদ্ধের এক মাস পরে মহম্মদ সা পরলোক গমন করিলেন এবং আমদ সা সম্রাট হইলেন।

আমদ সা।

আমদ সা, সাদত খাঁর পুত্র 'সাফদর জঙ্গকে উজীর করিয়া তাঁহাকে রোহেলাদিগের বিপক্ষে প্রেরণ করিলেন। রোহেলাদিগেয় সহিত সমর হইল। সাফদর আঘাতিত হইলেন এবং জয় লব্ধের কোন উপায় পাইলেন না। অবশেষে তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগের সাহায্য লইয়া রোহেলাদিগকে পরাজয় করতঃ তাহাদিগকে দেশ হইতে ও তাহাদিগের অধিকার হইতে দূর করিলেন। আমদ আবদুল এমন সময়ে পঞ্জাব অধিকার করেন। সাফদর জঙ্গ যৎকালে রোহেলখণ্ডে ছিলেন তৎকালে জেওয়াদ নামে এক জন খোজা রাজ প্রিয় হইয়াছিল, সাফদর ইহাতে অতি ক্রুদ্ধ হইলেন, কেননা এতদ্দারা তাঁহার ক্ষমতা খর্ব্ব হইল,

* মেং মিলের মতে ৮০০০।

† নাদর সা ৩৭ দিন দিল্লী অধিকার করিয়াছিলেন।

অতএব তিনি কৌশলে জেওয়াদকে হত্যা করিলেন। জেওয়াদের মরণে সম্রাট সাতিশয় ক্রোধ-প্রজ্বলিত হইয়া সাফদরের প্রতি প্রতিফল দিবার চেষ্টায় গাজি উদ্দীন নামক এক ব্যক্তিকে সৈন্যাধ্যক্ষ করিলেন, তাহাতে উভয়ের মধ্যে বিবাদ বিষম্বাদ ও সামান্য যুদ্ধ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইল। যে মহারাষ্ট্রীদিগের নিকটে সাফদর সাহায্য লইয়াছিলেন গাজি উদ্দীন, তাহাদিগের নিকটেই আশ্রয় লইলেন এবং অনায়াসে সাফদরকে বশীভূত করিলেন। গাজি উদ্দীনের উত্তরোত্তর গর্ব্ব বাড়িতে লাগিল, তিনি অসৎপ্রকৃতি হইবাতে আমদ সা অতি বিরক্ত হইয়া তাঁহার নাশের উপায় করিতে লাগিলেন। কিন্তু গাজি উদ্দীন সম্রাটকে সিংহাসন হইতে চ্যুত করিয়া তাঁহাকে অন্ধ করিলেন। গাজিউদ্দীন এক্ষণে জিহান্দর সার পুত্রকে "আলমগির দ্বিতীয়" নাম দিয়া দিল্লীর সিংহাসনে অভিষিক্ত করাইলেন।

সাফদর জঙ্গের মৃত্যু হইবাতে গাজি উদ্দীন উজীর হইলেন। তখন আমদ আবদুলের স্থাপিত পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা মিন মীরের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহাতে আবদুল তদীয় তনয়কে তৎ পদে নিযুক্ত করিলেন। পরন্তু তিনি শৈশব থাকাতে তৎ মাতা রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন; গাজি এই সুযোগ পাইয়া শাসনকর্ত্রীর কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে প্রার্থনা করিলেন। তিনি এই ছলে লাহোরে উত্তীর্ণ হইলেন এবং সকলের বিশ্বাস জন্মাইয়া ঐ দেশ আক্রমণ করিয়া শাসনকর্ত্রীকে কারারুদ্ধ করিলেন। আবদুল এই ব্যাপার অবগত হইয়া পঞ্জাব দিয়া দিল্লীতে যাত্রা করিলেন। কিন্তু গাজি উদ্দীন শঙ্কিত হইয়া তাঁহার শিবিরে যাইয়া দোষ ও অধীনত্ব স্বীকার করাতে আমদ আবদুল তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। আবদুল, দিল্লীতে যাইয়া দিল্লী গ্রহণ করেন এবং প্রায় নাদর সার ন্যায় অত্যাচার করিয়া অনেক মনুষ্য নষ্ট করেন। মথুরা তৎপরে তাঁহার অত্যাচারের স্থান হয়। তৎকালে কোন পর্ব্বোপলক্ষে মথুরাবাসীরা উপাসনা করিতেছিল, আবদুল অকস্মাৎ তাহাদিগকে অবিচারে বিধ্বংস করিলেন।

আমদ তদনন্তর স্বদেশে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। আলমগির তাঁহাকে বিনয় করিয়া কহিলেন, যে আমাকে একাকী রাখিয়া উজীরের হস্তে পতিত করিয়া যাইবেন না। আমদ তাহাতে নাজির উদ্দৌলা, নামক এক রোহেলাকে সেনানী করিয়া স্বরাজ্যে আগত হইলেন।

আবদুল স্বরাজ্যে গমন করিলে গাজি উদ্দীন নাজিরকে অপমান করি-

খাঁ আমদ খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে সৈন্যাধ্যক্ষ করিলেন, এবং আপন ক্ষমতা তাদৃশ প্রবল নয় জানিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের আশ্রয় লইলেন। তখন আলমগির নাজিরের রক্ষা অন্বেষণ কর্ত্তব্য জানিয়া তাঁহাকে সিহরণপুরে পাঠাইয়াদিলেন। গাজি উদ্দীন মহারাষ্ট্র শ্রেষ্ঠ বন্ধুর সহিত দিল্লী আক্রমণের দ্বারায় অধিকার করিলেন। মহারাষ্ট্র কি কল্পেন অনুপায়ে তাঁহাকে উজীর বলিয়া গ্রহণ করিলেন। আমদ আবদুল কান্দাহার গমন কালীন তদীয় পুত্র তৈমুর সাকে পঞ্চালের রাজকার্য্যের ভার দিয়াছিলেন, কিন্তু আদিনা বেগ নামে এক ব্যক্তি তাঁহার বিপক্ষ হইয়া রঘুর সাহায্যে পঞ্চাল গ্রহণের চেষ্টা করিলেন। রঘু অনায়াসে পঞ্চাল, লাহোর প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া আদিনা বেগকে শাসনকর্ত্তার পদে অভিষিক্ত করিলেন। পরন্তু আদিনা কিয়ৎ পরেই পঞ্চত্ব পাইলে এক জন মহারাষ্ট্রী শাসনকর্ত্তা হইলেন। মহারাষ্টীয়েরা তৈমুর সাহকে দূরীকৃত করিলে আমদ আবদুল, তাহাদিগকে প্রতিফল দিবার জন্য পঞ্চালে উত্তীর্ণ হইলেন। দাতাজি মহারাষ্ট সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাঁহার অধীনে ন্যুনাধিক ৮০,০০০ সৈন্য ছিল, তন্মধ্যে ৩০০০০ অশ্বারূঢ় গণিত হইয়াছিল। আমদের সহিত তাহার যুদ্ধ হইল, তাহাতে তিনি প্রায় যাবৎ সৈন্যের সহিত হত হইলেন। আমদ বিজয়ী হইলেন।*

মহারাষ্টীয়েরা এই কালে বড় ক্ষমতাবান জাতি ছিল। ভারতবর্ষের পশ্চিমস্থ প্রায় যাবৎ দেশ দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগ অবধি তাহাদিগের অধিকার ছিল। তাহারা দিল্লী পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল। "নবাব" "বাদসাহেরা" তাহাদিগকে ভয় করিতেন। তাহাদিগের বিস্তর সৈন্য ছিল এবং সৈন্যেরা মঙ্গল সৈন্যার অপেক্ষা যোদ্ধা ও সুশিক্ষিত ছিল।

শিবদাস রাও মহারাষ্টদিগের সৈনানী হইলেন এবং দিল্লী আক্রমণ পুরঃসর দখল করিলেন। সে যাহা হউক আমদ আবদুল মহারাষ্টীয়দিগকে সমূলে ধ্বংশ করণাশয়ে দিল্লীস্থ পাণিপত নামক নগরে উপস্থিত হইলেন। মহারাষ্ট্রীরা ঐ স্থলে শিবির স্থাপন করিয়া তাহার চতুষ্পার্শ্বে রক্ষণাবেক্ষণ ও দৃঢ়তর অভেদ্য করিয়াছিল। শিবদাস রাওর অধীনে ৭০০০০ অশ্বারূঢ়, (তন্মধ্যে ৫৫০০০ নৈপুণ ছিল) ১৫০০০ পদাতিক, এবং ২০০ কামান ছিল। আমদ আবদুলের ৪০০০০ আফগান ও পারস্য সৈন্য, ১৩০০০ অশ্ব এবং ৩৮০০০ পদাতিক

ছিল। পদাতিকের অধিকাংশ এতদ্দেশীয় সৈন্য। ৩০টী ব্যতীত আর কামান ছিল না। এদিকে গোবিন্দ রাও নামে এক ব্যক্তি শিবদাসের অনুমত্যনুসারে প্রায় ১২০০০ অশ্বারূঢ় উপস্থিত করিল, কিন্তু তিনি আতা খাঁর দ্বারায় তাঁহার সৈন্য সমেত অধঃক্ষিপ্ত হইল। পাণিপতের যুদ্ধে শিবদাস, ইব্রাহিম খাঁ এবং মহারাষ্ট্র রাজের পুত্র সেনানী হইয়াছিলেন। পাণিপতের মহা রণে মহারাষ্ট্রীয়েরা একেবারে পরাস্ত হইল। এই যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীদিগের প্রায় ২০০০০০ লোক মরে, তন্মধ্যে মহারাষ্ট্র রাজের পুত্র ও শিবদাস এবং প্রায় তাবৎ প্রধান ব্যক্তি হত হন। পাঠানদিগের সহস্র লোক মরে তন্মধ্যে আতা খাঁ প্রধান ছিলেন।

নবম অধ্যায়।

শাহ আলম দ্বিতীয়।

পর্টুগীস প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতির এতদ্দেশে বাণিজ্যার্থ আগমন—ফোর্ট জর্জ নামক গড়—ক্লাইবের বাল্য চরিত্র—তিনি ভারতবর্ষে উপনীত হন—ডিউপ্লেক্স—ক্লাইব সৈন্য দলে ভুক্ত হয়েন—চন্দ সাহেব কর্ণাট হস্তগত করেন—ডিউপ্লেক্সের আধিপত্য—মহম্মদ আলি—চন্দ সাহেব তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন—ক্লাইব কর্ত্তৃক আরকট অধিকার—চন্দ সাহেবের সৈন্য দুর্দ্দশা—রাজা সাহেবের সেনানী পদ—রাজা সাহেব আরকট আক্রমণ করেন—ইংরাজ সৈন্যের খাদ্যাভাব—সিপাহীদিগের সদাচার—মহারাষ্ট্রীয়েরা ইংরাজদিগের সহকারী হয়—ইংরাজদিগের সহিত মোসলমানদিগের যুদ্ধ—মোসলমানেরা পরাস্ত হয়—ত্রিচিনপল্লী গড় অধীন ও রাজা সাহেবের পরাজয়—ডিউপ্লেক্সের স্মরণ স্তম্ভ বিধ্বংস—ক্লাইব ভারতবর্ষে আসিয়া পূর্ব্বপদ প্রাপ্ত হয়েন—কবলিঙ্গ চিঙ্গলিপট অধিকার—ক্লাইবের বিবাহ ও ইংলণ্ডে গমন—তথায় পুরস্কার প্রাপ্তি—ভারতবর্ষে পুনঃ আগমন।

মহারাষ্ট্রীরা একেবারে ধনে, মানে, অধিকারে, হ্রাস প্রাপ্ত হইল। আমদ আবদুল জয় লব্ধ করিয়া ভারতবর্ষের সম্রাট হইয়া রহিলেন না, কেবল পঞ্জাব প্রভৃতি পশ্চিমস্থ দেশ আপন অধিকারে রাখিয়া, স্বদেশে গমন করিলেন। আলি গোহর, অথবা শাহ আলম দ্বিতীয় কেবল

নাম মাত্র দিল্লীশ্বর হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। সাহ আলম, আলমগিরের পুত্র ছিলেন, তাঁহার সময়ে মঙ্গল রাজ্য একেবারে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয় এবং তিনি বক্সারে ইংরাজদিগের নিকট পরাজিত হয়েন। তাঁহার সময়ে পলাশীতে সেরাজউদ্দৌলার সর্ব্বনাশ হয় এবং ইংরাজেরা ভারতবর্ষ লব্ধ করেন। আমরা তৎ বিবরণ পশ্চাৎ বলিতেছি।

পূর্ব্বকালে ইউরোপী তাবৎ জাতির মধ্যে পর্ত্তুগীরা নাবিক বিদ্যায় দক্ষ ছিল, পর্ত্তুগেলের নৃপতিগণ এ বিদ্যা উন্নতির জন্য যথেষ্ট ব্যয় করিতেন এবং নাবিকদিগকে পুরস্কার দিতেন। এই উৎসাহশীল রাজাদিগের মধ্যে ইমানুএল নামক এক জন মহাত্মা, ভাসকো দি গামা নামক বিখ্যাত নাবিককে কেপ্ অফ্ গুড্ হোপ্ ও অন্যান্য স্থল আবিষ্কার করিতে পাঠাইয়া ছিলেন। ভাসকো কেপ্ অফ্ গুড্ হোপ দিয়া আফরিকার পশ্চিমস্থ নানা স্থানে উঠিয়া হিন্দুস্থানের দক্ষিণে কালিকতে আসিয়াছিলেন। পরে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তদীয় অনুমতিক্রমে বাণিজ্য করিতে লাগিলেন। বাণিজ্যের দ্বারায় তাঁহাকে সৌভাগ্যবন্ত দেখিয়া অন্যান্য ব্যবসায়ীরা নগর-রক্ষক সহকারে ভূপালের কর্ণভারী করে। তাহাতে কালিকতাধিপতি তাঁহাকে দেশ হইতে বহিস্কৃত করিবার উপায় করিলে তিনি তাহা জ্ঞাত হইয়া জাহাজ আরোহণপূর্ব্বক স্ব দেশে গমন করেন। ভাসকো পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং মালেবারের নিকট অনেক স্থান অধীন করিয়া কোচিনে রাজত্ব স্থাপন করিলেন। তদবধি পর্ত্তুগীরা এতদ্দেশে বাণিজ্যার্থ আসিয়া গোয়া প্রভৃতি স্থান অধিকার করে। তদনন্তর ফরাসীস* ডিনামার ও ওলোন্দাজেরা এতদ্দেশে বাণিজ্যার্থ আসিয়া শ্রীরামপুর, চন্দ্রনগর, পন্দিচরী, ইত্যাদি স্থানের মধ্যে স্থান বিশেষে আপন আপন রাজপাট স্থাপন করিলেক। শেষে ইংরাজেরা

* বঙ্গ ভাষায় কতকগুলি জাতি নাম ও দেশ নাম এই রূপ প্রচলিত হইয়াছে। যথা;—

French ফরাসীস; Danes ডিনামার; Duch ওলোন্দাজ; English ইংরাজ; Portuguese পর্ত্তুগী বা ফিরিঙ্গী; London বিলাত; Mauritius মরিচ; Greek যবন (এই নাম এখন মোসলমান বুঝায়, এখন প্রকৃত তাৎপর্য্যের ব্যবহার নাই;) Egypt মিসর; ইত্যাদি। ইংরাজেরা ভারতবর্ষকে India বলেন এবং গ্রীকেরা হিন্দু জাতিকে Gentoo বলিত।

হিন্দুস্থানে আসিয়া জিহঙ্গির প্রভৃতি সম্রাটের সনন্দ পাইয়া স্থানে স্থানে বাণিজ্যালয় স্থাপনারম্ভ করিলেন।

তখন কোম্পানী ব্যবসায়ী মাত্র ছিলেন। মান্দ্রাজের সেন্ট জর্জ গড় তাঁহাদিগের অধিকার ছিল। এই সময়ে হিন্দুস্থানের ইংরাজ রাজ্য স্থাপক রবট ক্লাইব হিন্দুস্থানে আসেন। এই ব্যক্তি বাল্য কালে অতি দুর্বৃত্ত ছিলেন—বিদ্যাভ্যাসে অত্যন্ত বৈমুখ ছিলেন। পিতা মাতা উপদেশার্থ বিবিধ উপায় করিয়াছিলেন, তথাপি বালকের অসৎ প্রকৃতি বিমোচনে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা নিশ্চয় জানিয়াছিলেন রবটের দ্বারা কোন উপকার হইবে না। অতএব তাঁহারা অতি হৃষ্ট চিত্তে ক্লাইবকে কোম্পানীর এক সামান্য কেরাণীর পদে নিযুক্ত করিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইয়াদিলেন। ক্লাইব ভারতবর্ষে উপস্থিত হইবা মাত্র নানা দুঃখে মগ্ন হইলেন, ইংলণ্ড হইতে যে কিঞ্চিৎ টাকা আনিয়া ছিলেন সে সমুদয় ক্রমে ক্ষয় হইল, তাঁহার সামান্য বেতনে নিত্য ব্যয় সম্পন্ন করা দুষ্কর হইয়াছিল। সে যাহা হউক, এই সময়ে ফরিসদের শাসনকর্ত্তা লাবোর ডোনিজ্ নামা এক জন ফরাসীস, হিন্দুস্থানে আসিয়া বলপূর্ব্বক ইংরাজ অধিকার হস্তগত করিয়া ইংরাজদিগকে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিলেন। ইতিমধ্যে জোজেফ ডিউপ্লেক্স নামা পন্দিচরির শাসনকর্ত্তা এতদ্বিষয় শ্রবণ করিয়া ঈর্ষা বশতঃ শাসনকর্ত্তা ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট পদবিশিষ্ট ইংরাজদিগকে কয়েদ করিয়া অনির্ব্বচনীয় যন্ত্রণা দিলেন। ক্লাইব এই সময়ে সৈন্য দলে ভুক্ত হইলেন এবং আত্ম ক্ষমতা, বুদ্ধি, কৌশল, প্রকাশ করিয়া ফরাসীসদিগকে অনেক বার নিরস্ত করিলেন।

ইতিমধ্যে বিলাতীয় বার্ত্তা দ্বারা গোচর করিল, যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স মধ্যে সন্ধি হইয়াছে, অতএব ইংরাজেরা ফরাসীস হস্ত হইতে মান্দ্রাজ পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। ক্লাইব সৈন্য পদ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব পদে প্রবেশপূর্ব্বক বাণিজ্যীয় হিসাব লিখিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। এই কালে অর্থাৎ ১১৫৫ সালে* দক্ষিণের সুবা নৈজাম আল্ মল্কের মৃত্যু হয় এবং তৎ পুত্র নাজির জং তদীয় পদ প্রাপ্ত হন। কর্ণাট নবাব নাজিরের অধিকার ছিল, কিন্তু ইহা আনোবর্দি খাঁর দ্বারা শাসিত হইত। সুবার পদ ও কর্ণাট অধিকার করিতে অনেকেই ইচ্ছুক হইলেন, তন্মধ্যে মির্জাফের জং এবং চন্দ সাহেব প্রধান ছিলেন।

---

* খ্রী ১৭৪৮।

মির্‌জাফর নাজিরের প্রতিবাদী হইয়া তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করিলেন এবং চন্দ সাহেব কর্ণাটের শাসনকর্ত্তার পদ প্রাপ্তীচ্ছুক হইলেন। এই ব্যক্তি ফরাসীদিগের সহিত যোগ করিয়া কর্ণাট আক্রমণ করিল।

অনন্তর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, আনেবর্দি খাঁর পতন হইল এবং জয়ীরা কর্ণাট প্রাপ্ত হইলেন। ইহাতে ফরাসীদিগের সৌভাগ্যের ইয়ত্তা রহিল না। নাজির জংয়ের মৃত্যু হওয়াতে মির্‌জাফর জং দক্ষিণ রাজ্য অধিকার করিলে, তাঁহারা এবং ডিউপ্লেক্স 'সর্ব্বেশ্বর' হইলেন। পন্দিচরি আমোদময় হইল, সুসম্বাদ প্রচারার্থ তোপ হইতে লাগিল, ডিউপ্লেক্স মোসলমানের বহুমূল্য পোষাগ পরিয়া নৈজামের সহিত পালকী আরোহণে উপস্থিত হইলেন এবং অসীম ক্ষমতায় ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তার পদ পাইলেন। দৈব্যবিপাকে মির্‌জাফর জংয়ের লোকান্তর প্রাপ্তি হইবায় ডিউপ্লেক্সের অধিক প্রভুত্ব বাড়িল। ডিউপ্লেক্স তমোন্মত্ত হইয়া, যে স্থলে নাজির জং পরাস্ত হইয়াছিলেন, সেই স্থলে একটী সুদৃশ্য স্মরণ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া তৎ চতুষ্পার্শ্বে চারি ভাষায় তাঁহার জয়ের বিবরণ অঙ্কিত করাইলেন এবং স্বর্ণ-নির্ম্মিত তক্তিতে যুদ্ধ চিহ্ন খোদিত করাইয়া তন্মধ্যে প্রোথিত করাইলেন। পরে সর্ব্বোজ্বল করণার্থ ডিউপ্লেক্সফতে-আবাদ নামে এক নগর স্থাপিত হইল। মিরজাফর পরলোক গত হইলে, ডিউপ্লেক্স তদ্বংশীয় এক ব্যক্তিকে তাঁহার উত্তরাধিকারী করিলেন। এদিকে ইংরাজেরা মহম্মদ আলিকে কর্ণাটের নবাব পদে ভুক্ত করিতে বিশেষ আয়াসী ছিলেন। মহম্মদ আলির স্বদ্ধ ত্রিচুনপলি অধিকার ছিল, কিন্তু তাহা তৎকালে চন্দ সাহেবের দ্বারা আক্রান্ত হইল। এই আক্রমণ নিবারণ করা অতি কঠিন হইয়াছিল, কারণ মান্দ্রাজে অধিক সৈন্য ছিল না এবং সৈন্যাধ্যক্ষের অভাব ছিল। মেং লরেন্স (ভারতবর্ষে যৎতুল্য কেহই ক্ষমতাবান ছিলেন না) বিলাতে গমন করিয়াছিলেন। এই সময়ে এক সামান্য ব্যক্তির বাহুবলে ইংলণ্ডীয় ভারত রাজ্য উদ্ধার এবং ইংরাজ জাতির সৌভাগ্যোন্নতি হয়। তখন ক্লাইবের বয়ঃক্রম চব্বিশ বর্ষ ছিল এবং তিনি 'কাপ্তেনের' পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি কহিলেন, ত্রিচুনপলি, রক্ষা করা অত্যাবশ্যক হইয়াছে, না করিলে, আনেবর্দির বংশ লোপ হইবে, অপরঞ্চ, ডিউপ্লেক্সের যে ক্ষমতা দেখিতেছি, তাহাতে বিলাতে কোন যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মান্দ্রাজ রক্ষাকরা ভার হইবে। তাঁহার শ্রেষ্ঠের,

ইহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার অধীনে দুই শত ইংরাজ এবং তিন শত সিপাহী সৈন্য নিযুক্ত করিলেন। ক্লাইব এই সামান্য সৈন্য দল সঙ্গে করিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। পথি মধ্যে শীলাবৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল, বজ্র, সৌদামিনীর পশ্চাৎবর্ত্তী হইল এবং পবন সবেগে বহিতে লাগিল। কিন্তু এতাদৃশ বিপদেও কঠিনান্তঃকরণ সৈন্যের সাহস ভ্রংশ হইল না, তিনি নিরুদ্বেগ চিত্তে, আরকটে উপস্থিত হইলেন, তাহাতে দুর্গস্থ সৈন্যেরা সংকুচিতে দুর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলে ইংরাজেরা তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেক। ক্লাইব দুর্গ প্রবেশানন্তর যুদ্ধ সজ্জা এবং খাদ্য সামগ্রী আহরণ করিলেন। এদিকে পলাতক বিপক্ষ সৈন্যেরা সাহসে নির্ভর করিয়া দল বৃদ্ধি পূর্ব্বক নগর সন্নিধি তাম্বু ফেলিয়া অবস্থিত হইল। ইতিমধ্যে রাত্রি কালে ক্লাইব নিজ সৈন্য সহিত তাহাদিগের তাম্বু মধ্যে প্রবেশ করিয়া কতক ব্যক্তিকে হনন ও কতককে দূরীকরণ করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। চন্দ সাহেব এই কালে ফরাসীসদিগের সহকারে ত্রিচুনপল্লি আক্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি এই দুর্ঘটনা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ আরকটে চারি সহস্র সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। এই সৈন্যেরা ক্লাইব কর্ত্তৃক নিরাকৃত সৈন্যদিগের সহিত মিলিত হইল। তৎ ব্যতীত ভেলোরের দুই সহস্র লোক এবং ডিউপ্লেক্স প্রেরিত এক শত পঞ্চাশ ফরাসীস সৈন্য দল বৃদ্ধি করিল। অতএব একুনে প্রায় দশ সহস্র সৈন্য হইল। চন্দ সাহেবের পুত্র রাজা সাহেব এই সৈন্যদিগের অধ্যক্ষ হইয়া আরকট আক্রমণ করিলেন। তখন ইংরাজদিগের কেবল ১২০ ইংরাজ সৈন্য ও দুই শত সিপাহী থাকে, বিশেষতঃ দুর্গ ভগ্ন হইয়া যায়। পার্শ্ববর্ত্তী বৃহৎ প্রণালীর জল শুষ্ক হইয়াছিল এবং বেষ্টিত প্রাচীরসকল অপ্রশস্ত প্রযুক্ত তদুপরি কামান স্থাপন করা অসাধ্য হইল। এরূপ অবস্থায়ও ইংরাজেরা জয়ী হইয়াছিলেন, ক্লাইব প্রায় দেড় মাস যথা শক্তিক্রমে যুদ্ধ করিলেন, পরন্তু অত্যল্প সৈন্য বশতঃ বিজয়ী হওয়া দুষ্কর হইল। সৈন্যদিগের খাদ্য সামগ্রী ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইবাতে শত্রুদিগের সমধিক বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। এরূপ অবস্থাতে, এরূপ খাদ্যাভাবে, অন্য সৈন্য হইলে নিঃসন্দেহ ক্লাইবের বিপক্ষ হইত এবং তাঁহাকে বিপক্ষ হস্তে নিক্ষেপানন্তর প্রস্থান করিত। পরন্তু ক্ষুদ্র দলের অধ্যক্ষ-পরায়ণতা সিজরের দশম সৈন্যদল বা নেপোলিয়নের পুরাতন রক্ষকদল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল।* একণে এক

---

* Macaulay's Critical and Historical Essays p. 500.

চমৎকার দয়ার্দ্র চরিত্র দর্শন কর। সিপাহীরা খাদ্যাভাবে অসন্তুষ্ট বা উৎকণ্ঠ না হইয়া ক্লাইব্‌কে নিবেদন করিল, যে স্বদেশীয়ের অপেক্ষা বিজাতীয় ইংরাজদিগের অধিক আহারীয় প্রয়োজন, অতএব তাহা-দিগকে অধিক চাল আহারার্থ অর্পণ করুন: আমানী আমাদিগের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। আহা কি কৃতজ্ঞতা' যাহারা বাল্যাবস্থা অবধি যুদ্ধ বিদ্যায় শিক্ষিত হইয়াছে, রণক্ষেত্রে সমর করিয়াছে, রূঢ় বাক্য প্রয়োগ ও রূঢ় কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছে, তাহারা যে এ প্রকার সদ্গুণ প্রকাশ করিবে এ অতি আশ্চার্য্য!

ইংরাজেরা কিয়ৎ দিবস যথা সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করেন, ইতিমধ্যে মুরারি রাও নামে এক জন মহারাষ্ট্রীয় ছয় সহস্র স্বজাতিবর্গ সহিত ইংরাজদিগকে সাহায্য করিল। রাজা সাহেব এতদ্বিবরণ শুনিয়া যুদ্ধার্থ নানা উপায় করিলেন, কিন্তু কোন উপায় ফলবতী না দেখিয়া অবশেষে ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিতে ইচ্ছুক হইয়া ক্লাইব্‌কে মিষ্ট ভাষে এবং ঘুস্ পর্য্যন্ত দিয়া ক্ষান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ক্লাইব্ তাহা অগ্রাহ্য করিলে তিনি ভয় প্রদর্শনার্থ কহিলেন, যে ইংরাজেরা কুশল করিতে অসম্মত হইলে আমি বলপূর্ব্বক দুর্গ আক্রমণ করিয়া দুর্গস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে নিহত করিব। তাহাতে ক্লাইব্ গর্ব্বিত হইয়া বলিয়া পাঠাইলেন, যে তোমার পিতা অন্যায়পূর্ব্বক রাজ্যাধিকার করিয়াছিল, তোমার সৈন্যেরা ইতর জাতি ও কাপুরুষ, অতএব অগ্রে উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া ঐ কাপুরুষদিগকে আমাদিগের অধিকার আক্রমণ করিতে বলিও। রাজা সাহেব এই গর্ব্বিত উক্তি শুনিয়া কিল্লা আক্রমণ করিলেন। সংগ্রাম উপস্থিত হইল, মোসলমানের সৈন্য ভীরু যুদ্ধ করিতে লাগিল, ভীষণ বৃহদাকার করীসমূহ অতি বেগে ইংরাজদিগের প্রতি ধাবমান হইল, বোধ হইল, বন্য জন্তু ফটক ভগ্ন করিবে। কিন্তু ইংরাজেরা গুলি নিক্ষেপ করিলে হস্তীসকল ভয়ে পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া মোসলমানদিগের সৈন্যদল ভঙ্গ করিয়া অনেক লোক হত্যা করিল।

অনন্তর মোসলমানেরা দুর্গোপরি উঠিবার উপক্রম করিলে ইং-রাজেরা ক্রমশঃ গুলি নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। দীর্ঘকাল দীর্ঘরূপে যুদ্ধ হইলে, মোসলমানেরা পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিল। এই যুদ্ধে মোসলমানদিগের চারি শত মনুষ্য মৃত হয়। 'ইংরাজেরা জয়ী হইয়াছে' এই বার্ত্তা 'ফোর্ট জর্জ্জের' লোকেরা শ্রুতি-গোচর করিয়া আনন্দ-রসে আপ্যায়িত হইলেন এবং ক্লাইবের প্রতি সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া তৎ সাহার্য্যার্থ সপ্ত শত সিপাহী ও দুই শত

ইংলণ্ডীয় সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ক্লাইব সৈন্য প্রাপ্ত হইয়া তিমিরির কেল্লা হস্তগত করিয়া রাজা সাহেবের সহিত রণ প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা পরাস্ত হইলেন এবং তদীয় ছয় শত সৈন্য ক্লাইবের স্মরণাগত হইয়া তাঁহার অধীনে নিযুক্ত হইল। রাজা সাহেব পরাস্ত হইলেও তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব হয় নাই, তিনি পুনঃ সৈন্য সঙ্গে করিয়া মান্দ্রাজের 'ফোর্ট জর্জ্জ' নিকটস্থ গ্রামসকল ধ্বংস করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি ক্লাইব হস্তে পুনঃ পরাজিত হইলেন। ক্লাইব রণজয়ী হইয়া ডিউপ্লেক্সের স্মরণার্থ স্তম্ভ ভূমিস্যাৎ করিয়া ঐ ফরাসীস সৈন্যাধ্যক্ষের দর্প চূর্ণ করিলেন। মান্দ্রাজস্থ ইংরাজেরা কিয়ৎ সৈন্য সহিত ক্লাইবকে ত্রিচনপল্লিতে পাঠাইয়া দিতে অভিলাষ করিতে ছিলেন এমত সময়ে মেজর লরেন্স বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইলেন। তিনি প্রত্যাগত হইয়া পূর্ব্ব পদ প্রাপ্ত হইলে বোধ হইয়াছিল ক্লাইব ঈদৃশ মহা কর্ম্ম করিয়া এক ব্যক্তির অধীনে থাকিতে বাসনা করিবেন না। কিন্তু ক্লাইব তদীয় প্রতি লরেন্সের পূর্ব্ব বদান্যতা, হিতাচরণ, স্মরণ করিয়া অতি সন্তোষে দ্বিতীয় পদ গ্রহণ করিয়া সুচারুরূপে নিজ কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। লরেন্স ক্লাইবের সততা দর্শনে তাঁহাকে অত্যন্ত যত্ন করিতেন। ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্রীয় হস্তে চন্দ সাহেবের পতন হয়। ক্লাইব ফরাসীস অধীনস্থ চিঙ্গলিপট ও কবিলঙ্গ এই দুর্গদ্বয় অধিকার করিতে মানস করিয়া সৈন্য-সামন্ত সঙ্গে তত্র স্থলে চলিলেন। এই সৈন্যেরা ঈদৃশ অলৌকিক বিক্রমী ও সাহসী ছিল, যে কবিলঙ্গের দুর্গ হইতে একটী গোলা নিক্ষেপে এক ব্যক্তির প্রাণ নষ্ট হইল এবং তাহা দেখিয়া অন্য সমস্ত ভয়ে পলায়ন করিল; তন্মধ্যে এক জন বীর কামানের শব্দ শুনিবামাত্র কূপে পড়িয়া স্তব্ধ হইল! চমৎকার বলিতে হইবে! কারণ এমত সৈন্যকে রণ-বিশারদ ও সাহসী করিয়া ক্লাইব কবিলঙ্গ ও চিঙ্গলিপট এই দুর্গদ্বয় জয় করেন। ক্লাইব জয়ী হইয়া মান্দ্রাজে প্রত্যাগত হইলেন এবং কিয়ৎ পরে মাসকেলিনী নাম্নী কামিনীকে বিবাহ করিয়া শারিরীক অসুস্থ হেতু ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। তথায় উত্তীর্ণ হইলে কি ভদ্র, কি ধনী, কি মানী, সকলেই তাঁহাকে অসাধারণ মান্য করিল এবং ভারতবর্ষীয় সমাজ তাঁহাকে এক জহরতময় অসী প্রদান করিলেন, কিন্তু তিনি অসামান্য সৌজন্য প্রকাশ পুরঃসর তাহা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইলেন, কহিলেন, লরেন্স সাহেবকে অন্য ঐরূপ এক খানি অসী না দিলে তিনি গ্রহণ করিবেন না। সময়ে সময়ে মানব প্রকৃতির কিরূপ পরিবর্ত্তন হয় দর্শন কর!

ক্লাইব ইংলণ্ডে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়া ভারতবর্ষে পুনর্ব্বার আসিতে ইচ্ছুক হইলে "কোর্ট অফ্ ডিরেকটরেরা" তাঁহাকে শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিলেন, এবং ইংলণ্ডেশ্বর লেফ্‌তেনেণ্ট কার্‌নেলের পদ দিলেন। ১১৬২ সালে* ক্লাইব্ ভারতবর্ষে আসিলেন। তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া এড্‌মিরেল ওয়াটসনের সহিত অঙ্গ্রিয়া নামক বোম্বেটিয়াকে পরাজয় করিয়া তদীয় দুর্গ অধিকার করেন।

দশম অধ্যায়।

আলিবর্দি খাঁর মৃত্যু এবং সেরাজ উদ্দৌলার নবাবী পদ—তাঁহার চরিত্র—'ফোর্ট উইলিয়ম' আক্রমণ—কারাগারে ইংরাজদিগের ভীষণ পীড়া—ক্লাইবের দ্বারা বজবজিয়া ও কোর্ট উইলিয়ম অধিকার এবং হুগলি আক্রমণ—সন্ধি—নবাবের চমৎকার ব্যবহার—সেরাজউদ্দৌলার নাশার্থ তাঁহার কর্ম্মচারীদিগের যুক্তি—উমাচাঁদের সঙ্গে ইংরাজদিগের যোগ এবং ক্লাইবের চাতুরী—পলাশীতে সসৈন্য সেরাজ উদ্দৌলার আগমন—ক্লাইবের যুদ্ধ সমাজ এবং নির্জ্জনে রণ স্থির করণ—পলাশীতে ইংরাজদিগের উত্তরয়—পলাশীর যুদ্ধ এবং নবাবের পরাজয়—সেরাজউদ্দৌলার পতন—মিরজাফরের নবাবী—উমাচাঁদের নিগ্রহ এবং ক্ষমা—নবাবের ধন বিভাগ—সাহ আলমের পাটনা আক্রমণ এবং ইংরাজ দ্বারা দূরীকরণ—মিরজাফরের সঙ্গে ইংরাজদিগের বিবাদ এবং মিরজাফরের পদচ্যুতি—নবাব মির কসিম—মিরজাফরের পুনঃ নবাবী—নৈজাম উদ্দৌলা—ইংরাজদিগের প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষে রাজত্ব এবং কোম্পানীর নাশ।

সম্প্রতি এক সময় উপস্থিত হইতেছে, যখন ক্লাইবের প্রকৃত বিক্রম প্রকাশ হইবে, যখন ভারতবর্ষ ইংরাজদিগের হস্তগত হইবে।

বঙ্গদেশে আলিবর্দি খাঁ নামে এক ব্যক্তি দিল্লীর মহারাজের নিয়োগানুসারে বঙ্গ দেশের 'নবাব' হইয়া উক্ত দেশ শাসন করিতেন। তিনি সাতিশয় প্রতাপান্বিত ছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহার রাজত্ব কালীন 'বর্গি' নামে বিখ্যাত হইয়া বিবিধ সোপদ্রপ করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার বর্ত্তমানে বঙ্গদেশ অধিকার করিতে পারে নাই এবং কোন ইউরোপীয়েরা তাঁহার

* খ্রী ১৭৫৫।

রাজ্য লইতে অপরের হয় নাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ ১১৬৩* সালে তাঁহার মৃত্যু হইল এবং তাঁহার দৌহিত্র সেরাজউদ্দৌলা বঙ্গীয় নবাব হইলেন। সেরাজউদ্দৌলা বাল্যকালাবধি নিষ্ঠুর ছিলেন। বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাসে অত্যন্ত বৈমুখ হইয়া কেবল কুকার্য্যানুষ্ঠানে তৎপর থাকিতেন. স্ত্রী জাতির প্রতি বলাৎকার করিতেন এবং সদা পরানিষ্টে রত থাকিতেন। সেরাজউদ্দৌলা জঘন্য পামরদিগের সহিত বন্ধুতা করিয়াছিলেন, তাহারা তাঁহাকে কেবল মন্দ উপদেশ দিত। সেরাজউদ্দৌলা বাল্যকালাবধি ইংরাজদিগের প্রতি বিদ্বেষী ছিলেন এবং তাঁহারদিগের অনিষ্ট করণের সূত্র পাইলেন। তৎকালে ইংরাজদিগের বাণিজ্য স্থান কলিকাতা নগরে নিরূপিত হইয়াছিল। ইংরাজেরা তথায় 'ফোর্ট উইলিয়ম' নামে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া ফরাসীসদিগের সহিত যুদ্ধ সম্ভাবনা হইবাতে তাহা দৃঢ়রূপে অভেদ্য করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহারা পূর্ব্বে সেরাজ-উদ্দৌলার অনুমতি প্রার্থনা করেন নাই। নবাব তাঁহাদিগের এই এক মহতী দোষ স্থির করিলেন। অপর দোষ এই, যে সেরাজউদ্দৌলা রাজা রাজবল্লভের ধনসম্পত্তি হরণ করিতে চেষ্টিত হওয়াতে তিনি এবং তাঁহার পুত্র কৃষ্ণবল্লভ ইংরাজদিগের স্মরণাগত হইয়াছিলেন। তৎকালে মেং ড্রেক ইংরাজদিগের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সেরাজউদ্দৌলা পত্র দ্বারা তাঁহাকে দুর্গ বলবতী বা নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে বারণ করিলেন। তাহাতে ড্রেক অতি কঠিনরূপে প্রত্যুত্তর করিলেন, আমরা তোমার আজ্ঞাবহ হইব না। সেরাজউদ্দৌলা সাতিশয় কোপাবিষ্ট হইয়া প্রায় পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে কলিকাতা আক্রমণ করিলেন। ইংরাজেরা উপায়াভাবে সশঙ্ক হইয়া তাঁহার নিকটে সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। সেরাজউদ্দৌলা তাহা মনোযোগও না করিয়া চিৎপুরে উপস্থিত হইলেন, তাহাতে ইংরাজ সৈন্য বারম্বার এতদ্রূপ সতেজে গোলা নিক্ষেপ করিল, যে নবাব সৈন্য পলাইতে লাগিল। সেরাজউদ্দৌলা তদ্দর্শনে পরাঙ্মুখ হইলেন না এবং দৃঢ়রূপে যুদ্ধারম্ভ করিয়া দুর্গের চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রদান করিলেন। ইংরাজেরা অগ্নি তাপে কাতর হইয়া এবং বারুদ না পাইয়া দুর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক হুগলি নদীতে উত্তীর্ণ হইলেন এবং আস্তেব্যস্তে তরণী আরোহণ পুরঃসর পলায়ন করিলেন। কিন্তু তথাপি অনেক সৈন্য দুর্গে রহিল।

নবাব দুর্গ অধিকার করিয়া কতক ব্যক্তির প্রাণ নাশ করিলেন এবং

* শ্রী ১৭৫৬।

কতককে এক অন্ধকারময় স্বরূপ কারাগারে রাখিলেন। ঐ ঘরে কেবল কএক মাত্র বায়ু প্রবেশের পথ ছিল, বন্দীরা তাহার মধ্যে থাকিয়া নিশ্বাস প্রক্ষেপ করিতে বঞ্চিত হইল। পিপাসায় তাহাদিগের বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইল, নিশ্বাস নিক্ষেপ করণার্থ তাহারা বাতায়ন প্রাপ্ত হইবার জন্য পরস্পর কলহ করিতে লাগিল। তদ্দ্বারা অসংখ্য ব্যক্তি পঞ্চত্ব পাইল। তৃষ্ণা নিবারণার্থ তাহারা রক্ষকদিগকে দ্বার মুক্তির নিমিত্ত অনেক মিনতি করিল, কিন্তু কিছুতেই তাহারা তাহা শুনিল না। একে, গ্রীষ্মকাল, তাহাতে এরূপ শমন-পুরি-সম অন্ধকার ক্ষুদ্র গৃহ, বিশেষতঃ পিপাসা নিবারণের অনুপায় এবং বায়ু হইতে বঞ্চিত এতদপেক্ষা মনুষ্যের আর কি মনস্তাপ হইতে পারে? পর দিন দ্বার মুক্ত করিলে এক শত ছয়-চল্লিশ বন্দীর মধ্যে কেবল তেইশ ব্যক্তিকে জীবিত দেখা গেল। তাহাদিগকে দেখিয়া রাজ চূড়ামণির মদান্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হইল না, তিনি তাহা-দিগকে পুনশ্চ কারারুদ্ধ করিলেন, কেবল কতকগুলি নিস্তার পাইয়া-ছিল। সেরাজউদ্দৌলা ঈদৃশ অন্যায়াচরণ করিয়া 'ফোর্ট উইলিয়মে' কতকগুলি সৈন্য রাখিয়া ইংরাজদিগকে তথায় আসিতে বা বাস করিতে তাহাদিগকে নিবারণ করিতে বলিলেন। অপর, ঐ স্থান স্মর-ণার্থ স্বরূপ আলি নগর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল। সেরাজউদ্দৌলা 'ফোর্ট উইলিয়ম' দুর্গ লইয়া ইংরাজদিগের প্রতি যেরূপ অনিষ্ট করিয়াছেন সে তাবৎ সম্বাদ মান্দ্রাজস্থ ইংরাজেরা শুনিয়া সাতিশয় রাগান্বিত হই-লেন এবং প্রতিহিংসার্থ সৈন্য সামন্ত প্রস্তুত করিলেন। ক্লাইব্ অশ্ব পদাতিক ইত্যাদি ভূম্য সৈন্যের অধ্যক্ষ হইলেন, ওয়াটসন্ সাহেবকে জাহাজীয় সৈন্যের অধ্যক্ষ করা গেল। এক সহস্র ইংরাজ সৈন্য এবং ১৫০০ সিপাহী যুদ্ধার্থ হুগলি নদীতে উপস্থিত হইল। সেরাজ-উদ্দৌলা আমোদ প্রমোদ করিতে ছিলেন, ইংরাজেরা যে তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিবে এ স্বপ্নের অগোচর, কারণ তাঁহার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হই-য়াছিল, যে ইউরোপ খণ্ডে দশ সহস্রের ঊর্দ্ধ লোক নাই। অতএব ইংরাজেরা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলে তিনি চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর সৈন্য সমভিব্যাহারে কলিকাতায় আসিলেন। ক্লাইব স্বাভাবিক চতুর-তার সহিত বজবজিয়া হস্তগত করিয়া এবং 'ফোর্ট উইলিয়ম' পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া হুগলি আক্রমণ করিলেন। পরে সেরাজউদ্দৌলা ইংরাজ-দিগের পরাক্রম বিশেষরূপে অবগত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত সন্ধি করেন। এই সন্ধিতে ইংরাজদিগের যথেষ্ট লাভ হয়। সন্ধির কিয়ৎ

পরেই অস্থির-চিত্ত নবাব ফরাসীসদিগের সহিত যোগ করিয়া ইংরাজদিগকে বঙ্গদেশ হইতে নিরাকৃত করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। ক্লাইব ও ওয়াট্‌সন ইহা সংবাদ পাইয়া চন্দ্রনগর আক্রমণ দ্বারা অধীন করিয়া প্রায় পাঁচ শত ফরাসীসকে বন্দী করিলেন। নবাব ইংরাজদিগের এবম্প্রকার প্রতাপ দেখিয়া তাঁহাদিগের মনোরঞ্জনার্থে অনেক টাকা পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু স্বভাব একেবারে পরিবর্ত্ত হওয়া কঠিন, অতএব সেরাজউদ্দৌলা আবার এ দিকে ফরাসীস সেনানী বুসিকে কিয়ৎ সৈন্য পাঠাইয়া দিয়া বঙ্গদেশ ইংরাজ হস্ত হইতে রক্ষা করিতে কহিলেন। এক সময় ওয়াট্‌সন সাহেবকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিয়া, পরক্ষণে তাঁহার নিকট বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। যাহা হউক, অবশেষে তাঁহার রাজ্য নাশ ও মনস্তাপের সময় উপস্থিত হইল, কি আত্মীয়, কি অনাত্মীয়, তাঁহার দুরন্ত অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া শত্রু হইয়া উঠিল। কতকগুলি প্রধান কর্ম্মচারী তাঁহার বিনাশ সাধন হেতু মন্ত্রণা করিল; তন্মধ্যে সৈন্যাধ্যক্ষ মিরজাফর, রাজবল্লভ এবং জগত সেঠ নামা এক জন মহা সমাঢ্য বণিক প্রধান ছিলেন। এই ব্যক্তিরা ইংরাজদিগের সঙ্গে যোগ করিলেন। ইংরাজেরা সেরাজউদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিয়া মিরজাফরকে নবাব করিবেন, এবং মিরজাফর কোম্পানী ও কোম্পানীর সৈন্য-সামন্ত ও কর্ম্মচারী প্রভৃতিকে যথেষ্ট পারিতোষিক দিতে স্বীকৃত হইলেন। ক্লাইব চাতুর্য্য অবলম্বন করিয়া নবাবের প্রতি অত্যন্ত সখ্য ভাব ও প্রীতি প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে এক খানি লিপি লিখিলেন। নবাব সেই লিপি পাইয়া ইংরাজদিগকে পরম বন্ধু জ্ঞান করিলেন। ইংরাজেরা এ দিকে উমাচাঁদ নামা* এক রাজ কর্ম্মচারীর সহিত যোগ করিলেন। ইংরাজদিগের সহিত মির জাফর প্রভৃতির যে যে মন্ত্রণা হইয়াছিল উমাচাঁদ তাহা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন এবং তাহা গুপ্ত রাখিবার জন্য তিন কোটি টাকা চাহিলেন; ইহাতে যুক্তিকারীরা মহা বিপদে পড়িল। এত টাকা কোথায় পাইবে, না দিলেও নয়, কারণ তাহা হইলে উমাচাঁদ নবাবকে গুপ্ত বিষয় জ্ঞাত করিবেক। ক্লাইব উমাচাঁদের অপেক্ষা চাতুরী প্রকাশ পুরঃসর কহিলেন, যে উমাচাঁদকে উক্ত মুদ্রা দেওনের আশা দেওয়া যাউক, পরে কার্য্য সিদ্ধি হইলে টাকা দূরে থাকুক বিলক্ষণ প্রতিফল দেওয়া যাইবে। ইহাতে সকলে সম্মত হইলেন, কিন্তু এক প্রতিবন্ধক

* উমাচাঁদ এক জন কলিকাতার বণিক ছিলেন।—Stewart.

উপস্থিত হইল। উমাচাঁদ বলিলেন, যে মির জাফরের সহিত ইংরাজদিগের রাজ্য উদ্ধার সঙ্ঘটিত যে সন্ধি পত্র লিখিত হইবে সে সন্ধি পত্রে আমার প্রার্থিত মুদ্রার বিষয় লেখা থাকিবেক এবং আমি স্ব চক্ষে তাহা দর্শন করিব। এই সময় ক্লাইবের ফন্দি অবলোকন কর। তিনি দুই খানি সন্ধি পত্র প্রস্তুত করিলেন, এক খানা সাদা, অন্য খানা লাল কাগজে লিখিত হইল। সাদা কাগজে সুদ্ধ মিরজাফরের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি লিখিত হইল, তাহাতে উমাচাঁদের নাম মাত্র উল্লেখ হইল না, লাল কাগজে উমাচাঁদের প্রার্থিত মুদ্রা ও তদ্বিষয়ে ইংরাজদিগের সম্মতি লেখা গেল। তথাপি আর এক প্রতিবন্ধক রহিল। ওয়াটসন সাহেবের স্বাক্ষর না পাওয়াতে লাল সন্ধি পত্র উমাচাঁদের অবিশ্বাস হওনের সম্ভব হইলে ক্লাইব ওয়াটসনের কৃত্রিম স্বাক্ষর প্রস্তুত করিয়া সেরাজউদ্দৌলাকে উগ্র ভাষায় লিপি লিখিয়া ইংরাজদিগের প্রতি তাঁহার অত্যাচার প্রকাশ করিলেন। ১১৬৩ সালে* সেরাজউদ্দৌলা পনের সহস্র অশ্বারোহী† চল্লিশ সহস্র পদাতিক এবং পঞ্চাশটী বৃহৎ কামান, সমভিব্যাহারে মহা সমারোহে যুদ্ধার্থ পলাশীর রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। ইংরাজদিগের ইংরাজ, ফিরিঙ্গী, সিপাহী ও সেলার সমেত ৩১৫০ মাত্র সৈন্য ছিল, ক্লাইব এত অল্প সৈন্য লইয়া সেরাজউদ্দৌলার অসংখ্য সৈন্য দেখিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রথমে সশঙ্ক হইলেন। বিশেষতঃ মিরজাফর তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবেন এরূপ নির্ধারিত ছিল, কিন্তু মিরজাফর তদনুরূপ না করিলে তাঁহাকে আরো উদ্বিগ্ন হইতে হইয়াছিল। ক্লাইব্ এরূপ অবস্থায় এক সভা আহ্বান করিয়া সভ্যদিগকে যুদ্ধ বিষয়ক পরামর্শ জিজ্ঞাসিলেন, কিন্তু তাঁহারা অনেকেই যুদ্ধ অবিধেয় বলাতে তিনি তাঁহাদিগের মতের পোষকতা করিলেন। ইংরেজেরা নিতান্তই ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপন করিবে অতএব সভ্যদিগের মতের বিপরিত হইয়া উঠিল। সভা ভঙ্গ হইবা-মাত্রে ক্লাইব এক নির্জ্জন বৃক্ষাকীর্ণ স্থানে গিয়া উক্ত বিষয়ের আন্দোলন করিয়া যুদ্ধ করিতে নিতান্ত স্থির করিলেন। পর দিবস সূর্য্যাস্ত হইলে ক্লাইব্ সৈন্য সমভিব্যাহারে রাত্রি এক ঘটিকার সময়ে পলাশীতে উত্তীর্ণ হইয়া এক আম্র নিকুঞ্জে ছাউনি করিয়া রহিলেন। পশ্চাৎ দিন

* খ্রী ১৭৫৭।

† ১৮০০০ অশ্বারোহী, ৫০০০০ পদাতিক ৫০ কামান এবং ৪০ জন ফরাসী।— Charles Stewart.

প্রত্যুষে উভয় দলে রণ সজ্জা করিল। প্রথমে কামানের যুদ্ধ হইল, কিন্তু সেই সময়ে বৃষ্টিপাত হইবাতে নবাবের বারুদ ভিজিয়া গিয়া অকর্ম্মণ্য হইল, ইংরাজদিগের তাহা কিঞ্চিৎ প্রতিবন্ধক হয় নাই, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে গোলা পরিচালন করিতে লাগিলেন। নবাবের পক্ষে মিরমদন ও মোহনলাল সেনাপতি ছিল। মিরমদন প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু কামানের এক গোলা আসিয়া তাঁহাকে ধরাশায়ী করিল। মিরমদনের পতনে নবাব সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া মিরজাফরকে সন্নিধানে আনাইলেন। মিরজাফর যদিও ইংরাজ পক্ষীয় তথাপি এ যুদ্ধে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন নাই, ইহার কারণ এই, নবাব তাঁহার বুদ্ধি বল ভাল জানিতেন, অতএব একদা তাঁহার ভবনে যাইয়া তাঁহার সহিত প্রণয় করেন এবং যাহাতে তিনি ইংরাজদিগের পক্ষে না হন, এই নিবারণ জন্য তাঁহাকে কোরাণ স্পর্শে সপথ করান।

এই দুঃসময়ে মিরজাফর সেরাজউদ্দৌলার সম্মুখীন হইলে নবাব মস্তক হইতে কিরীট লইয়া তাঁহার পদতলে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "আপন প্রতি মদীয় আচরণ জন্য আমি যথার্থ সন্তাপিত হই এবং আপনার ভগ্নীপতি এবং আমার মাতামহ গত আলিবর্দি খাঁর নাম গ্রহণপুরঃসর মিনতি করি, গত বিষয়ের জন্য মার্জ্জনা করুন; আমি আপনাকে তাঁহার প্রতিনিধির স্বরূপ মানি এবং তাঁহার সম্ভ্রম স্মরণার্থ, তথা ভবিষ্যদ্বক্তার (মহম্মদ) উত্তরাধিকারী হইয়া আপনাকে বিনয় করি, আমার জীবন ও সম্ভ্রম রক্ষা করুন।" মিরজাফর তাহাতে অঙ্গীকৃত হইলেন এবং কহিলেন, অদ্য দীর্ঘকাল যুদ্ধ হইয়াছে, অদ্য যুদ্ধ ক্ষান্ত থাক, আমি আপনার হইয়া কল্য যুদ্ধ করিব, এক্ষণে সৈন্যদিগকে ক্ষান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতে আজ্ঞা করুন।* নবাব তদনুযায়ী সৈন্যদিগকে ফিরিয়া আসিতে অনুমতি পাঠাইলেন। নবাবের দাওয়ান রাজা মোহনলাল এতক্ষণ সেনানী হইয়া ঘোর যুদ্ধ করিতেছিলেন, তিনি সেরাজউদ্দৌলার এই অনুপযুক্ত অনুমতি শুনিয়া বিরক্ত হইলা প্রত্যাগমন করিতে নম্রতারূপে অসম্মত হইলেন, কিন্তু সেরাজউদ্দৌলা পুনর্ব্বার অনুমতি করিলে, তিনি শিবিরে অনিচ্ছায় প্রত্যাগত হইলেন। রাজা মোহনলাল ইতিপূর্ব্বে কহিয়াছিলেন, আমি শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সৈন্যদলে মহা গোলযোগ হইবে, সৈন্যেরা ভয়ে পলায়ন করিবে, তাহা যথার্থ হইল,

* Stewart's Bengal

সৈন্যেরা ভীত হইয়া পলায়ন করিতেলাগিল।* এখন চাতুরীর এক প্রধান দৃষ্টান্ত দেখ, বলে যাহা না করে চাতুরী তাহার শত গুণ করিতে পারে। মিরজাফরের চাতুরীতে ইংরাজদিগের ভারত রাজ্য সকলে স্মরণ করিবেন। ইংরাজদিগের রাজ্য "প্রকৃত বলে ও চাতুরী বলে" তাহা সত্য, কিন্তু সেই চাতুরী যুদ্ধ কালীন যুধিষ্ঠির ও আত্ম কর্ম্ম সাধন কালীন রামচন্দ্র, ব্যবহার করিয়াছিলেন ইহাও সত্য। সে যে রূপ হউক, নবাবের সৈন্য পলায়ন করিলে ইংরাজেরা সুযোগ পাইয়া পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং বিস্তর লোক হত্যা করিয়া সৈন্যদিগের অস্ত্র, শস্ত্র, তাম্বু, প্রভৃতি গ্রহণ করিলেন। এই যুদ্ধে নবাবের পঞ্চ শত লোক হত হয়, ইংরাজ পক্ষীয় বাইশ ব্যক্তি হত ও পঞ্চাশ ব্যক্তি আঘাতিত হইয়াছিল। এবম্প্রকারে বিখ্যাত পলাশীর যুদ্ধ নিষ্পন্ন হয়।

সেরাজউদ্দৌলা পরাস্ত হইয়া পাটনাতে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষার উপায় করিতে লাগিলেন, কিন্তু এমত সময়ে এক ফকীর তাঁহার মরণ সাধন করিল। সেরাজউদ্দৌলা ঐ ফকীরের প্রতি কোন অহিতাচরণ করিয়াছিলেন, অতএব তিনি ঈদৃশ দুরবস্থায় তাহার কুটীরে আশ্রয় প্রার্থনা করিলে ফকীর তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া তাঁহাকে শত্রু হস্তে নিক্ষেপ করিল। সেরাজউদ্দৌলা মিরজাফরের পুত্র মিরণের নিদেশে হত হন।

মিরজাফর এখন নবাব হইলেন এবং উমাচাঁদ ইংরাজদিগের নিকট প্রতিশ্রুত টাকা লইতে আসিলেন। তাহাতে ইংরাজেরা কৃত্রিম লাল সন্ধি পত্র দেখাইলে তিনি হতজ্ঞান হইলেন, কিন্তু ক্লাইব্ তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। ক্লাইব্ এখন সর্ব্বেশ্বর হইলেন। সেরাজউদ্দৌলার মৃত্যু হইলে কোম্পানী ও নবাবের কর্ম্মচারীরা তদীয় কোষাগার স্ব স্ব আগারে প্রবেশ করাইল, তন্মধ্যে ক্লাইব্ বিংশতি লক্ষ মুদ্রা পাইয়াছিলেন।† এই ধনে অনেকেই ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিল, বঙ্গদেশে অদ্যাবধি তাহাদিগের বংশাবলি সেই ধন ভোগ করিতেছে। এই কালে

---

* এরূপ জনবাদ আছে, যে মোহনলাল সৈন্যের মৃদু গতি ও মিরজাফরের চাতুরী দেখিয়া নবাবকে সাবধান হইতে কহেন এবং কতকগুলি সৈন্য লইয়া ভীরু যুদ্ধ করেন। মিরজাফর এক জনকে নবাবের দুত করিয়া তাঁহাকে ক্ষান্ত হইতে কহেন, মোহনলাল মিরজাফরের উপস্থিত চাতুরী জানিতে পারিয়া, না ক্ষান্ত হইলে, মিরজাফর এক ব্যক্তিকে যুদ্ধ বেশ ধারণ করান। সে মোহন লালের সৈন্য মধ্যে প্রবেশিয়া তাঁহাকে হত্যা করে।

† ১৬০০০০০।—Murray's British India.

সাহ আলম দ্বিতীয় মিরজাফরের অধিকার, অধিকার করিতে প্রস্তুত হইলেন। মিরজাফর তাহা কর্ণগোচর করিয়া মুদ্রা সহকারে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলে, ক্লাইব তাঁহাকে তদ্বিষয় হইতে নিবারণ করেন এবং তাঁহাকে যথা শক্ত্যনুসারে সাহায্য করিতে সম্মত হয়েন। পরে সাহ আলম পাটনা আক্রমণ করিলে ইংরাজেরা যুদ্ধার্থ গমন করিলেন। ইংরাজদিগকে অগ্রবর্ত্তী দেখিয়া সম্রাটের প্রায় চল্লিশ হাজার সৈন্য রণে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিল এবং সাহ আলম দিল্লীতে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর মিরজাফরের কুগ্রহ ঘটিবাতে তিনি ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ইংরাজদিগের অসীম পরাক্রম দৃষ্টে শঙ্কান্বিত হইয়া অনুমান করিলেন, যে তাহারা অনায়াসে রাজ্য লইতে পারে অতএব তাহা নিবারণার্থ ওলোন্দাজদিগের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। ওলোন্দাজেরা* সাত খানি পোত লইয়া হুগলি নদীতে উত্তীর্ণ হইল। ইংরাজেরা অত্যল্প সৈন্য সহিত বিপক্ষ দল পরাস্ত করিলেন। ইংরাজেরা জয়ী হইয়া কিয়ৎপরে মিরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার ভ্রাতা মির কসিমকে নবাব করিলেন। মির কসিম অধিক কাল নবাবী পদ ভোগ করেন নাই, মিরজাফর পুনঃ পূর্ব্ব পদ প্রাপ্ত হইলেন। অনতী বিলম্বে তাঁহার মৃত্যু† হইলে ইংরাজেরা নৈজামউদ্দোলা নামে তাঁহার এক পুত্রকে নবাব করেন। এই ব্যক্তি কেবল নাম মাত্র নবাব ছিলেন, প্রকৃত ক্ষমতা ইংরাজদিগের হস্তে ছিল; ইংরাজেরা ক্রমে ক্রমে নবাবের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া হিন্দুস্থান অধিকার করিয়া শাসন করিতে লাগিলেন এবং দিল্লীশ্বর ও নবাবের প্রতি বৃত্তি নিযুক্ত করিলেন। তদবধি তাঁহারা সিন্ধু, পঞ্জাল, অযোধ্যা, নাগপুর, দিল্লী, প্রভৃতি ভুক্ত করিয়া প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইয়াছেন। এখন কোম্পানীর পরিবর্ত্তে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের রাজ্যেশ্বরী হইয়াছেন। কোম্পানীর উচ্চ লোভে রাজ্যে জগদ্বিখ্যাত সিপাহী বিদ্রোহ হইলে ১২৬৫ সাল, ১৭ কার্ত্তিকে‡ ভারতবর্ষে মহারাণীর ঘোষণা পত্র প্রচার হয় এবং কোম্পানীর অধিকার নাশ হয়।

* ওলোন্দাজেরা তৎকালে চুঁচুড়া অধিকার করিয়া তথায় বাস করিত।

† ১১৬৮ সাল, খ্রী ১৭৬১।

‡ খ্রী ১৮৫৮, ১লা নবেম্বর।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

টীকা। (ক)

মেং মিল "ব্রহ্ম" শব্দ প্রশংসাসূচক সংজ্ঞা করেন, তাঁহার মতে এ শব্দ নানা দেব প্রতি প্রয়োগ্য। বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ হোরেস উইলসন্, মিলের মত খণ্ডন করিয়াছেন, যথা ;—

"This is a Specimen of most perverse reasoning. Brahme is said to be "a mere unmeaning epithet of praise, applied to various gods;' but if it means nothing, what honor can it do them? why is it attached to them? it must have some signification, or it would not be employed. It may be absurdly used; but, undoubtedly, when God or man is called Brahme, it is intended to say, that he is something of a more elevated nature than his ordinary nature—that he is, in fact, one with that being, who according to particular doctrines, is not only the cause of all that exists, but is all that exists.'———

মিল কতকগুলি অপ্রামাণিক টীকা সংগ্রহ করিয়াছেন, তন্মধ্যে মেং উইলফোর্ডের অপরূপ পাণ্ডিত্য এই, যে ব্রাহ্মণদিগকে সূর্য্যের দেব সংজ্ঞার হেতু জিজ্ঞাসিলে উত্তর দিতে বিলম্ব করে, অথবা ক্ষান্ত হয়, কিন্তু তাহারা সূর্য্যকে তি দেবের আকার স্থির করে। উইলসনের মত এই ;—

"These general assertions of Wilford are always to be received with great caution. There is no reason why the Bramins should make a mystery of applying the word Deva to the Sun. The Sun is a God, which is all that 'Deva' Deus signifies."

মিলের অপর ভ্রান্তি এই যে, সূর্য্যের উত্তাপ ব্রহ্মা, রশ্মি বিষ্ণু এবং দীপ্তি শিব, আর ব্রহ্মই সূর্য্য। তিনি সার উইলিয়ম জোন্সের মতের দ্বারা আত্ম মত রক্ষা করিয়াছেন। যদিও সংস্কৃত দক্ষ, মহা পণ্ডিত, জোন্সের মতসমস্ত প্রামাণিক, তথাপি এ মত ভ্রান্তিমূলক। জোন্স কহিয়াছেন, যিনি ত্রিগুণাত্মক এবং ওঁ প্রয়োগ্য, আদি পৌত্তলিকেরা তাঁহাকে সূর্য্য উত্তাপ, রশ্মি ও দীপ্তি স্বরূপ অনুভব করিত। মিলের উদ্ধৃত মেং কোলব্রুকের মতে সূর্য্যই এক মাত্র দেব, তিনিই পরমাত্মা, অন্য দেবেরা তাঁহার অংশ মাত্র। উইলসনের অভিপ্রায় যথা ;—

"This does not prove the converse; viz., that the Sun was ever called the Great Soul. Brahme, the Great Soul, was according to the Vedantas, identical with the Sun and with Fire, as with all things, and they mutually are identical with him, but each is individually the object which is seen or worshiped, and not solely Brahme, or to be confounded with God."

টীকা (খ)

"As compared with the state of Astronomical science in modern times, Hindu Astronomy, of course, is far from excelling as Schleget remarks, "*il n'est pas besoin de faire de gros livres pour le prouver.*" It is, perhaps, inferior to the Astronomy of the Greeks, but it exhibits many proofs of accurate observation and deduction, highly creditable to the science of Hindu Astronomers. The division of the ecliptic into lunar mansions, the solar zodiac the mean motions of the planets, the precession of the equinoxes the earth's self support in space, the diurnal revolution of the earth on its axis, the revolusion of the moon on her axis her distance from the earth, the dimension of the orbits of the planets, the calculation of eclipses, are parts of a system which could not have been found amongst an unenlightened people. That the antiquity of the Hindu Astronomy has been exaggerated is no doubt true, but there is no reason to conceive that it is not ancient Even Bently himself refers the contrivance of the lunar mansions to B. C. 1424, a period anterior to the earliest notices of Greek Astronomy, and implying a course of still earlier observation. The originality of Hindu Astronomy, if this era be granted, is at once established, but it is also proved by intrinsic evidence, as although there are some remarkable coincidences between the Hindu and other systems, their methods are their own. "If there be any resemblances," says professor Wallace (Account of British India, Edinburgh,) "they have arisen out of the nature of the science, or from what the Indians have borrowed from the Arabians, who were instructed by the Greeks, rather than from any thing borrowed from the Indians by the Arabians or the Greeks." There is no occasion to suppose the Greeks were instructed by the Hindus, but the Arabians certainly were. Their own writers affirm that Indian Astronomers were greatly encouraged by the early Khalifs, particularly Harun al Rashid and Al Mamun; they were invited to Bagdad, and their works were translated into Arabic. The Hindus were fully as much as the Greeks the teachers of the Arabians,"—*Wilson's Comment on Mill's India.*